













ଶ୍ରୀବେଂସର କଠିରଭ୍ରଂ

ବା

ଶ୍ରୀବେଂସବୋପବାସ ବ୍ରତ ସୀମାଂସା ପରିଶିଷ୍ଟଂ

୧୧୧୬୩

ଶ୍ରୀନନ୍ଦକୂମାର ଗୋସ୍ୱାମି ତତ୍ତ୍ୱନିଧି କାବ୍ୟତୀର୍ଥେନ

ଓ

ତଂ କୃତସ୍ତା ସରଳାଧ୍ୟାତ୍ମିକସ୍ତା ବସ୍ତାନୁବାଦେନ ଚ ସହିତଂ

ଶ୍ରୀନିଧିଲାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମି କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣ-ତର୍କତୀର୍ଥେନ  
ପ୍ରକାଶିତଂ

୧୩୩୯ ସାଲ ।

ମୂଲ୍ୟ—ଏକଟାଙ୍କା

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা  
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়াকস হইতে  
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁড়ার দ্বারায় মুদ্রিত

## ভূমিকা

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ব্যবহাসমূহ শ্রীবৈষ্ণব মহোদয়গণের সহজে বুঝিবার নিমিত্ত ১৩৩৬ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা, শ্রীশ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা, শ্রীগোবর্দন পূজা মীমাংসা, শ্রীরাসঘাতা মীমাংসা একত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে। কতিপয় পণ্ডিত মহোদয়গণকে পুস্তক দান করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বদ্ধ ব্যবস্থা বিষয়ে কয়েকটি সন্দেহ প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর লিখিতে গিয়া “শ্রীবৈষ্ণব কঠকল্প” বা শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্ট” নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি। ইহাতে বহু সন্দেহ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রত্ন কণ্ঠ হইলে উপবাসাদির ব্যবস্থা বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিবে না। নিজেই তাহা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। কোন কোন ব্যবস্থা ব্যক্ত হইয়াও অস্ফুট ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে বিচারপূর্বক অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া শ্রীভগবন্নিষ্ঠ বৈষ্ণব মহোদয়গণ পরিতুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।

গ্রন্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত “সরল নানী টীকা” করিয়া দিয়াছি এবং সরল বঙ্গভাবাদও করিয়া দিয়াছি পাঠকগণ ইহা পাঠ করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। নিজ গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামি মহাশয় এবং ভিটাদিয়া গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সম্মেলোচনা করিয়া গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছি। ইহাতে স্মার্তমতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীস্মার্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের সম্বন্ধেও এই পুস্তক উপাদেয় হইবে বলিয়া মনে করি।

এই পরিশিষ্ট দ্বারা “বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা” গ্রন্থখানি পূর্ণাবয়বযুক্ত হইল, বিবেচনার ভার স্বধীগণের উপর অর্পণ করা গেল।

এই বৈষ্ণব কঠরত্নে বহুরত্ন সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—বিধিতত্ত্ববিচার—বিধি, নিয়ম, পরিসংখ্যা লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ, বিধেয় তত্ত্ববিচার—তিথির লক্ষণ ও পরিচয়, কষ্ণের প্রাধান্য ও বিধেয় তত্ত্ববিচারের গুণ অল্পবাদবিধেয় লক্ষণ, অল্পবাদবিধি বিধেয় দৃষ্টান্তসহ, ভগবানের অল্পবাত্ত তত্ত্বের বিধেয় দৃষ্টান্তসহ, অন্তরূপ অল্পবাদ বিধেয়—কষ্ণের অল্পবাত্ত স্বয়ং ভগবত্তার বিধেয় বহু দৃষ্টান্তসহ।

অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার, যুহুর্ভ বিচার, অরুণোদয় নির্ণয়, একাদশী, অষ্ট  
মহা দ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশীত্যাগ বিচার, তিথি ঘটিত ব্রতচতুষ্টয়ে সম্পূর্ণ  
একাদশী ত্যাগ ও নক্ষত্র ঘটিত ব্রতচতুষ্টয়ে খণ্ডা একাদশী ত্যাগ। ব্রতকর্তব্য-  
কারিকা সম্বন্ধে বিচার, বহু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা কারিকা চতুষ্টয়ের প্রামাণ্যস্থাপন।  
শ্রবণা দ্বাদশী বিচার, রাত্রিযোগের উপোগ্রহ, জন্মাষ্টমী—বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্বা-  
নিষেধে যুক্তি, বৈষ্ণব মত, স্মার্ত্ত মত, বিরুদ্ধ বচনসমাধান, রামনবমী, নৃসিংহ  
চতুর্দশী, শিবরাত্রি—বৈষ্ণব মত, স্মার্ত্ত মত, বিরুদ্ধবচন সমাধান। দশাবতার  
জয়ন্তী। গ্রন্থ নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। স্থলীপত্র পাঠ করিলে গ্রন্থের বিস্তৃত  
বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার দেবশর্মা

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিধিতত্ত্ব বিচার		সম্পূর্ণ একাদশীর বিরুদ্ধ বচন	
বিধি—লক্ষণ দৃষ্টান্ত	১—৪	সমাধান	৩২—৩৮
নিয়ম বিধি—লক্ষণ দৃষ্টান্ত	৪—৬	উপবাস লক্ষণ	৩৮—৩৯
পরিসংখ্যা বিধি—লক্ষণ দৃষ্টান্ত	৬—১০	একাদশী নির্ণয়	৩৯—৪৫
বিধেয় তত্ত্ব বিচার		অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও	
তিথি লক্ষণ	১০	একাদশীর ত্যাগ বিচার	৪৫—৫২
তিথির পরিচয়	১০—১১	সম্পূর্ণ ত্যাগ ব্যবস্থা	৫৩—৫৬
কর্মের প্রাধান্য ও বিধেয়ত্ব	১২—১৫	সম্পূর্ণ ত্যাগ প্রকরণ	
অনুবাদ বিধেয় লক্ষণ	১৫	উন্মীলনী	৫৭—৫৮
অনুবাদ বাধা বধের দৃষ্টান্ত	১৬—১৭	বজ্রুলা	৫৮—৫৯
অনুরূপ অনুবাদ বিধেয় দৃষ্টান্ত	১৭—১৯	ত্রিম্পৃশা	৬০
একাদশীর নিত্যতা	২০	পক্ষবর্দ্ধনী	৬০—৬১
সর্ব তিথির সম্পূর্ণতা	২০—২১	বজ্রুলা পক্ষবর্দ্ধনী বিচার	৬২—৬৮
একাদশীর সম্পূর্ণতা		সার ব্যবস্থা	৬৮
“আদিত্যোদয় বেলায়াঃ”		দৃষ্টান্ত	৬৮—৭২
বচনের দ্বিবিধ অর্থ	২২—২৩	জয়া, বিজয়া	৭২
একাদশীর দ্বিতীয়া প্রকার		জয়ন্তী, পাপনাশিনী	৭৩
সম্পূর্ণতা	২৩—২৪	ব্রত নির্ণয়	৭৩—৭৫
সম্পূর্ণ বিদ্ধা বিচার	২৪—২৫	ব্রত নির্ণয় বিচার দৃষ্টান্ত	৭৬—৭৮
অর্ধরাত্রী সমাধান বিচার	২৬—২৯	দ্বাদশীর অপেক্ষিত পদ্য নিরাস ও	
অরুণোদয় নির্ণয়	২৯—৩০	অহোরাত্রাবচ্ছিন্নকালের অপেক্ষিত	
অরুণোদয় বিদ্ধা নিষেধ	৩০—৩১	পদ্য স্থাপন	৭৯—৮১
খণ্ডা একাদশীর বিরুদ্ধ বচন		জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী	
সমাধান	৩১—৩২	দৃষ্টান্ত	৮১—৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রত কর্তব্যের কারিকার সম্বন্ধে		সপ্তমী বিদ্যা নিষেধে যুক্তি	১১৯—১২৪
প্রশ্নোত্তর	৮৩—৯৬	বৈষ্ণব মতে বিদ্যা অবিদ্যা	
অষ্ট মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে		সমস্বয়	১২৩—১২৫
নিবন্ধকারগণের মত	৮৬—৯৬	বৈষ্ণব মতে সার ব্যবস্থা	১২৫
ব্রত নির্ণায়ক কারিকার প্রামাণ্য		স্মার্তমতে রোহিণী সম্বন্ধ ও অর্দ্ধরাত্রি	
সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন	৯৩—১০০	সম্বন্ধ অবলম্বনে বিদ্যায় ও অবিদ্যায়	
শ্রবণা দ্বাদশীর পক্ষকৃত্যে ও		উপবাস বিধান	১২৫—১৩৫
মাসকৃত্যে প্রভেদ	১০১—১০২	স্মার্তমতে বিরুদ্ধ বচন সমাধান	১৩৫
মাসকৃত্যে দ্বিবিধ ভেদ	১০৩	স্মার্তমতে পারণ বিধান	১৩৫—১৩৭
পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর		জন্মাষ্টমীর রোহিণী ব্রতত্ব	
স্থল	১০৩—১০৪	নিরাস	১৩৭—১৩৮
সন্দেহ নিরাস	১০৪—১০৫	তিথি নক্ষত্র রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে	
বিষুদ্ধ ভাদ্র ভিন্ন অত্র মাসে		পারণ বিধান	১৩৮—১৪০
শ্রবণা দ্বাদশী হইলে একাদশীতে		পারণাত্মরোধে শক্তাশক্ত ভেদে উপবাস	
উপবাস	১০৫—১০৬	ব্যবস্থাকারী স্মার্তগণের মত	
রাত্রি শ্রবণা যোগেরও		খণ্ডন	১৪০
উপোষ্যত্ব	১০৬—১০৯	স্মার্তমতে সার ব্যবস্থা	১৪১
“দিবাভাগে যদা তু স্মাৎ” বচনের		রোহিণী ব্রত নির্ণয়	১৪১—১৪২
অহোরাত্রাবচ্ছিন্নকাল পর অর্থ,		রাম নবমী ও নৃসিংহ	
স্বর্ধ্যাধিকরণাবচ্ছিন্ন কাল পর		চতুর্দশী	১৪২—১৪৩
অর্থ নহে	১০৯—১১২	শিবরাত্রি বৈষ্ণব মত	১৪৩
রাত্রি শ্রবণা যোগেরও উপোষ্যত্ব		শিবরাত্রি স্মার্তমত	১৪৪—১৪৬
দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন	১১২—১১৩	স্মার্তমতে বিরুদ্ধ বচন সমাধান	
স্মার্তগণের মত খণ্ডন	১১৪—১১৫		১৪৬—১৪৭
বৈষ্ণব মতে সার ব্যবস্থা	১১৫	বৈষ্ণবমতে বিরুদ্ধ বচন সমাধান	
জয়ন্তী ও জন্মাষ্টমীর একত্ব ও			১৪৭—১৪৮
নিত্যত্ব	১১৬—১১৭	স্মার্তমতে সার ব্যবস্থা	১৪৮—১৪৯
সপ্তমী বিদ্যা নিষেধ	১১৭—১১৯	দশাবতার জয়ন্তী	১৪৯—১৫৯







শ্রীশ্রী নন্দ কুমার গোস্বামী তত্ত্ব  
কাব্যতীর্থ

## গ্রন্থকারের পরিচয়

শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশের পুত্র চতুর্বেদী নারায়ণ ভট্ট আদিশূর রাজার  
ষষ্ঠকর্তা। ১। তৎপুত্র আদিগাঞি ওঝা। ২। তৎপুত্র জয়মণি বা জয়মন  
ভট্ট। ৩। তৎপুত্র হরিকুজ বা হরিকৃষ্ণ। ৪। তৎপুত্র বিজাপতি। ৫। তৎপুত্র  
রঘুপতি। ৬। তৎপুত্র শিবাচার্য। ৭। তৎপুত্র সোমাচার্য। ৮। তৎপুত্র  
উগ্রমণি। ৯। তৎপুত্র তপোমণি। ১০। তৎপুত্র সিন্ধুসাগর। ১১। তৎপুত্র  
বিন্দুসাগর। ১২। বিন্দুসাগরের দুই পুত্র জয়সাগর এবং মণিসাগর, মণিসাগরের  
অন্ত নাম বিজাসাগর। ১৩। জয়সাগর হইতে বারেন্দ্র শ্রেণী ধরা হয়।

বারেন্দ্র জয়সাগরের চারি পুত্র, মাধব বা আদি মাধব মিশ্র, মৌনভট্ট,  
স্বর্ণরেখ বা স্বর্ণদেব মিশ্র, পীতাশ্বর মিশ্র। ১৪।

বল্লাল হইতে মাধব বা আদি মাধব চম্পটী গ্রাম, মৌনভট্ট নন্দনাবাসী গ্রাম,  
স্বর্ণরেখ বা স্বর্ণদেব সিহরি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রোত্রিয় হন। পীতাশ্বর মিশ্রের  
তিন পুত্র বল্লাল সভায় কুলীন হন। বল্লাল হইতে সাধু বাগছী, রুদ্র বাগছী  
কৌলীভ্যাজক বাগছী গ্রাম প্রাপ্ত হন। লোকনাথ লাহিড়ী কৌলীভ্যাজক  
লাহিড়ী গ্রাম প্রাপ্ত হন। ১৫।

লোকনাথ লাহিড়ীর পুত্র শ্রীনাথ ও ভূতনাথ। ভূতনাথ পুত্র দিগম্বর ওঝা পুং  
বেদগুরু, পুং সনাতন, পুং চ্যূত বা চুট ওঝা, পুং হলী, বলী, বংশ, বল্লভাচার্য,  
শ্রোম, দিবাকর ও ত্রিবিক্রম। হলী জাতিভ্রষ্ট।

বল্লভ আচার্যের সময় উদয়নকৃত কুলীনগণের করণ, পরিবর্ত ও সমাজের  
সৃষ্টি, এবং শ্রোত্রিয়ে কস্তাদান নিষিদ্ধ হয়।

বল্লভপুত্র আকাই বা অর্ক, ঢাকচোর, দনাই বা দত্তজারী, চমড়া, ছয়ঘরিয়া।  
কেশব বা কেশাই নকৈড়। কেশব পুত্র খেখাই বা শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী, পুং  
অনন্ত বা আনাই, মাধব বা মাধাই, ত্রীকর, ত্রীবৎস, সারঙ্গ, দামোদর, পক্ষে  
ঈশান ওঝা। মাধব পুং মহামিশ্র, নরপতি, বারকড়ি, নিতাই অরুণ। মহামিশ্র  
পুং বিজাপতি, প্রগত ভট্ট, সর্কানন্দ, গোসাঞি মিশ্র, রঘুপতি, যুকুন্দ।  
প্রগত ভট্ট পুং রামচন্দ্র বা রামাচার্য, ত্রীকণ্ঠ হরিভট্ট। রামাচার্য পুং সত্যভানু,  
জনার্দন, মধুসূদন, বাচস্পতি মিশ্র তর্কবাগীশ। ইনি মিশ্র স্মৃতি এবং ময়াদি

সংহিতার টাকা করেন। মধু পুং বিজয় অত্র পক্ষে ভবানন্দ ও সারঙ্গাই লাহিড়ী। ভবানন্দ বেতালের জমীদারের কন্যা বিবাহ করিয়া ভিটাদিয়া গ্রাম যৌতুক পান। সেই পত্নীর গর্ভে ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মে; শ্রীগর্ত্ত ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ত্ত আচার্য্য, বেদগর্ত্ত ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ত্ত পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণ ভাষ্য, ব্রহ্মহত্র ভাষ্য, দ্বাদশোপনিষদভাষ্য, গীতাভাষ্য, এবং ক্রম দীপিকার টাকা রচনা করেন। তাহাতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

ভবানন্দ সুবল্লভ এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁহার বংশধর নারায়ণ ডহর প্রভৃতির জমীদার গোষ্ঠী। ভবানন্দ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র হিরণ্যগর্ত্ত আচার্য্য ও শ্রীবৎস আচার্য্য। ভবানন্দ মধ্যদেশে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র দ্বিজরাজ লাহিড়ী প্রভৃতি। ভবানন্দ বিক্রমপুরে দুই বিবাহ করেন, পুত্রের নাম অজ্ঞাত। ভবানন্দের প্রথম পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ত্ত আচার্য্য, নবদ্বীপে পাঠ্যাবস্থায় এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর গর্ত্তজাত পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য, সম্মাসাশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বাসস্থান নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়পাণ্ডব, ইঁহার বংশ নাই।

পদ্মগর্ত্তের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী, বহুনাথ লাহিড়ী, পক্ষে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাসস্থান ভিটাদিয়া। মহাপ্রভু শ্রীহট্ট বাওয়ার সময় কতক দিন লক্ষ্মীনাথের গৃহে অবস্থিতি করেন, ইঁহাকে পূর্ব বর প্রদান করেন, সেই বরে লক্ষ্মীনাথের প্রবীণ পণ্ডিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্য রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামী। ইনি জীব গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনে বিচারে পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করেন, জ্যোষ্ঠাতা স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর শিষ্য হন, পরে মহাশয়ের শাখাভুক্ত হন, বৃন্দাবনে মানসিংহকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ইনি এগার সিদ্ধুরে পাটবাড়ী স্থাপন করেন, ইঁহার তিন পুত্র, নন্দরাম বিত্তাসাগর, শ্রীধর তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণজীবন বাণীকর্ষ বাচস্পতি। ইনি “পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সংগ্রহ নামক” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ পাঁচালীছন্দে অনুবাদ করিয়া “স্বরূপ চরিতে” রঘুদাস দিয়াছেন। মানসিংহ দৈশাখ্য যুদ্ধের সময় ইঁহারা এগার সিদ্ধুর হইতে বাণীয়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন, বাণীয়া গ্রাম এখন বাণীগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের বংশধর গোস্বামীগণ বাণীগ্রামে বাস করিতেছেন। গ্রন্থকার গোস্বামী নন্দরাম বিত্তাসাগরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। “বৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা” রচয়িতা কৃষ্ণকবিরি গোস্বামী শ্রীধর তর্কালঙ্কারের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

# শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা

## পরিশিষ্টং

### প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

নমামি সচ্চিদানন্দং শ্রীরাধাব্রজমোহনং ।  
যঃ শ্রীলরাধিকা-কান্ত্যা গৌরহ মভজংকলৌ  
বৈষ্ণবোপবাসব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টকং ।  
প্রণয়ামি সমালোচ্য শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥  
টীকাং দিগ্‌দর্শনীং দৃষ্ট্য়া সমালোচ্য পুনঃ পুনঃ  
সরলাখ্যান্ত টীকাঞ্চ বৈষ্ণবানন্দ দায়িনীং ॥  
তত্বনিধি সমায়ুক্ত কাব্য তীর্থোপনামকঃ ।  
গোস্বামি সংযুতো নন্দকুমার দেবশর্ম্মকঃ ॥  
নকৈড় লাহিড়ীবংশ সম্ভবঃ সদৃগুণাশ্রিতঃ ।  
ময়্মনসিংহ মধ্যস্থ বাণীগ্রাম নিবাস্তহং ॥

### বিধিতত্ত্ববিচারঃ

তিথিতত্ত্বটীকায়াং কাশীরামঃ ।

প্রধান বিধিরপি ত্রিবিধো বিধি নিয়ম পরিসংখ্যা ভেদাৎ ।  
বিধি, নিয়ম বিধি, পরিসংখ্যা বিধি ভেদে প্রধান বিধি তিন প্রকার

## তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ

বিধি রত্যন্ত মপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি ।

তত্র চাত্তত্রচ প্রাপ্তৌ পরিসঙ্খ্যোতি গীযতে ॥\*

অস্বার্থঃ । রাগতঃ শাস্ত্রতঃ অতিদেশতঃচ অপ্রাপ্তৌ বিধিঃ । “অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” ইত্যাদি রূপঃ “কার্ত্তিকে হবিষ্ণং ভুঞ্জীত” ইত্যাদৌতু ন বিধিঃ, ভোজনশ্চ রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ । এবং “গ্রহং সংমাপ্তি” ইত্যাদৌ গ্রহাংশে ন বিধিঃ, “দশগ্রহা গৃহ্যন্তে” ইতি শাস্ত্রেণ গ্রহশ্চ প্রাপ্তত্বাৎ । গ্রহো বজ্জীয় পাত্র-বিশেষঃ । এবং “একোদ্দিষ্টাদোপিগুণা দদ্যাত্” ইতি পিণ্ডাভ্যংশে ন বিধিঃ । “শেষং পার্কণবৎ কুর্য্যাৎ” ইত্যাদিদেশেন পিণ্ডাদেঃ প্রাপ্তত্বাৎ ।

## বিধি

“অজ্ঞাত জ্ঞাপকোবিধিঃ” । যাহা জানা নাই তাহাকে জানায় যে, সেই বিধি । অত্যন্ত অপ্রাপ্তিতে বিধি হইয়া থাকে অর্থাৎ রাগানুসারে, শাস্ত্রানুসারে এবং অতিদেশানুসারে অপ্রাপ্তি হইলে বিধি হয় ।

রাগ অর্থ ইচ্ছা । শয়ন, ভোজন, গমন রমণাদিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইয়া থাকে । “অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে । ইহা রাগানুসারে, শাস্ত্রানুসারে এবং অতিদেশানুসারে পাওয়া যাইতেছে না ।

“রাগাণ্ডপ্রাপ্তত্বেসতি প্রমাণান্তরালভ্যত্বেসতি স্বপ্রমাণলভ্যত্বং বিধেয়ত্বং ।”

রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত থাকিয়া অন্য প্রমাণ দ্বারা অলভ্য থাকিয়া নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইলে বিধি হয়, বিধির প্রতিপাদই বিধেয় ।

“অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” কেবল এই নিজ প্রমাণ বলেই লাভ হইল বলিয়া ইহা বিধি হইল ।

এইরূপ “পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ” পঞ্চমীতে শ্রী পূজা করিবে । প্রতিপদি দীপং দদ্যাত্ । প্রতিপদে দীপ দান করিবে ।

“একাদশ্যা মুপবসেৎ ।” একাদশীতে উপবাস করিবে ।” ইত্যাদি হলে

\* অত্যন্ত অপ্রাপ্তিতে বিধি, অত্যন্ত প্রাপ্তিতে পরিসঙ্খ্যা, প্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তিতে নিয়ম

রাগানুসারে, অল্প প্রমাণ বলে এবং অতিদেশ অনুসারে প্রাপ্তি নাই, কেবল নিজ নিজ প্রমাণ বলেই লাভ হইল বলিয়া বিধি হইল।

“কার্তিকে হবিষ্যং ভূজীত” কার্তিকমাসে হবিষ্য ভোজন করিবে। এই স্থলে বিধি হইবে না, কেননা ভোজনের রাগানুসারে প্রাপ্তি আছে।

“গ্রহং সংমষ্টি” গ্রহ মাজিবে, পরিষ্কার করিবে। এই স্থলে গ্রহাংশে বিধি হইবে না; কারণ “দশগ্রহা গৃহ্যন্তে” দশটি গ্রহ গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ অল্প প্রমাণে গ্রহের প্রাপ্তি আছে।

যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ গ্রহ শব্দের অর্থ। এই প্রকার, “একোদ্দিষ্টাদৌ পিণ্ডান্ দত্বাৎ” একোদ্দিষ্টাদিতে পিণ্ড দান করিবে। এইস্থলে পিণ্ডাত্ম্যে বিধি হইবে না। কারণ “শেষং পার্শ্বগবৎ কুৰ্য্যাৎ” শেষে পার্শ্বগের ত্রায় করিবে, এই অতিদেশ অনুসারে পিণ্ডাদির প্রাপ্তি আছে।

বিধি স্তাবচ্চতুর্বিধঃ। উৎপত্তি বিধি, রক্ষিকার বিধি, রক্ষ বিধিঃ প্রয়োগ বিধিঃশ্চেতি। অজ্ঞাতজ্ঞাপকো বেদভাগো বিধিরিতি সামান্তলক্ষণং।

বিধি চারি প্রকার; উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, অঙ্গ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি।

“অজ্ঞাতজ্ঞাপক বেদভাগ বিধি,” এই সামান্ত লক্ষণ।

বাহা জানা নাই, তাহাকে জানায় যে বেদভাগ তাহাই বিধি।

দ্রব্য-দেবতা-সম্বন্ধবিশিষ্ট-কৰ্ম্মস্বরূপ-জ্ঞাপকো বিধি রূপত্ববিধি রিতর নিরপেক্ষত্বাৎ। যথা—পিতৃভ্যো দত্বাৎ, অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত, ইত্যাদি বিধিঃ।

শুচিহ্মাচ্ছধিকারিতা-সম্পাদকো বিধি রক্ষিকার বিধিঃ। যথা,—শুচি-তৎ-কালজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ। \*

সপিণ্ডীকরণাদ্ধ্বং দর্শ-শ্রাদ্ধাদি চেত্বতে। ইত্যাদিনা কল্পনীয়ঃ “কৃতসপিণ্ডীকরণঃ পিতৃকামাবস্থা শ্রাদ্ধং কুৰ্য্যাদিত্যাদিরূপঃ অঙ্গপ্রকাশকো বিধি রঙ্গবিধিঃ।

অম্বঞ্চ নিয়োগ বিধি রপি উচ্যতে। যথা দর্শবাগ মুক্তা, ইড়ে যজতি, সমিধো যজতি, ইত্যাদি বিধিঃ। কুশহস্তঃ কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ, ইত্যাদি বিধিঃশ্চ।

ইতিকৰ্ত্তব্যতা-বিধায়কো বিধিঃ প্রয়োগ-বিধিঃ ইতিকৰ্ত্তব্যতা পরিপাটী। যথা—বাস্তদেবতাং পূজয়িত্বা বিষ্ণুং পূজয়েৎ, ইত্যাদি রূপঃ।

\* তৎ কালজীবীর ব্যাবৃতি স্থল প্রতিনিধি। প্রতিনিধি কৰ্ম্ম করিবে।

দ্রব্য-দেবতা সম্বন্ধ বিশিষ্ট কৰ্ম্মস্বরূপের জ্ঞাপক যে বিধি তাহাই উৎপত্তি বিধি, যে হেতু সে ইতরকে অপেক্ষা করেন।

স্থল, পিতৃভ্যো দত্তাৎ। পিতৃলোক উদ্দেশে দান করিবে। অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত। প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে।

শুচিভ্যাহ ধিকারিতা-সম্পাদক বিধিই অধিকার বিধি।

স্থল—শুচি-তৎকালজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ।

শুচি-তৎ কালজীবী ব্যক্তি কৰ্ম্ম করিবে।

“সপিণ্ডীকরণের পর অমাবস্তা শ্রাদ্ধ করিবে।” ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত “কৃতসপিণ্ডীকরণ ব্যক্তি পিতৃলোক উদ্দেশে অমাবস্তা শ্রাদ্ধ করিবে।” ইত্যাদি রূপ অঙ্গ প্রকাশক বিধিই অঙ্গ বিধি। ইহাকে নিয়োগ বিধিও বলা যায়।

স্থল—দর্শবাগ করিয়া “ইড়ো যজতি” ইড় যজ্ঞ করিবে। সমিধো যজতি। সমিধ যজ্ঞ করিবে।

ইত্যাদি বিধি এবং “কুশহস্তঃ কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ” কুশহস্ত ইয়া কৰ্ম্ম করিবে।

ইত্যাদি বিধিই নিয়োগ বিধি।

ইতি কর্তব্যতা-বিধায়ক বিধিই প্রয়োগ বিধি। ইতি কর্তব্যতা অর্থ পরিপাটি।

স্থল,—বাস্তদেবতাং পূজয়িত্বা বিষ্ণুং পূজয়েৎ, বাস্তদেবতাকে পূজা করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে।

## নিয়ম বিধি

পক্ষতো রাগতঃ প্রাপ্তৌ রাগাভাবোচাপ্রাপ্তৌ শাস্ততশ্চ প্রাপ্তৌ কর্তব্যস্তাবশ্যকত্ব বিধি নিয়মবিধিঃ। আবশ্যকত্বং স্বাযোগমাত্র-ব্যবচ্ছেদঃ। স্বাযোগমাত্র-ব্যবচ্ছেদফলকোবিধি নিয়মবিধিঃ। যথা—“ঋতৌভার্য্যা মুপেয়া” দ্বিত্যত্র ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদেব। এব শব্দঃ অধ্যাহৃতঃ। “ঋতুস্নাতাস্ত যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপ গচ্ছতি। অবাপ্নোতি স মন্দাশ্রাক্রণহত্যাযুতা বৃত্তৌ। ঋতৌ নোপৈত্তি যো ভার্য্যা মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।” ইত্যাদি দোষ অবধাৎ।

এবশব্দঃ স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদকঃ অত্রযোগ ব্যবচ্ছেদকশ্চ। এবশব্দেন ভার্য্যা গমনা যোগস্ত ব্যবচ্ছিত্তে। নিয়মে স্বার্থহানি প্রসার্ত কল্পনরূপং দোষদ্বয়ং।

শ্রুতার্থস্ত পরিত্যাগাদ শ্রুতার্থস্ত কল্পনাং ।

দোষদ্বয় সমাযুক্তো নিয়মঃ পরিকার্তিতঃ ॥

পক্ষতঃ রাগতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রাপ্তি, রাগাভাবে অর্থাৎ ইচ্ছার অভাবে অপ্রাপ্তি, শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্তি, থাকিলে কর্তব্যের আবশ্যকত্ব বিধিই নিয়ম বিধি । আবশ্যকত্ব অর্থ স্বাযোগ মাত্র ব্যবচ্ছেদ । অর্থাৎ স্বয়ের অযোগমাত্রের ব্যাবৃতি । স্বয়ের অযোগের ব্যবচ্ছেদ ফলকে জন্মায় যে বিধি সেই নিয়ম বিধি ।

নিয়মে স্বয়ের অবশ্য যোগ থাকিবে । স্থল—“ঋতৌভার্য্যামুপেয়াৎ”

ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে । এইস্থলে “ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াদেব” । ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবেই । এবশব্দ অধ্যাহার করা হইল । অর্থাৎ এবশব্দের যোগ করা হইল । তাহার কারণ,—

“নিকটে থাকিতে যে ঋতুনাভা ভার্য্যাগমন না করে, সেই মন্দাত্মা ঋতুতে ঋতুতে ক্রণ হত্যা পাপ প্রাপ্ত হয় । যে ঋতুকালে গমন করে না, অঋতুতে গমন করে, সেও ক্রণ হত্যা পাপ প্রাপ্ত হয় ।” ইত্যাদি দোষ শ্রুতি ।

এবশব্দ দ্বিবিধ, স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদক এবং অত্রযোগ ব্যবচ্ছেদক ।

এইস্থলে, স্ব পদে ভার্য্যাগমন, এবশব্দ ভার্য্যা গমনের অযোগকে ব্যাবৃতি করিয়াছে । সূত্রাং ভার্য্যা গমনের যোগ রহিয়াছে ।

“শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন হেতু নিয়মটী দোষ দ্বয় যুক্ত ।”

“ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াৎ” এইরূপ শাস্ত্র আছে । ঋতুতে ভার্য্যা গমন না করিতেও পারে, কিন্তু দোষ শ্রুতি আছে বলিয়া ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবেই এই নিমিত্ত,—

— “ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াৎ” এই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ “ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াদেব” এই অশ্রুতার্থের কল্পন, নিয়মে এই দোষ দ্বয় রহিয়াছে ।

“একাদশী মুপোষ্য দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ”

একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে ।

দ্বাদশীতে ভোজনের রাগতঃ প্রাপ্তি আছে, রাগাভাবে অপ্রাপ্তিও আছে । শাস্ত্রতঃ প্রাপ্তি আছে । “দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং” পারণ না করিতেও পারে, কিন্তু “দ্বাদশীং নৈব লজ্যয়েদিতি” “পারণাস্তং ব্রতং জ্ঞেয়মিত্যাदि” অপারণে দোষ শ্রুতি আছে বলিয়া “দ্বাদশ্যাং পারয়েদেব” এবশব্দের অধ্যাহার করিবে । দ্বাদশীতে পারণ করিবেই । এবশব্দ স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদক । স্ব পদে দ্বাদশীতে



পারণ, তার অযোগের ব্যবর্তক। সূতরাং দ্বাদশীতে পারণের যোগ আছে। “দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ” এই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, “দ্বাদশ্যাং পারয়েদেব” এই অশ্রুতার্থের কল্পন; নিয়মে আছে।

ইষ্টাহুসারেণ বিধি প্রবৃত্তৌ নিয়মঃ। ইষ্টাহুসারে বিধিতে যে প্রবৃত্তি সে নিয়ম, এইরূপ স্থায়ও আছে।

### পরিসংখ্যাবিধি

তত্রচাত্ত্বত্র শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা। যদ্বা তত্র প্রকৃতে অল্পত্ন তত্ত্বিন্নে অর্থাৎ অপ্রকৃতে উভয়ত্র প্রাপ্তৌ প্রকৃতে প্রাপ্তিঃ অনুগ্ধ অপ্রকৃতে প্রাপ্তি-নিরাসঃ পরিসংখ্যা। অত্র যোগ ব্যবচ্ছেদ ফলিকা। যথাঃ “প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।” “পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত” ইত্যাদ্যাকারিকা। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ।

অন্ত্যর্থ শ্রয়মাণাচ যান্ত্যর্থ প্রতিষেধিকা।

পরিসংখ্যাতু সাজ্জেরা, যথা প্রোক্ষিতোভোজনং ॥

অন্ত্যর্থ শ্রয়মাণা প্রোক্ষিত ভোজনাদি-রূপান্ত্যর্থ শ্রয়মাণা, অন্ত্যর্থ প্রতিষেধিকা প্রোক্ষিত ভোজনাগতিরিক্ত ভক্ষণাদিরূপান্ত্যর্থ প্রতিষেধিকা।

তত্র চাত্ত্বত্র শাস্ত্রাহুসারে এবং রাগাহুসারে প্রাপ্তিতে পরিসংখ্যা হয়। অথবা তত্র প্রকৃতে অল্পত্ন অপ্রকৃতে উভয় স্থলে প্রাপ্তিতে অর্থাৎ প্রকৃতে প্রাপ্তিকে অনুবাদ করিয়া ( বলিয়া ) অপ্রকৃতে প্রাপ্তি নিরাস পরিসংখ্যা। ইহা অত্র যোগ ব্যবচ্ছেদ ফলিকা। অর্থাৎ পরিসংখ্যা অত্র যোগকে ব্যাবৃত্তি করে। শাস্ত্রতঃ স্থল—প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ” প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে। “পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত” পঞ্চ-নখ মধ্যে পঞ্চটি ভোজন করিবে।

রাগতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাহুসারে মাংস ভক্ষণের প্রাপ্তি আছে, স্বভাবতঃ মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হয়। “প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।” পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত।”

এই যে প্রকৃতপ্রাপ্তি তাহাকে বলিয়া “অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।” “পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত।” এই যে অপ্রকৃত প্রাপ্তি, তাহার নিরাসই পরিসংখ্যা।

“প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ” ।” সে “অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।”  
এই যে অন্তর্যোগ তাহাকে ব্যাখ্যাস্তি করিল । “পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত ।”  
“সে” পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত ।” এই যে অন্তর্যোগ তাহাকে ব্যাখ্যাস্তি  
করিল ।

তাহা ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—অন্তার্থ শ্রয়মাণ ও অন্তার্থ প্রতিষেধক হইলে  
পরিসংখ্যা হয় । স্থল, প্রোক্ষিত ভোজনাদি । এই স্থলে অন্তার্থ শ্রয়মাণ অর্থ,  
প্রোক্ষিত ভক্ষণাদিরূপ অন্তার্থ শ্রয়মাণ । অন্তার্থ প্রতিষেধক অর্থ, প্রোক্ষিত  
ভোজনাগতিরিক্ত ভক্ষণাদিরূপ অন্তার্থ প্রতিষেধক । ইহাই পরিসংখ্যা ।

নন্ “শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গাঃ কুর্শ্বস্ত পঞ্চমঃ ।

ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্ণাহরহুত্বাংশৈকতো দতঃ ॥

অনুত্বান্ উত্থবর্জিতান্, চকারাৎ গোবর্জিতাংশ্চ । একতোদতঃ একদন্ত  
পংক্ত্যুপেতান্ পশুন্ ভক্ষ্যান্ আহঃ ।

ইতি শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ যথা পঞ্চনখাবচ্ছিন্ন শশকাদি পঞ্চানাম্ ভক্ষ্যত্বং প্রাপ্তং,  
তথা “ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদিত্যাদৌ শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ ঋতৌ ভার্য্যাভিগমনং প্রাপ্তং  
তৎকথং নিয়মপরিসংখ্যায়োঃ স্থান নিয়মঃ (ভেদঃ) ইতি চেষ্ট্যেবং, যত্র  
প্রত্যাখ্যানং প্রত্যবায়জনকং তত্র নিয়মঃ । যথা :—“ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়া”  
দিত্যাদৌ ।

ঋতুস্মাতান্তু যোভার্য্যাং সন্নিধোনোপগচ্ছতি ।

অবাপ্নোতি সমন্দাত্মা ক্রণহত্যাযুতাবৃত্তৌ ॥

ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যা মন্থৌ যশ্চ গচ্ছতি । ইত্যাদি নিন্দাশ্রবণাৎ  
পঞ্চাযোগ ব্যবচ্ছেদফলকো নিয়মঃ ।

এখন প্রশ্ন ইহিতেছে,—শশক, শল্লকী, গোধা, খড়্গা, কুর্শ্ব ; পঞ্চ-নখের মধ্যে  
এই পাঁচটি ভক্ষ্য, অন্ত অভক্ষ্য । \*

আর উত্থ বর্জিত ও গোবর্জিত একদন্ত-পংক্তিবিশিষ্ট পশু ভক্ষ্য অন্ত অভক্ষ্য ।  
শাস্ত্রতঃ এবং রাগতঃ যেমন পঞ্চনখাবচ্ছিন্ন শশকাদি পঞ্চকের ভক্ষ্যত্ব প্রাপ্ত  
হওয়া যায়, তেমন “ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াৎ” ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে এবং  
রাগানুসারে ঋতুতে ভার্য্যা গমনও প্রাপ্ত হওয়া যায় । তবে কিরূপে নিয়ম ও

\* শশক, কটয়াহরিশ, খড়খোস । শল্লকী শেজা । গোধা গোহিল গোসাপ খড়্গা গড়ার ।  
কুর্শ্ব কাছিম কাটোয়া ।

পরিসংখ্যার স্থান নিয়ম অর্থাৎ প্রভেদ হয় ? এইরূপ বলাও উচিত নহে। কারণ, যেখানে প্রত্যাখ্যান ( পরিত্যাগ ) প্রত্যবায় ( পাপ ) জনক, সেইখানেই নিয়ম হইবে।

“ঋতৌ ভাৰ্য্যা যুপেয়াং ।” ইত্যাদি স্থলে “নিকটে থাকিতে যে ঋতুস্নাত ভাৰ্য্যাকে গমন না করে, সেই মন্দাত্মা ঋতুতে ঋতুতে ‘ক্রণহত্যা’ পাপ প্রাপ্ত হয়। যে ঋতুতে গমন না করিয়া অঋতুতে গমন করে সেও ‘ক্রণহত্যা’ পাপ লাভ করে।

এইরূপ দোষ শ্রুতি আছে। এখানে ‘গমনাযোগ ব্যবচ্ছেদ ফলকই নিয়ম। ভাৰ্য্যাগমনের অযোগকে ব্যাবৃত্তি করিল। ভাৰ্য্যাগমনের অবশ্য কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইল।

নিয়ম, আবশ্যকত্ব, অযোগ ব্যবচ্ছেদ, একার্থ বোধক।

যত্রতু প্রত্যাখ্যানং ন প্রত্যবায়জনকং প্রত্যুত সময় বিশেষে প্রত্যাখ্যানাভাবে দোষঃ, তত্র পরিসংখ্যা।

যথা—“পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত” ইত্যাদৌ পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্ত ভোজনে নিন্দা শ্রবণাচ্চ। যত্র অন্তযোগো ব্যবচ্ছিত্তে তত্র পরিসংখ্যা ইতি।

যেখানে প্রত্যাখ্যান প্রত্যবায়জনক না হয়, প্রত্যুত সময় বিশেষে পরিত্যাগ না করিলে দোষ হয়, সেইখানেই পরিসংখ্যা হইবে।

স্থল “পঞ্চ-পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত” ইত্যাদি স্থলে পঞ্চ-পঞ্চনখাতিরিক্ত ভোজনে নিন্দাশ্রুতি আছে। যেখানে অন্যযোগকে ব্যবচ্ছেদ ( ব্যাবৃত্তি ) করে, সেইখানেই পরিসংখ্যা হইবে।

পঞ্চ-পঞ্চনখ ভোজন করুক বা নাই করুক পঞ্চ-পঞ্চনখের অতিরিক্ত ভোজন করিবেই না ইহাই অন্তাযোগ ব্যবচ্ছেদ।

নিয়ম ও পরিসংখ্যায় প্রভেদ দেখাইবার জন্য অন্তকারিকা বলা যাইতেছে।

পরিসংখ্যাচস্বার্থহান্যস্বার্থকল্পন রাগপ্রাপ্তি বাধরূপ দোষত্রয়ছাড়া।

### তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ

শ্রুতার্থস্ত পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্ত কল্পনাং।

প্রাপ্তস্ত বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ॥

এবাচ দোষত্রয়ছাড়াং যত্র গতাস্তরংনাস্তি, তত্রৈব স্বীক্রিয়তে।

“পঞ্চ-পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত।” ইত্যাদৌ তদতিরিক্তং নভুঞ্জীত” ইত্যার্থে-  
তাৎপর্যাং।

পঞ্চ-পঞ্চ-নথ-ভক্ষণশ্চ শ্রুতার্থস্য ত্যাগঃ, পঞ্চ-পঞ্চ-নথাতিরিক্ত-ভক্ষণ-নিষেধশ্চ অশ্রুতার্থস্য কল্পনঃ, পঞ্চ-পঞ্চ-নথাতিরিক্ত-ভক্ষণশ্চ রাগতঃ প্রাপ্তশ্চ বাধ ইতি দোষত্রয়ং বোধ্যং । এবং “প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ” দিত্যাধাবপি ।

পরিসংখ্যা স্বার্থহানি অস্বার্থ অর্থাৎ পরার্থ কল্পন এবং রাগাপ্রাপ্তির বাধরূপ দোষত্রয়দৃষ্ট ।

### তাহা ভট্টপাদ বলিয়াছেন :—

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন, এবং রাগ প্রাপ্তির বাধ হইলে পরিসংখ্যা হয় । তাহা দোষত্রয় দৃষ্ট ।

যেখানে অন্ন গতি নাই, সেইখানেই পরিসংখ্যা স্বীকার করিতে হয় ।

“পঞ্চ-পঞ্চ-নথান্ ভুঞ্জীত ।” পঞ্চ নথের মধ্যে পঞ্চটি ভক্ষণ করিবে । “তদতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত” পঞ্চ নথের অতিরিক্ত অর্থাৎ পঞ্চ নথ ভিন্ন ভক্ষণ করিবে না ।

এই অর্থে তাৎপর্য্য হেতু পঞ্চ-পঞ্চ-নথ ভক্ষণ যে শ্রুতার্থ তাহার ত্যাগ, পঞ্চ-পঞ্চ নথাতিরিক্ত-ভক্ষণ-নিষেধ যে অশ্রুতার্থ তার কল্পন, পঞ্চ-পঞ্চ নথাতিরিক্ত ভক্ষণ যে রাগতঃ প্রাপ্তি তার বাধ । এই দোষত্রয় যুক্ত পরিসংখ্যা ।

“পঞ্চ-পঞ্চ-নথান্-ভুঞ্জীত” । সে “পঞ্চ-পঞ্চ নথাতিরিক্তান্ ন ভুঞ্জীত” এই যে অন্ন যোগ তাহাকে ব্যাবৃত্তি করিল ।

এইরূপ “প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ ।” প্রোক্ষিতমাংস ভোজন করিবে । এই শ্রুতার্থের ত্যাগ, “অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।” অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে না । এই অশ্রুতার্থের কল্পন, রাগতঃ “অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণের প্রাপ্তি” তার বাধ । এই দোষত্রয় যুক্ত পরিসংখ্যা ।

“প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ ।” সে “অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।” এই যে অন্ন যোগ তাহাকে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি করিল ।

শাস্ত্র না পাইলেই পণ্ডিতগণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিয়া থাকেন ।

ফল কথা,—নিয়মে প্রত্যাখ্যান দোষজনক, পরিসংখ্যায় প্রত্যাখ্যান দোষ-জনক নহে, নিয়মে স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদ, পরিসংখ্যায় অন্ন যোগ ব্যবচ্ছেদ । নিয়মে দোষদ্বয়, পরিসংখ্যায় দোষত্রয় ; এই প্রভেদ । ঋতুতে ভাষ্যা গমন করিবে, না করিলে দোষ হয়, অঁতএব ভাষ্যাগমনের অবশ্য কর্তব্যতা আছে বলিয়া নিয়মে স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদ হইল । পঞ্চ-পঞ্চ-নথ ভোজন করিবে, প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ

করিবে, না করিলে কোন দোষ হইবে না, না করিতেও পারে। কিন্তু পঞ্চ-পঞ্চ-নথাতিরিক্ত মাংস ভোজন করিবেনা, অপ্ৰোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবেনা, এইরূপ নিষেধ আছে বলিয়া পরিসংখ্যায় অন্ত্যযোগ ব্যবচ্ছেদ হইল।

এখন বিধেয়তত্ত্ব বিচার বলা যাইতেছে—

ইতি শ্রীশ্বরূপ দামোদর গোস্বামি-ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব-শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি-তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে বিধিতত্ত্ব-বিচারো নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

## দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

### বিধেয় তত্ত্ব বিচার

বিধি বলা হইয়াছে, এখন বিধির বিধেয় বলা যাইতেছে।

তিথি লক্ষণঃ

স্কাঙ্কে ।

অমাদি পৌর্ণমাস্তস্তা যাএব শশিনঃ কলা ।

তিথয় স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে ॥

চন্দ্র মণ্ডলস্ত ষোড়শ ভাগেন পরিমিতা দেহ ধারিণী আধার শক্তিরূপা অমাদি মহাকলা প্রোক্তা ক্ষয়োদয় রহিতত্বা দ্বিত্যা অক্ষয়ত্বং সর্বানুসৃত্য । তদন্তাঃ পঞ্চদশ কলাঃ পৌর্ণমাস্তস্তাঃ প্রতিপদাদি তিথি বিশেষ রূপা,—ইতি ষোড়শৈব কলা স্তিথয় ইতি । তিথিতত্ত্বঃ ।

অবাবস্তা অবধি পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রের যে সমস্ত কলা তাহা তিথি নামে প্রসিদ্ধ । হে বরাননে ! চন্দ্রের কলা ষোলটী ।

চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগের একভাগ পরিমিত দেহ ধারিণী আকার শক্তিরূপা অমানাদি মহাকলা কথিত হইয়াছে। সেই অমাদি হ্রাস বৃদ্ধি রহিত অতএব নিত্য্য ; মালার সূত্রের স্তায় অমাদি সর্ব তিথিতে অনুসৃত্য অর্থাৎ অমানুত্রে তিথি-মালা গ্রথিত। অমাদি প্রত্যেক তিথিতে অবস্থিত আছে।

### শুক্র কৃষ্ণ ভেদে তিথির পরিচয়

চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি রূপ ক্রিয়া বা চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি রূপ ক্রিয়া দ্বারা ঊপলব্ধিত কালই তিথি ।

মাসে দুইটি পক্ষ শুরু ও কৃষ্ণ

“চন্দ্রে বৃদ্ধিকরঃ শুরুঃ কৃষ্ণঃ শব্দে ক্ষয়ান্বকঃ ।”

চন্দ্রের বৃদ্ধিকর শুরুপক্ষ এবং চন্দ্রের ক্ষয়কর কৃষ্ণপক্ষ ।

“দর্শান্তাঃ কৃষ্ণপক্ষে তাঃ পূর্ণিমাস্তাঃ শুক্লকে ।”

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ । প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ । উভয় পক্ষেই পঞ্চদশটি করিয়া তিথি হয় । জ্যোৎস্না ও অন্ধকার দ্বারা শুরু ও কৃষ্ণপক্ষের পরিচয় ।

শুরুপক্ষে,—অমাবস্তা হইতে ক্রমে এক এক কলা বৃদ্ধি হইয়া প্রতিপদাদি হয় । এক কলায় প্রতিপদ দুই দণ্ড জ্যোৎস্না, ইহা দৃষ্ট হয় না । দুই কলায় দ্বিতীয়া চারি দণ্ড জ্যোৎস্না, তিন কলায় তৃতীয়া ছয় দণ্ড জ্যোৎস্না, চারি কলায় চতুর্থী আট দণ্ড জ্যোৎস্না, পাঁচ কলায় পঞ্চমী দশ দণ্ড জ্যোৎস্না, ছয় কলায় ষষ্ঠী বার দণ্ড জ্যোৎস্না, সাত কলায় সপ্তমী চৌদ্দ দণ্ড জ্যোৎস্না, আট কলায় অষ্টমী বোল দণ্ড জ্যোৎস্না, নয় কলায় নবমী আঠার দণ্ড জ্যোৎস্না, দশকলায় দশমী বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, এগার কলায় একাদশী বাইশ দণ্ড জ্যোৎস্না, বার কলায় দ্বাদশী চব্বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, তের কলায় ত্রয়োদশী ছাব্বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, চৌদ্দ কলায় চতুর্দশী আটাইশ দণ্ড জ্যোৎস্না, পনের কলায় পূর্ণিমা ত্রিশ দণ্ড বা সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্না ।

কৃষ্ণপক্ষে,—পূর্ণিমা হইতে ক্রমে এক এক কলা হীন হইয়া প্রতিপদাদি হয় । চৌদ্দকলায় প্রতিপদ দুই দণ্ড অন্ধকার, ইহা লক্ষ্য করা যায় না । তেরকলায় দ্বিতীয়া চারি দণ্ড অন্ধকার, বারকলায় তৃতীয়া ছয় দণ্ড অন্ধকার, এগারকলায় চতুর্থী আট দণ্ড অন্ধকার, দশকলায় পঞ্চমী দশ দণ্ড অন্ধকার, নয়কলায় ষষ্ঠী বার দণ্ড অন্ধকার, আটকলায় সপ্তমী চৌদ্দ দণ্ড অন্ধকার, সাতকলায় অষ্টমী বোল দণ্ড অন্ধকার, ছয়কলায় নবমী আঠার দণ্ড অন্ধকার, পাঁচকলায় দশমী বিশ দণ্ড অন্ধকার, চারিকলায় একাদশী বাইশ দণ্ড অন্ধকার, তিনকলায় দ্বাদশী চব্বিশ দণ্ড অন্ধকার, দুইকলায় ত্রয়োদশী ছাব্বিশ দণ্ড অন্ধকার, এককলায় চতুর্দশী আটাইশ দণ্ড অন্ধকার, কলাহীনে অর্থাৎ পনের কলাহীনে অমাবস্তা, ত্রিশ দণ্ড বা সমস্ত রাত্রি অন্ধকার । ইত্যাদি স্থলে রাত্রিকে ত্রিশ ভাগ করিয়া ভাগাভাগ্য দণ্ডের গ্রহণ ।

## কর্মের প্রাধান্য ও বিধেয়ত্ব

কর্মণ স্তাবদপূর্ব-জনকত্বেন বিধেয়ত্বে ন চ প্রাধান্যং, তিথ্যাদিস্ত গুণত্বেন কচিদুপ লক্ষণত্বং ।

টীকা কালীরামকৃত । কর্মণঃ পূজাদি রূপ প্রধান কর্মণঃ । বিধেয়-ত্বেনেতি । অপূর্ব জনকত্বে নেষ্টসিদ্ধৌ কথং বিধেয়ত্বে নেতৃত্বং, তথাহি “শূদ্রস্ত দ্বিজ শুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগৃভবেৎ” ইতি মনু বচনেন শূদ্রস্ত—

বাণিজ্যস্ত বিধেয়ত্বমিতি প্রতিপাদিতং, নত্বপূর্বজনকত্বং । ননু বিহিত তিথিং বিনাপি কর্মণা তত্তদপূর্বসিদ্ধৌ অমাবস্তা শ্রাদ্ধাদে: প্রতিপদাদৌ করণেইপি অপূর্ব-সিদ্ধিরন্ত, তত্রাহ কচিদিতি । তথাচ ন সর্বত্র ।

পূজাদিরূপ প্রধান কর্ম অপূর্ব অর্থাৎ অদৃষ্টের জনক এবং বিধেয় অর্থাৎ বিধিপ্রতিপাত্ত বলিয়া প্রধান, শাস্ত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্মকেই বলিয়া থাকে, এই নিমিত্ত কর্মের প্রাধান্য ।

যে কর্ম রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত, অন্ত প্রমাণ দ্বারা লব্ধ তাহা বিধেয় হয় না ; তাহা অনুবাদ । কথিতস্ত পুনঃ কথন মনুবাদঃ । কথিতের পুনঃ কথন অনুবাদ । এখন প্রশ্ন হইতেছে,—অপূর্ব জনকত্ব দ্বারাই ইষ্ট সিদ্ধ হইতেছে, বিধেয়ত্ব বলা হইল কেন ? তাহাতেই বলা যাইতেছে, “শূদ্র দ্বিজ শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে করিতে যদি বণিক হয়,” এই মনু বচন দ্বারা শূদ্রের সম্বন্ধে বাণিজ্যের বিধেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু অপূর্ব জনকত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই । অতএব কর্মপ্রধান, তিথ্যাদি গুণ অর্থাৎ অপ্রধান ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—বিহিত তিথি বিনাও কর্ম দ্বারা সেই সেই অপূর্ব সিদ্ধি হইলে প্রতিপদাদিতে অমাবস্তা শ্রাদ্ধাদি করিলেও অপূর্ব সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাতেই বলা যাইতেছে,—কচিদিতি । তিথ্যাদির গুণত্বহেতু কোন কোন স্থলে উপলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণা, সর্বত্র নহে ।

দৃষ্টান্ত, উপবাসাদি স্থলে তিথি উপলক্ষণ, পূজ্যতিথি খণ্ড বিশিষ্ট অহো-রাত্রাবচ্ছিন্ন কালের উপলক্ষণ তিথি । অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালে ভোজনাভাবই উপবাস । অহোরাত্র ব্যাপিয়া উপবাসের গতি ।

পূজ্যতিথি খণ্ড অল্প থাকিলেও দিন রাত্রি ব্যাপিয়াই উপবাস হইবে, তিথির স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত উপবাস নহে । অল্পকে অনেক করিয়া লওয়াই উপলক্ষণ ।

উপবাসের লক্ষণা করিলে তিথির স্থায়ীকাল পর্যন্ত উপবাস হয়, অতএব তিথিরই লক্ষণা, উপবাসের লক্ষণা নহে।

তদাহ গর্গঃ ।—

তিথিনক্ষত্র বারাদি সাধনং পুণ্যপাপয়োঃ ।

প্রধানগুণ ভেদেন স্বাতন্ত্র্যেণ নভেক্ষমাঃ ॥

প্রধানশ্রু বিধেয় কর্মণঃ । গুণ ভেদেন অঙ্গত্বেন ।

টীকা সরলা । তিথিনক্ষত্র বারাদয়ঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাধনং স্বাতন্ত্র্যেণ স্বপ্রধানতয়া কর্ত্ত্বং নক্ষমা ন সমর্থ্যঃ । প্রধানশ্রু বিধেয় কর্মণঃ গুণভেদেন অপ্রধান-তয়া অঙ্গত্বেন পুণ্যপাপয়োঃ সাধনং কর্ত্ত্বংক্ষমাঃ শক্তাঃ ।

তিথি নক্ষত্র বারাদি স্বপ্রধান ভাবে পাপপুণ্যের সাধন করিতে সমর্থ নহে, প্রধান বিধেয় কর্মের গুণভাবে অর্থাৎ অপ্রধান ভাবে অঙ্গরূপে পাপপুণ্যের সাধন করিতে শক্ত ।

তিথ্যাদি অপ্রধান, তারা অঙ্গরূপে সাধনের সাহায্য করে মাত্র । প্রধান বিধেয় কর্মই স্বাধীন ভাবে পাপ পুণ্যের সাধন করিতে সমর্থ ।

তদুত্তং ভট্টপাদৈঃ ।

কর্মাঙ্গসমিহিতং নৈব বুদ্ধৌ বিপরিবর্ততে ।

শব্দান্তুতত্পস্থান মুপাদেয়ে গুণোভবেৎ ॥

প্রমাণান্তরাসমিহিতং কর্ম বুদ্ধৌ প্রথমং ন বিষয়ী ভবতি । শব্দাদেব তস্মৈ কর্মীণ উপস্থিতিরिति । উপাদেয়ে বিধেয়ে কর্মণি পূজাদৌ ।

টীকা সরলা । অসমিহিতং প্রমাণান্তরাসমিহিতং, তত্ত্বদ্বিধ্যতিরিক্ত প্রমাণে-নানুপস্থিতং কর্ম প্রথমং তত্ত্বদ্বিধি জ্ঞাত শব্দবোধোৎপূর্ব্বং বুদ্ধৌ নৈব বিপরিবর্ততে নৈব বিষয়ী ভবতি । শব্দান্তু শব্দাদেব ( তুশব্দএবার্থে ) তত্ত্বদ্বিধেয়ব, ( এবকারণে প্রমাণান্তর-ব্যবচ্ছেদঃ কৃতঃ ) তত্পস্থানং তস্মৈ কর্মণ উপস্থিতিঃ । উপাদেয়ে প্রধানেন বিধেয় কর্মণি পূজাদৌ তিথ্যাদিগুণঃ অপ্রধানঃ অঙ্গরূপোভবেৎ ।

প্রমাণান্তর দ্বারা অসমিহিত অর্থাৎ তত্ত্ব বিধির অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অনুপস্থিত, শাস্ত্রের প্রমাণ না জানা পর্যন্ত অজ্ঞাত যে কর্ম, সে প্রথম বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না । সেই সেই বিধিজ্ঞাত শব্দবোধ অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের পূর্বে



আপনা আপনি বুদ্ধিতে উদয় হয় না। শব্দ অর্থাৎ নিজ নিজ বিধি বলেই কর্ম উপস্থিত হয়। \*

অমুক দিন অমুক পূজা করিবে, অমুক দিন অমুক উপবাস করিবে, ইহা নিজ নিজ প্রমাণ বলে অর্থাৎ বিধি বলেই পাওয়া যায়। অমুক দিন অমুক পূজা, অমুক দিন অমুক উপবাস, শাস্ত্রের বিধি বা প্রমাণ শুনিলেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়, উপাদেয় অর্থাৎ প্রধান বিধেয় কর্ম যে পূজাদি তাহাতে গুণ অর্থাৎ অপ্রধান হয় তিথ্যাদি। তিথ্যাদি কর্মের অঙ্গস্বরূপ। কর্মই প্রধান, তিথ্যাদি কর্মের অঙ্গরূপে সাহায্য করে, এইজন্ত তিথ্যাদিকে অপ্রধান বলা হইয়াছে।

চন্দ্রাদি ক্রিয়াভেদে তদবচ্ছিন্নকালভেদে বা শুচিতৎকালজীবিনঃ কৰ্ম্মাধিকার্য্যং তস্মিন্ প্রমাণান্তর লভ্যভেদে অবিধেয়ত্বাৎ তিথ্যাদিশু'ণ ইতি।

### কাশীরাম কৃত টীকা

জন্মমাত্রস্ত কালত্বমতে, কর্মণো বিধেয়ত্বে তিথ্যাদিরূপ-খণ্ডকালত্বাপি-বিধেয়ত্বংস্থাৎ জন্ম ভূতকর্ম স্বরূপত্বাৎ। অত-আহ চন্দ্রাদিতি। আদিনা তত্তদাশ্রয়বচ্ছেদেন স্থর্যাদি পরিগ্রহঃ। তেন সৌর-ভ্রমাস লাভঃ। তদবচ্ছিন্নেতি। চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ তিথ্যাদিরূপে কালে। প্রমাণান্তরেতি। “শুচিতৎকালজীবী কর্ম কুর্য্যাৎ” ইতি বিধিনেব কালস্ত প্রাপ্তত্বাৎ, তত্তত্তিথৌ তত্তৎ কর্মকুর্য্যাৎ, ইত্যাদি বিধৌ ন তিথ্যাদি-কালস্ত বিধেয়ত্বং, তত্তত্তিথ্যতিরিক্ত প্রমাণালভ্যস্তৈব বিধেয়ত্বাৎ।

যাহা জন্ম তাহা কালে নষ্ট হয়, অতএব জন্ম মাত্রই কালস্বরূপ। জন্মমাত্র-কালত্ব মতে,—কর্মের বিধেয়ত্ব হইলে তিথ্যাদিরূপ খণ্ডকালেরও বিধেয়ত্ব হইতে পারে, যেহেতু তিথ্যাদি জন্ম ভূতকাল স্বরূপ।

চন্দ্রের ক্রিয়া তিথি, তাহা জন্ম পদার্থ, কালস্বরূপ, এই আভাসে বলা হইয়াছে, চন্দ্রাদি ক্রিয়াভেদেতি। বিশেষণে তৃতীয়া। চন্দ্রাদি আদি শব্দ দ্বারা সেই সেই রাশ্যাদি অবচ্ছেদে স্থর্যাদি পরিগ্রহ। তদ্বারা সৌর ও সৌর দিন-মাসাদি লাভ হইল। চন্দ্রাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট কিবা চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন কাল-বিশিষ্ট যে, তৎকাল অর্থাৎ কর্মযোগ্য তিথিকাল, সেই তিথিকাল পর্যন্ত যার জীবনকাল সেই কাল পর্যন্ত কর্ম করিবে। “শুচিতৎকালজীবী কর্ম কুর্য্যাৎ”

\* শাকবোধ, শকার্থবোধ, বিবরণজন।

এই প্রমাণ দ্বারা শুচিতৎকালজীবীর কর্মে অধিকার থাকায় সেই তিথি আদিকালে শুচিতৎকাল জীবীত্বরূপ প্রমাণান্তরের ( “শুচিতৎকালজীবী কর্ম কুর্য্যাৎ” ) এই অল্প প্রমাণের লভ্যত্বহেতু তিথির অবিধেয়ত্ব, অর্থাৎ তিথি বিধেয় হইতে পারেনা, অতএব তিথ্যাঙ্গিগুণ বা অপ্রধান। “শুচিতৎকালজীবী কর্ম কুর্য্যাৎ” পবিত্র ব্যক্তি কর্ম যোগ্য তিথিকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে কর্ম করিবে। “এই অধিকার বিধিতে তিথিকালের প্রাপ্তি আছে, “তত্তত্ত্বিথৌ তত্তৎ কর্ম কুর্য্যাৎ” সেই সেই তিথিকালে সেই সেই কর্ম করিবে।”

### অনুবাদ বিধেয় লক্ষণ

এই কর্মের বিধিতেও তিথিকালের প্রাপ্তি আছে। তিথিকাল দুই প্রমাণ দ্বারা লক্ষ হইল বলিয়া তিথি বিধেয় হইল না, অনুবাদ হইল; কথিতের পুনঃ কখনই অনুবাদ। কথিতস্ত পুনঃ কখন অনুবাদঃ।

রাগাণ্ড প্রাপ্তত্বসতি প্রমাণান্তরা লভ্যত্বসতি স্বপ্রমাণ লভ্যত্বং বিধেয়ত্বং। ইতি বিধেয় লক্ষণং। \*

রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত থাকিয়া অল্প প্রমাণ দ্বারা অলভ্য থাকিয়া কেবল নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইলেই বিধেয় হয় অতএব কর্মই বিধেয়।

চন্দ্রাদি ক্রিয়াস্বরূপ বা চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন কাল স্বরূপ তৎকাল বলাতে ‘তৎকাল’ তিথিকাল ইহাই পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রাদি ক্রিয়াকালেতে আছে, অতএব তৎকাল শব্দে তিথিকালকেই বুঝাইতেছে।

• “শুচিতৎকালজীবী কর্ম কুর্য্যাৎ” এই সামান্ত বিধি। এই স্থলের ‘তৎকাল’ শব্দে তত্তৎ তিথিকালেরই লাভ হইয়াছে।

“তত্তত্ত্বিথৌ তত্তৎ কর্ম কুর্য্যাৎ” এই বিশেষ বিধি। যে যে তিথিতে যে যে কর্ম করিবে “শুচিতৎকালজীবীর” তৎ শব্দে সেই সেই তিথিকালকে উপস্থিত করিবে। সামান্ত বিধি বিশেষ বিধির অন্তর্গত থাকিবে।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে যে কর্ম করিবে, “তৎকাল জীবীর” তৎ শব্দে প্রতিপদাদিকে উপস্থিত করিবে।

\* লক্ষণস্ত লক্ষণং। ইতর ভেদানু মাপক-ধর্মো লক্ষণং। ইতরকে ব্যাবৃতি না করিলে লক্ষণ হয় না।

## অনুবাদ বিধি বিধেয়

### দৃষ্টান্ত

“প্রতিপদি দীপং দত্তাৎ” শুচি প্রতিপজ্জীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ । “পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ” শুচি পঞ্চমীজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ, “দশম্যাং দুৰ্গাং পূজয়েৎ” শুচি দশমীজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ, “একাদশ্যামুপবসেৎ” শুচ্যেকাদশীজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ, “অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” শুচ্যহরহোজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ ।

“অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” এইস্থলে “শুচিতৎকালজীবী কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ” এই “তৎকাল” শব্দে স্বর্যাক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেই বুঝাইয়াছে ।

“প্রতিপদি দীপং দত্তাৎ” এই বিধির বিধেয় দীপদান, “পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ” এই বিধির বিধেয় শ্রীপূজন, “দশম্যাং দুৰ্গাং পূজয়েৎ” এই বিধির বিধেয় দুৰ্গাপূজন, “একাদশ্যামুপবসেৎ” এই বিধির বিধেয় একাদশীর উপবাস, “অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত” এই বিধির বিধেয় অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা ।

এখন অনুবাদ বলা বাইতেছে ।

তিথিনিরূপণে প্রতিপদাদি তিথির প্রাপ্তি আছে, “প্রতিপদি দীপং দত্তাৎ” “পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ” “দশম্যাং দুৰ্গাং পূজয়েৎ” “একাদশ্যামুপবসেৎ” ইত্যাদি বিধিতে পুনরায় প্রতিপদাদি তিথির লাভ হইল বলিয়া প্রতিপদাদি তিথি অনুবাদ ।

দীপদান, শ্রীপূজন, দুৰ্গাপূজন, একাদশ্যোপবাস, রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত নহে, অত্র প্রমাণ দ্বারাও লব্ধ নহে, কেবল “প্রতিপদি দীপং দত্তাৎ” “পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ” “দশম্যাং দুৰ্গাং পূজয়েৎ” “একাদশ্যামুপবসেৎ” ইত্যাদি নিজ নিজ প্রমাণ বলে লাভ হইল বলিয়া দীপদান, শ্রীপূজন, দুৰ্গাপূজন, এবং একাদশ্যোপবাস বিধেয় হইল ।

### কাশীরাম কৃতটীকা

নচ শুচীতি বিধৌ কৰ্ম্মণোহপি প্রাপ্তত্বাৎ তস্ত বিধেয়ত্বং কুত ইতি বাচ্যং কৰ্ম্মরূপ সামান্য ধৰ্ম্মেণ প্রাপ্তাবপি বিশেষ ধৰ্ম্ম পুরস্কারেণা লাভাৎ ।

নচৈবং তত্তত্তিথ্যাণ্যেদেৰপি তৎকালত্বেন প্রাপ্তাবপি ন তিথি বিভাজক প্রতিপদাদিরূপ বিশেষ ধৰ্ম্মেণ প্রাপ্তিঃ, অতঃ সত্তত্তিথ্যাণ্যেদেৰপি কুতো ন বিধেয়ত্বং

মিতি বাচ্যং, ততারা অননুগতারা অভাবাং, “শুচি প্রতিপজ্জীবী কস্ম কুর্যাং” ইত্যাদি বিধিনা বিশেষত: প্রাপ্তত্বাং। তিথ্যাদিগুণ ইতি।

আর একটা প্রশ্ন। “শুচিতংকালজীবী কস্ম কুর্যাং” এই বিধিতে যেমন কালের প্রাপ্তি, তেমন কর্মেরও প্রাপ্তি আছে, তখন কর্মের বিধেয়ত্ব কিরূপে হয়? এইরূপ বলাও সম্ভব হয় না। কারণ কর্মরূপ সামান্য কর্ম দ্বারা প্রাপ্তি থাকিলেও বিশেষ কর্ম পুরস্কারে প্রাপ্তি নাই। এইরূপ বলিলে তত্ত্বতিথ্যাতিরও তং কালদ্বয়রূপে সামান্যত: প্রাপ্তি থাকিলেও তিথি বিভাজক প্রতিপদাদি বিশেষ কর্ম পুরস্কার দ্বারা প্রাপ্তি নাই, অতএব তিথ্যাতিরও বিধেয়ত্ব না হইবে কেন? এইরূপ বলাও উচিত নহে? যেহেতু তত্ত্বার ( তৎশব্দ ) অননুগতের অভাব আছে, তৎকালজীবীর “তৎশব্দ” তিথির অননুগত নহে, তিথির অননুগত।

“শুচিতংকালজীবী কস্ম কুর্যাং” এই তৎকালজীবীর “তৎশব্দ” তিথিকালেরই অননুগত, কর্মের অননুগত নহে। সে প্রত্যেক তিথির অননুগত হইয়া প্রত্যেক তিথিকে উপস্থিত করিতেছে।

### দৃষ্টান্ত

“প্রতিপদি দীপং দত্তাং” “শুচিতংকালজীবী কস্ম কুর্যাং” এইহলে “তৎকালজীবীর” “তৎশব্দ” প্রতিপদের অননুগত, বিশেষভাবে “তৎশব্দ” প্রতিপদকে উপস্থিত করিতেছে। বথা—“শুচি প্রতিপজ্জীবী কস্ম কুর্যাং” সূত্রং তিথ্যাди বিধেয়ত্ব হইতে পারেনা, তিথ্যাди গুণ। আর তৎশব্দ কর্মকে উপস্থিত করেনা, অতএব কর্মেরই বিধেয়ত্ব কর্ম প্রধান।

● “শুচিতংকালজীবী তং কস্ম কুর্যাং” যদি এইরূপ বিধি থাকিত, তবে তং কর্মের “তৎশব্দ” প্রত্যেক কর্মের অননুগত হইয়া প্রত্যেক কর্মকে উপস্থিত করিতে পারিত, ইহা কর্মের সামান্য বিধি হইত, এই বিধি বলে সামান্য বিশেষ ভাব কল্পনা করা যাইত, কর্মের বিশেষভাবে প্রাপ্তি ঘটিত। এইরূপ বিধি স্বপ্নন নাই তখন কর্মই বিধেয়।

### অন্যরূপ অনুবাদ বিধেয়

● “শ্রীকৃষ্ণ ভজ্যেং” এই বিধি, এই বিধির বিধেয় শ্রীকৃষ্ণ ভজন। ভজনং; ভক্তি:। ভজনের অর্থ ভক্তি, সে কর্ম।

কৃষ্ণ অনুবাদ, প্রমাণান্তর লভ্য হইলেই অনুবাদ হয়, অনুবাদ পুনঃকণন।

“কৃষ্ণং ভজ্যে” এই প্রমাণে কৃষ্ণের প্রাপ্তি আছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণঃ ॥

ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারাও কৃষ্ণের লাভ আছে, কৃষ্ণ প্রমাণান্তর লভ্য হইল বলিয়া অনুবাদ হইল। ভজন অর্থাৎ ভক্তি সে রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত, অত্র প্রমাণ দ্বারাও অলব্ধ, “কৃষ্ণং ভজ্যে” কেবল এই নিজ প্রমাণ বলে ‘ভজন’ লভ্য হইল বলিয়া ভজন বা ভক্তি বিধেয়।

শ্রীজীব গোস্বামীসকর্ভের অনুবন্ধ নিরূপণে ভক্তিকে “বিধেয়-সপৰ্য্যায়্যভিধেয়” বলিয়াছেন।

বিধেয় সপৰ্য্যায় অর্থ বিধেয়ের সমান পর্য্যায় অর্থাৎ বিধেয় স্বরূপাভিধেয়, ফলকথা বিধেয়টাই অভিধেয়।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।

এই সমস্তই পুরুষের অংশ ও কলা, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অবতার গণনায় কৃষ্ণও পরিগণিত হইয়াছেন। “এতে” পদ দ্বারা পুনরায় কৃষ্ণকে উপস্থিত করিয়াছে। কথিতের পুনঃ কখন হওয়ায় কৃষ্ণ অনুবাদ। ভগবান্ স্বয়ং “বিধেয়”।

কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত নহে, প্রমাণান্তর দ্বারাও লভ্য নহে, অথচ কেবল “ভগবান্ স্বয়ং” এই নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইল বলিয়া “ভগবান্ স্বয়ং” অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বিধেয়।

দৃষ্টান্ত

৫৫

বিপ্রগণ মধ্যে এই বিপ্র পণ্ডিত।

বিপ্রগণ মধ্যে এই বিপ্রেরও প্রাপ্তি আছে, এই বিপ্র পণ্ডিত বলাতে পুনরায় এই বিপ্রের লাভ আছে।

কথিতের পুনঃ কখন হেতু বিপ্র অনুবাদ।

“বিপ্র পণ্ডিত” এই কথা ইচ্ছানুসারে লভ্য নহে, অত্র প্রমাণেও লভ্য নহে, কেবল “বিপ্র পণ্ডিত” এই নিজ প্রমাণ বলেই বিপ্রের পাণ্ডিত্য লাভ হইল, পাণ্ডিত্য বিধেয়।

যাহা একবার কথিত হইয়া পুনরায় কথিত হয়, তাহা জ্ঞাত বস্তু। যাহা

কথিত হয় নাই, তাহা অজ্ঞাত বস্তু। জ্ঞাত বস্তু অনুবাদ, অজ্ঞাত বস্তু বিধেয়। দুইবার কথিত বলিয়া “বিপ্র” জ্ঞাত বস্তু, একবার কথিত বলিয়া “পাণ্ডিত্য” অজ্ঞাতবস্তু, বাহা পূর্বে জানা যায় নাই, তাহা অজ্ঞাত—

বলবানের মধ্যে এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। বলবানের মধ্যে ‘এই ব্যক্তিরও’ প্রাপ্তি আছে ‘এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ’ বলাতে পুনরায় এই ব্যক্তির লাভ হইল বলিয়া ‘এই ব্যক্তি’ অনুবাদ। ‘ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ’ এই নিজ প্রমাণ বলেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইল। শ্রেষ্ঠত্ব বিধেয়। সর্বত্র ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ মনুজৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ ।

নহলকাম্পদং কিঞ্চিং কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥

টীকা সরলা। অনুভূতে ইত্যনুবাদং কৰ্ম্মনিঘ্যৎ। অনুবাদ মতি পাঠে কৰ্ম্মনিঘৎ। বিধীয়তে ইতি বিধেয়ঃ কৰ্ম্মণি য। কথিতস্ত পুনঃ কথনীয়ং বস্তু অনুবাদং উদ্দেশ্যং। কথিতস্ত পুনঃ কথনাং অনুবাদং জ্ঞাতং বস্তু। অকথিতত্বাৎ বিধেয়ং অজ্ঞাতং বস্তু। অনুবাদং অনুবাদং বা অনুজ্ঞা বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ। হি বতঃ—অলকাম্পদং “অলকং অাম্পদং স্থানং যেন তৎ।” কিঞ্চিংবস্তু কুত্রচিৎ ন প্রতিতিষ্ঠতি।

কথিতের পুনঃ কথন হেতু অনুবাদ জ্ঞাত-বস্তু। পূর্বে কথিত হয় নাই বলিয়া বিধেয় অজ্ঞাত-বস্তু। অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না।

যেহেতু অলকাম্পদ কোন বস্তু কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অর্থাৎ স্থান না পাইলে কোন বস্তু কোথাও থাকিতে পারেনা।

কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং। কৃষ্ণ না বলিলে স্বয়ং ভগবত্ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। স্থান না পাইলে থাকিবে কোথা ?

এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র না বলিলে পাণ্ডিত্য থাকিবে কোথা ?

বলবানের মধ্যে এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তি না বলিলে শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে কোথা ?

এইজন্য আগে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিবে। অনুবাদে বিধেয় থাকে। উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া বিধেয় স্থাপন করিবে।

এখন একাদশী বলা যাইতেছে।

ইতি শ্রীম্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রশ্নীতে শ্রীবৈষ্ণবোপাসনব্রত নীমাংসা পরিশিষ্টে বিধেয়তত্ত্ব বিচারো নাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

# হুতীশঃ অধ্যায়ঃ

## একাদশী

দেবলঃ—

একাদশীর নিত্যতা

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ।

উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না ।

গৌতমীয়তন্ত্রে ।—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ ।

বিষ্ণুর্চনং বৃথা তস্মৈ নরকং ঘোর মাণ্ডুয়াং ॥ ১২ বি ১৮

বৈষ্ণব যদি অনবধানতা বশতঃ একাদশীতে ভোজন করেন, তবে তাহার বিষ্ণুর অর্চনা বৃথা হবে এবং সে ঘোর নরকেও গমন করিবে ।

“বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত” ইত্যাদি বচনে “বৈষ্ণবঃ” পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবেরা উভয় পক্ষের একাদশী না করিলেও দোষ হইবেনা, ইহাই উপলব্ধি হইল । নিষেধক বচন সকল অবৈষ্ণবপর এবং বিধায়ক বচন সকল বৈষ্ণবপর । ইহাও উপলব্ধি হইল ।

## সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা বিচার ।

প্রাচীন স্মার্ত পাণিনির টীকাকার রামচন্দ্র ভট্ট কৃত কালনির্ণয় ধৃত এবং দলপতি রাজ কৃত নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার ধৃত নারদীয় বচনদ্বয় যথা :—

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য যষ্টি নাড়িকা ।

যা তিথিঃ সাহি শুদ্ধা স্ম্যাং সার্বকতিথ্যোছয়ং বিধিঃ ॥

আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্কহুর্জ-দ্বয়াগ্নিতা ।

একাদশীত্ব সম্পূর্ণা বিদ্ধাত্মা পরিকীর্তিতা ॥

টীকা সরলা । আদিত্য উদয় বেলায়াঃ । যষ্টিঃ নাড়িকাঃ যস্তাং সা ।  
একাদশীত্ব কিঞ্চ ।

সূর্যের উদয় বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিথি ষষ্টি নাড়িকা অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড ৬০ ব্যাপিনী হয় ( অপর সূর্যোদয়কে স্পর্শ করে ) তাহাই সম্পূর্ণ, এই বিধি সর্বতিথি বিষয়ক ।

কিন্তু একাদশী সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই মুহূর্ত্তবৃত্ত ষষ্টি দণ্ড অর্থাৎ সূর্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয় হইতে ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হয় অর্থাৎ অপর সূর্যোদয়কে স্পর্শ করে, তবে সম্পূর্ণ হয় । পূর্বে বচনে ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ আছে । ( আরম্ভ ষষ্টি নাড়িকা ) পর বচনে ( আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রায়মুহূর্ত্ত-দ্বয়াঘ্রিতা ) ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ নাই, পূর্বেবচন হইতে পরবচনে ষষ্টি নাড়িকার অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে ।

“আদিত্যোদয় বেলায়া আরম্ভ ষষ্টি-নাড়িকা” ইত্যাদি সামান্ত বচন দ্বারা একাদশীরও সম্পূর্ণতা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু “আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রায়মুহূর্ত্ত-দ্বয়াঘ্রিতা ।” ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা অরুণোদয়কাল হইতে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্বে হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত একাদশীর ভিন্নরূপে সম্পূর্ণতা বিধান করায় একাদশী ভিন্ন সমস্ত তিথিই ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হইলে সম্পূর্ণ হইবে, কেবল একাদশীই হইবেনা । বিশেষ সামান্তের বাধক ।

স্কান্দে ।—

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্বা উদয়া দোদয়া দ্রবেঃ ।

সম্পূর্ণ ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জিতাঃ ॥ ১২ বি ১২০

••  
রবে রুদয়াৎ একমুদয় মারভ্য আউদয়াৎ অন্তোদয়াবধি যদি স্তদা সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ । হরিবাসরং একাদশী তদ্বর্জিতা, সাচ নৈতাদৃশী, কিন্তু উদয়াৎ পূর্বে মুহূর্ত্তদ্বয়ং ব্যাপ্য যদি অসৌ ভবতি, তদেব সম্পূর্ণা শ্রাদিত্যর্থঃ । ইতি দিগদর্শনী আ সীমার্থে ।

১২ বি ১২০

হরিবাসর অর্থাৎ একাদশী ভিন্ন প্রতিপৎ-প্রভৃতি সমস্ত তিথিই এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত উদয় পর্যন্ত যদি হয়, তবেই সম্পূর্ণ হয় । কিন্তু একাদশী তাদৃশ নহে, সে উদয়ের পূর্বে দুই মুহূর্ত্ত ব্যাপিয়া যদি থাকে, তবেই সম্পূর্ণ হয় । সূর্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টিদণ্ড হইলে সম্পূর্ণ হয় ।



## শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগ প্রকরণে

গারুড়ে ।—

সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা । ১২ বি ১৫০

সম্পূর্ণা অরুণোদয় মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং বাবৎ ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ । ইতি দিগ্‌দর্শনী । ১২ বি ১৫০ যাবৎ সীমার্থে ।

“সম্পূর্ণেকাদশী যত্র” ইত্যাদি বচনের দিগ্‌দর্শনীতে সম্পূর্ণা পদের অর্থ । অরুণোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিনে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে একাদশী সম্পূর্ণা হয় । পর সূর্য্যোদয় সীমা ।

## একাদশীর সম্পূর্ণতা

ভবিষ্যেচ ।—

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঃমুহূর্ত্ত-দ্বয়াঘ্রিতা ।

একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্বাত্মা পরিকীর্তিতা ॥ ১২ বি ১২২

অত্রা উক্ত লক্ষণ সম্পূর্ণতেরা বিদ্বা উক্তা ইতি দিগ্‌দর্শনী । ১২ বি ১২২

কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চতুষ্টিকাযুক্ত একাদশী সম্পূর্ণা, উক্ত লক্ষণেতর একাদশী বিদ্বা । অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ হইলে বিদ্বা হয় । ছাপ্রায় দণ্ডের ৫৬ অধিক দশমী হইলে বিদ্বা হইবে । অরুণোদয় হইতে চতুঃষষ্টি দণ্ডযুক্ত একাদশী পূর্ণা ।

আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঃমুহূর্ত্ত-দ্বয়াঘ্রিতা । \*

একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্বাত্মা পরিকীর্তিতা ॥

এই বচনের দ্বিবিধ অর্থ হইতেছে ;—

টীকা সরলা । আদিত্যশ্চ উদয় বেলায়াঃ প্রাঃমুহূর্ত্ত-দ্বয়াঘ্রিতা ষষ্টি ঘটিকাযুক্তা ষষ্টি দণ্ডব্যাপিনী একাদশী তু সম্পূর্ণা অত্রা বিদ্বা ।

\* মুহূর্ত্ত দ্বিবিধ, ভাগানুসারী মুহূর্ত্ত ও দণ্ডসম্বন্ধীয় মুহূর্ত্ত, এইস্থলে দণ্ডসম্বন্ধীয় মুহূর্ত্তের গ্রহণ । ভাগানুসারী মুহূর্ত্তের গ্রহণ নহে । মুহূর্ত্ত বিচার, বৈষ্ণবোপবাস ব্রত নীমাংসা ।” ১৭—১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

অহঃ পঞ্চদশাংশো রাত্রেষু মুহূর্ত্ত ইতি সংজ্ঞা । ইহা ভাগানুসারী মুহূর্ত্ত । একাদশীভবে মুহূর্ত্তা ষটিকাধরং । ষটিকা দণ্ডঃ । গণনষ্টয়া দিবানিশং । আনিকতজ্জ্বে । নাতীকষ্টয়া দিবানিশং । নাতীক, ষটিকা, দণ্ড, পর্য্যায় শব্দ । নাইট দণ্ডে অহোরাত্র । দুই মুহূর্ত্ত চারিদণ্ডকাল ।

অথবা আদিত্যো রুদয় বেলায়াঃ প্রাণমুহূর্ত-দ্বয়াঘিতা একাদশীতু সম্পূর্ণা, অত্ৰাবিদ্ধা ।

সূর্যোদয়ের পূর্ব দুই মুহূর্ত অর্থাৎ চতুর্দশ ও যুক্ত একাদশী সম্পূর্ণা, উক্তলক্ষণে তরা একাদশী বিদ্ধা ।

অথবা সূর্য্যাসয়ের উদয়কালের পূর্ব দুই মুহূর্তযুক্ত একাদশী পূর্ণা । অর্থাৎ পূর্ব সূর্য্যোদয়ের পূর্ব দুই মুহূর্ত এবং পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব দুই মুহূর্ত যুক্ত, একাদশী পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়কাল ব্যাপিনী চতুঃষষ্টি দণ্ড যুক্ত একাদশী পূর্ণা, অত্ৰাবিদ্ধা । অপর সূর্য্যোদয় সীনা । বিদ্ধা ত্যাগের জায় কোন কোন স্থলে পূর্ণাও পরিত্যক্ত হয় ।

একাদশীর উক্তরূপ সম্পূর্ণতায় বঙ্গলী ও পক্ষবর্দ্ধনীতে অব্যাপ্তি ঘটে, লক্ষ্যে লক্ষণের বিষয় বায় না, শুদ্ধাত্যাগ হয় না । বঙ্গলী ও পক্ষবর্দ্ধনী নিরর্থক হয় ।

বঙ্গলী ও পক্ষবর্দ্ধনীর সার্থকতার জন্ত একাদশীর অত্ৰরূপ সম্পূর্ণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ;—

ব্রহ্মবৈবর্তে । সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণে

অরুণোদয় বেলায়াং বা স্তোকাপি তিথি র্ভবেৎ

পূর্ণৈবেত্যব গন্তব্য প্রভূতা নোদয়ং বিনা ॥ \* ১২ বি ১২৭

তিথি রেকাদশী । স্তোকাপি অল্পাপি । অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা । একমরুণোদয় মারভ্যঅত্রারুণোদয়ং বাবধ্যাপিত্তেব সতী সম্পূর্ণাত্মা দিত্যর্থঃ ॥ ১২ বি ১২৭ ইতি দিগ্‌দর্শনী ।

টীকা সরলা । যাবৎ শব্দ কথঞ্চিৎ ব্যাপকার্থে ন সাকল্যার্থে স্তোকাপীতি নির্দেশাৎ ।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ বিহীনা বা তিথি রেকাদশী অপরাধ গোদয় বেলায়াং ন কেবলং অধিক। স্তোকাপি অল্পাপি ভবেৎ সা পূর্ণৈব অবগন্তব্য, উদয়ং বিনা অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা । এক মরুণোদয় মারভ্য অত্রারুণোদয়ে অল্পাপি প্রবিষ্টা সতী সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ ।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ বিহীন একাদশী অপরাধ গোদয়ে কেবল যে অধিক

\* ব্রহ্মবৈবর্তে অষ্ট মহাদ্বাদশী বিস্তারপে বর্ণিত হইয়াছে ~~অত্র একাদশী~~ ব্রহ্মবৈবর্তে একাদশীও সম্পূর্ণতা কথিত হইয়াছে ।

তাহা নহে, অল্প প্রবিষ্ট হইলেও পূর্ণাই হইবে। অরুণোদয় বিনা সম্পূর্ণ হয় না। এক অরুণোদয়ে আরুণ হইয়া অপর অরুণোদয়ে অল্প পাইলেই সম্পূর্ণ হয়।

এইরূপ সম্পূর্ণতায় বঞ্জলী ও পক্ষবর্দ্ধনীর সার্থকতা।

দশমী ছাপ্পার ৬৬ দণ্ড মাত্র থাকিলে তারপর একাদশীর প্রবৃত্তি হইলে একাদশী পূর্ণা হইবে। দশমী ৬৬ দণ্ড হইতে ১ অনুপলও বর্দ্ধিত হইলে একাদশী বিদ্ধা হইবে।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে, অথবা অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে একাদশী পূর্ণা হয়, পূর্ণা না হইলেই বিদ্ধা হইবে। পূর্ণা ভিন্ন বিদ্ধা, বিদ্ধা ভিন্ন পূর্ণা। ইহাই একাদশীর সম্পূর্ণত্ব লক্ষণে লাভ হইতেছে।

রাত্রিতে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে, অথবা দিবাতে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন দিবাতে নিবৃত্ত হইলে একাদশী খণ্ডা হইবে। “পূর্ণা ভিন্নত্বং বিদ্ধাত্বং” এইরূপ লক্ষণ করিলে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি হয়, খণ্ডাও বিদ্ধা হইয়া যায়।

“বিদ্ধা ভিন্নত্বং পূর্ণাত্বং” এইরূপ লক্ষণ করিলে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি ঘটে, খণ্ডাও পূর্ণা হইয়া যায়।

খণ্ডাকে পূর্ণার ও অন্তর্গত করা যায় না, বিদ্ধারও অন্তর্গত করা যায় না। খণ্ডা পৃথক হইয়া পড়ে, অতএব একাদশীকে শুদ্ধা ও বিদ্ধা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

### কালমাধবে

স্কান্দে।—

শুদ্ধা বদা সমাহীনা সমাক্ষীণাধিকোত্তরা।

একাদশী মুপবসে ন শুদ্ধাং বৈষ্ণবীমপি।

### গ্রন্থকারকৃত ব্যাখ্যা।

দশমীবৈধরহিতা শুদ্ধৈকেকাদশী বদা পরেছ্য রুদয়া দুর্দ্ধং নান্তি, কিন্তু দুয়সমা, ততো ন্যূনা বা দ্বয়োরপি পক্ষয়ো দ্বাদশী পরেছ্য রুদয়ে সমা ন্যূনা অধিকা বা ভবতি, তত্র সর্বত্র শুদ্ধৈকেকাদশী উপোষ্যা, নত্বেবিদ্ধাং বৈষ্ণবীং দ্বাদশী মুপবসে দিত্যর্থঃ।

যখন দশমী বেধ শূন্য বিশুদ্ধ একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্যোদয়ের উল্লেখ না থাকে, কিন্তু উদয়ের সমান হয়, অথবা হীনা অর্থাৎ অপর উদয়কাল হইতে ন্যূন হয়। আর উভয় পক্ষেই দ্বাদশী যদি পরদিনের উদয়ের সমান হয়, ক্রীণা অর্থাৎ অপর উদয় হইতে কম হয় আর অধিকা অর্থাৎ অপর উদয় হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে। কিন্তু অবিক্রা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূন্য দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। ইহা স্মার্ত মত।

বৈষ্ণব মতে। অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ শূন্য—একাদশী যষ্টি দণ্ড ৬০ হইলে অথবা যষ্টিদণ্ড হইতে কম হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে। অধিক হইলে অর্থাৎ যষ্টিদণ্ড হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। আর অরুণোদয় বেধ রহিত একাদশী যষ্টিদণ্ড হইতে কম হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপর সূর্যোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। একাদশীতে নহে। স্মার্তমতে বঙ্কলীতে উপবাসের বিধি নাই। সূতরাং একাদশী স্পর্শ শূন্য শুদ্ধা দ্বাদশী সম, উন ও অধিক হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে না, একাদশীতেই উপবাস হইবে।

গ্রন্থকার এই বচনের “শুদ্ধা” শব্দের অর্থ “দশমীবোধরহিতা” করিয়াছেন। “অরুণোদয়ে দশমীবোধরহিতত্বং শুদ্ধাত্বং” এইরূপ লক্ষণ করিলে সম্পূর্ণা এবং খণ্ডা উভয়েরই প্রাপ্তি হয়।

“অরুণোদয়ে দশমী সংযুক্তত্বং বিদ্ধাত্বং” এইরূপ লক্ষণ করিলে পূর্ণা ও খণ্ডা উভয়কেই ব্যাবৃতি করে। ফলে বিদ্ধাভিন্নত্বং শুদ্ধাত্বং। লক্ষ্যগ্রহী হইল। সূতরাং একাদশীর শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভেদই সঙ্গত হইতেছে—

“সমা” শব্দে অহোরাত্রাবচ্ছিন্নকাল ব্যাপিনী সম্পূর্ণা একাদশীর প্রাপ্তি হইয়াছে। আর “হীনা” শব্দে অরুণোদয়কাল হইতে অপর অরুণোদয়কাল ব্যাপিনী অন্তরূপ সম্পূর্ণা একাদশী ও খণ্ডা একাদশীর লাভ হইয়াছে।

## অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

অর্দ্ধরাত্র সমাধানে

অর্দ্ধরাত্রাচ্চ পরতো বর্তেত দশমী যদি ।

তদাপ্যেকাদশীং বিদ্ধাং মন্ত্ৰস্তে যচ্চ কেচন ॥

অর্দ্ধরাত্রের পর যদি দশমী দেখা যায়, তাহা হইলেও কেহ কেহ একাদশীকে বিদ্ধা মনে করেন ।

প্রমাণ কোশ্মে ।

অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে ।

তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥

অর্দ্ধরাত্র অতিক্রম করিয়া যদি দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশী ত্যাগ করিয় দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

অভিজ্ঞেয়া “অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য” ইত্যাদি বচনটিকে পক্ষবর্দ্ধনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন ।

ইহা নিরাস করা যাইতেছে ।

অভিজ্ঞা স্তুচ্চ মন্ত্ৰস্তে পক্ষবর্দ্ধন্যুপাশ্রিতং ।

অত স্তুচ্চ তথাস্তুচ্চ মহতাং নৈব সম্মতং ॥ ১৪৪

এব অরুণোদয় বেধে সতি ন কেনাপ্যুপবাসঃ কার্য ইতি নিশ্চিতং । তদাচ্চ কেচিদর্দ্ধরাত্রাৎ পরতঃ কেচি চত্বারিংশৎ ঘটিকাভ্যশ্চ পরতোহপি দশম্যাহ্নবৃত্তৌ বেধমিচ্ছন্তি, তদ্ব্যত মুখাপ্য নিরাকরোতি, অর্দ্ধরাত্রাচ্ছেতি ষড়্ভিঃ । যদ্যন্তস্তে তৎ পক্ষবর্দ্ধনী নাম মহা দ্বাদশী বিষয়ক মন্ত্ৰিজ্ঞা মন্ত্ৰস্তে ইতি উত্তরেণাধঃ । তৎ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধ বচনং বিচ্ছিন্নং বা, অন্তঃ চত্বারিংশৎ ঘটিকোপরি বেধ বিষয়কঞ্চ মহতাং শ্রীব্যাসাদীনাং নৈব সম্মতং ভবতি । ইতি দিগ্दर्শনী । ১৪৪

অরুণোদয় বেধ বিচার লিখার পর অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার লিখিত হইতেছে । এই প্রকার অরুণোদয় বেধ হইলে কাহারও উপবাস কর্তব্য নহে, ইহা নিশ্চিত । তদ্ব্যতঃ কেহবা অর্দ্ধরাত্রের পরে কেহ বা চত্বারিংশৎ দণ্ডের পরেও দশমীর অহ্নবৃত্তি হইলে বেধ ইচ্ছা করেন, এই সকল মত উত্থাপন করিয়া

নিরাস করা যাইতেছে। অর্দ্ধরাত্রী ইত্যাদি ছয়টি বচন দ্বারা। কোন্ কোন অভিজ্ঞেরা অর্দ্ধরাত্রের পর “অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য” যে বেধ তাহা পক্ষবর্জনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, এই সম্বন্ধে সেই অর্দ্ধরাত্রোপরি বেধ বিষয়ক বচন সকল ও অন্ত চত্বারিংশৎ দণ্ডোপরি বেধ বিষয়ক বচন সকল মহৎ অর্থাৎ ব্যাসাদির সম্মতই নহে।

ব্যাসাদির মতে অর্দ্ধরাত্র-বেধ-নিরাকরণে অর্দ্ধরাত্রাবলম্বিত “পক্ষবর্জন্যপাশ্রিতং” পক্ষবর্জনী বিষয়ক সমাধান স্মৃত্যং নিরাকৃত হইতেছে।

এখন ব্যাসাদির মত প্রদর্শিত হইতেছে।—

ত্রক্ষ বৈবর্তে ব্যাসোক্তৌ—

অর্দ্ধরাত্রোহপি কেবাঞ্চ দশম্যা বেধ ইম্মতে ।

অরুণোদয় বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ॥ ১৪৫

অরুণোদয় বেলায়ান্ত্র বেধ বিচারণো পরি অবকাশো হপি নাস্তি। ইত্যনেন অরুণোদয় বেধ এব নিশ্চিতঃ নত্বর্দ্ধরাত্রবেধঃ স্থাপিত ইতি কৈম্মৃতিকন্মায়-বিচারাদিতি দিক্ ইতি দ্বিগদর্শনী। ১৪৫। অর্দ্ধরাত্রো হপীতি। ন কেবলং অর্দ্ধরাত্রো অর্দ্ধরাত্রাং পরতোহপি।

কেহ কেহ অর্দ্ধরাত্রো এবং অর্দ্ধরাত্রের পরেও দশমীর সহিত একাদশীর বেধ ইচ্ছা করেন। অর্দ্ধরাত্র বেধেই দ্বাদশীতে উপবাস লাভ হইতেছে, অরুণোদয় বেলাতে বেধ বিচারের অবকাশ হইতেছে না। পূর্বে যে অরুণোদয় বেধ বিচার করা হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক হইতেছে। অতএব ইহা দ্বারা অরুণোদয় বেধই নিশ্চিত হইতেছে অর্দ্ধরাত্র বেধ স্থাপিত হইতেছে না, ইহা কৈম্মৃতিক জ্ঞায়সিদ্ধ।

• অরুণোদয় বেধ বিষয়ে আর একটি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

কপাল বেধ ইত্যাহ রাচার্য্য যং হরিপ্রিয়াঃ ।

ন তন্ময় মতং যন্মা ত্রিধামা রাত্রি ক্ল্যতে ॥ ১৮৬

নত্বর্দ্ধরাত্র বেধোহপি কপাল বেধেহেন প্রসিদ্ধঃ বৈষ্ণবানাম্ সম্মতঃ। অতঃ সোহপি—বর্জনীয় এব তত্রাহকপালেতি। ইতি দ্বিগদর্শনী। ১৮৬

অর্দ্ধরাত্র বেধটি কপালবেধ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা বৈষ্ণবগণের সম্মত নহে, অতএব তাহা বর্জনীয়, এই আভাসে বলা হইয়াছে কপালেতি।

• হরিপ্রিয় আচার্য্যগুণ অর্দ্ধরাত্রবেধটিকে কপাল বেধ বলিয়াছেন, তাহা হরিপ্রিয় আচার্য্যগণের এবং আমি বেদব্যাসের সম্মত নহে, যেহেতু, রাত্রি ত্রিধামা।

রাত্রি তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম চারিদণ্ড প্রদোষ, তাহা পূর্ব দিবাভাগে গণ্য। শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল; তাহা পর দিবা ভাগে গণ্য।

এই এই রূপে এক বাম পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তিন ভাগ করিয়া রাত্রিকে ত্রিযামা বলা হইয়াছে। এখন দ্বিজ্ঞান্ত, ত্রিযামা হেতু হয় কিরূপে ?

উত্তর। ব্যাপ্যবৃত্তি অবলম্বনে বলা যাইতেছে,—ত্রিযামা রাত্রিটা দশমীরই রাত্রি, দশমী ত্রিযাম ব্যাপিয়া থাকিলে ত্রিযাম রাত্রির মধ্যে একাদশীর প্রবেশই নাই, কিরূপে ত্রিযাম রাত্রিতে দশমীর সহিত একাদশীর বেধ হইবে ? অরুণোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশীর সম্পূর্ণতা। অরুণোদয়ে একাদশীর সম্ভাবে একাদশীর সম্পূর্ণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া অরুণোদয়ে দশমীর অল্পবৃত্তিতে বেধ কল্পিত হইয়াছে। অরুণোদয়ে অল্প দশমী প্রবিষ্ট হইলেই বেধ হয়। (১)

অব্যাপ্য বৃত্তি অবলম্বনে বলা যাইতেছে,—ত্রিযামা রাত্রিটা দশমীরই রাত্রি। তাহাতে একাদশী প্রবিষ্ট হইলে একাদশী কর্তৃক দশমী বিদ্ধ হয়। এইরূপ বিদ্ধান্তে একাদশীতেই উপবাস হইবে, দ্বাদশীতে হইবে না।

ত্রিযামের পর অরুণোদয় কাল। অরুণোদয় কাল একাদশীর রাত্রি, অরুণোদয়ে দশমী প্রবিষ্ট হইলে দশমী কর্তৃক একাদশী বিদ্ধ হয়। অরুণোদয় বিদ্ধ একাদশীতে উপবাস না হইয়া দ্বাদশীতেই উপবাস হয়। অরুণোদয় বিদ্ধ স্বীকার না করিলে ত্রিযাম পর্য্যন্ত দশমীরই রাত্রি।

“অর্দ্ধরাত্রেষপি কেবাঞ্চি দশম্যা বেধ ইষ্যতে।” ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখা যায়; একাদশী অর্দ্ধ রাত্রের বা অর্দ্ধ রাত্রের পরে প্রবিষ্ট হইলেও দশমীর সহিত বেধ হয়। কিন্তু দশমীর রাত্রি বলিয়া অর্দ্ধ রাত্রের পূর্বে প্রবিষ্ট হইলেও দশমীর সহিত বেধ হয়। দশমী বিদ্ধ দ্বারা অর্দ্ধ রাত্রের পূর্বে যে অলক্ষ্য তাহাতেও বিষয় যাইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্তি ঘটিতেছে। এই এক দোষ।

“অর্দ্ধ রাত্র মতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।”

অর্দ্ধ রাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ রাত্রের পর কত পর নিয়ম না থাকায় তারপর তারপর একাদশী প্রবিষ্ট হইলে বেধ হইবে।

(১) ত্রিযামায়া রাত্রের মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এবং নাস্তি যতো দশম্যা এবং সা রাত্রিঃ। বৃহৎ স্তোত্র দশম্যা বেধঃ স্তাৎ। অতঃ অরুণোদয়ে একাদশী সম্ভাবেন তৎ সম্পূর্ণতা প্রতিপাদনাৎ, তত্রৈব দশম্যাস্থিতৌ বেধঃ কল্প্যতে ইত্যর্থঃ। ইতি দিগদর্শনী। ১৫৬

এইরূপ অভিযান্ত্রিক দ্বারা অর্দ্ধ রাত্রের পূর্বে নিয়ম না থাকায় তার পূর্বে তার পূর্বে একাদশী প্রতিষ্ঠা হইলেও দশমার সহিত বেধ হইবে, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম যামেও বেধ হইতেছে। উভয় ভাবেই বিনিগম বিরহ হেতু অনবস্থা প্রসঙ্গ দোষ ঘটে। এই অপরাধ দোষ। অরুণোদয় বিজ্ঞা স্বীকারে এই সব দোষ ঘটে না, এইজন্য “ত্রিযামা” হেতু। (১)

“আচার্য্য্য যং হরিপ্রিয়াঃ” ইত্যাদি বচনে “হরিপ্রিয়াঃ” পদের উপাদান থাকায় হরির অপ্রিয় ব্যক্তিগণই অর্দ্ধরাত্র বেধ স্বীকার করেন, এবং “অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য” ইত্যাদি বচনটাকে পক্ষবর্জনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন।

### কপাল বেধনীর লক্ষণ

পাদে—

অর্দ্ধ রাত্র্যং স্পর্শেৎ পূর্ণা পক্ষবুদ্ধি বর্দগতঃ ।

কপাল বেধনী সাচ শুদ্ধাং ভদ্রা মুপোষয়েৎ ॥১৪৭

পূর্ণা দশমী । ভদ্রাং দ্বাদশীং ।

দশমী যদি অর্দ্ধরাত্রকে স্পর্শ করে, অগ্রে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে কপাল বেধনী বলে। কপাল বেধনী হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

এই মত খণ্ডিত হইল, অরুণোদয় বেধই নিশ্চিত হইল।

অরুণোদয়ে দশমী প্রবেশ করিলেই একাদশী বিজ্ঞা হইবে।

### অরুণোদয় নির্ণয়

.. ক্রান্দে—

উদয়াৎ প্রাক্ চতুশ্চত্বাতিকা অরুণোদয়ঃ । ১২ বি ১৩৫

কালমাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে

নারদঃ—

উদয়াৎ প্রাক্ চতুশ্চত্বাতিকা অরুণোদয়ঃ ।

সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব্বে চারি দণ্ড অরুণোদয় কাল।

(১) অজ্ঞা অভিযান্ত্রিক্য অর্দ্ধ রাত্র্যং পূর্ব্বে, ততোহপি পূর্ব্বে ইত্যোং রাত্রি প্রথম ভাগেহপি দ্বিযামা ভাবাৎ বেধঃ স্তাৎ, ততঃ স্তানবস্থা প্রসঙ্গ দোষ এব স্তাদিত্তি দিক্ । ইতি দিগ্গম্ভী । ১৪৩ একতর পক্ষপাতিনী বুদ্ধি বিনিগমনা ।



## হরিভক্তি বিলাসে

## ব্রহ্মবৈবর্তে—

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহ ত্যক্তাত্তস্ত চতুষ্ঠয়ং ।

নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যো দিবসাত্তস্তসংজ্ঞিতে ॥ ১২ বি ১৩৬

টীকা সরলা । নাড়ীনাং আত্মস্ত চতুষ্ঠয়ং আদি চতুষ্ঠয়ং অন্ত চতুষ্ঠয়ঞ্চ ত্যক্তা  
রজনীং ত্রিযামাং প্রাহঃ । তে দিবসাত্তস্ত সংজ্ঞিতে উভে সন্ধ্যো ।

রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড এই এই রূপে একযাম পরিত্যাগ  
করিয়া প্রাচীনেরা রাত্রিকে “ত্রিযামা” বলিয়াছেন ।

অর্থাৎ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড ও শেষ চারি দণ্ড এই এই রূপে আট দণ্ড  
ত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেক তৃতীয়াংশে অর্থাৎ তিন  
ভাগের একভাগে এক যাম বা প্রহর ।

এইরূপ তিন যামে রাত্রি, তাহাই “ত্রিযামা” জানিবেন । অথচ রাত্রির  
শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয়কাল দিবসীয় প্রথম সন্ধ্যা । আর রাত্রির প্রথম  
চারি দণ্ড প্রদোষকাল দিবসীয় শেষ সন্ধ্যা নামে কথিত হইয়াছে ।

অরুণোদয় কালে দশমী অন্ন প্রবিষ্ট হইলেও একাদশী বিদ্ধা হইবে ।  
অরুণোদয় বিদ্ধা বৈষ্ণবের অবশ্য পরিত্যাজ্য ।

দশমী ৫৬ দণ্ড হইতে অত্যন্ত অধিক হইলেও একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা হইবে ।

৫৬ দণ্ডের পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন ৫৬ দণ্ডের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে  
একাদশী খণ্ডা হইবে ।

৫৬ দণ্ডের পূর্বে বা ৫৬ দণ্ড সময়ে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন সূর্যোদয় সময়ে বা  
সূর্যোদয়ের পরে নিবৃত্ত হইলে একাদশী পূর্ণা হইবে । এই এক প্রকার সম্পূর্ণা ।  
৫৬ দণ্ডের পূর্বে বা ৫৬ দণ্ড সময়ে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন ৫৬ দণ্ড হইতে অত্যন্ত  
অধিক হইলেও একাদশী পূর্ণা হইবে । এই অন্য প্রকার সম্পূর্ণা । ইহা বলা হইয়াছে ।

## একাদশী

## অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ

## পাদ্যে—

অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ ।

তাং তাক্তা স্বাদনীং শুদ্ধা মুপোন্তে দবিচারয়ন ॥ ১২ বি ১২৮

অরুণোদয় বেলাতে দশমী মিশ্রিতা একাদশী হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া  
শুদ্ধ স্বাদনীতে উপবাস করিবে । তাহাতে কোন বিচার করিবে না ।

ভবিষ্যে—

দশমী শেষ সংযুক্তো যদিষ্ঠা দক্ষগোদয়ঃ ।

বৈষ্ণবেন ন কর্তব্যং তদ্বিনৈকাদশী ব্রতং ॥ ১২ বি ৩০

অরুণোদয়ে অন্ন দশমী যুক্ত একাদশী হইলেও বৈষ্ণবগণ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী কারবেন না ।

“বৈষ্ণবেন” এই উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে, কেবল সূর্যোদয় বিদ্ধাই নিষিদ্ধ ।

হরিভক্তি বিলাসে

খণ্ডা একাদশীর বিরুদ্ধ বচন সমাধান

তত্ত্বসাগরে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈতরা ।

তুল্যে তে মনুতে যন্ত সর্বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ১২ বি ২২

শুক্লা ঘেরূপ, কৃষ্ণা সেইরূপ, কৃষ্ণা ঘেরূপ শুক্লা সেইরূপ । শুক্লা ও কৃষ্ণাকে যে সমান মনে করেন তিনিই বৈষ্ণব । বৈষ্ণবেরা শুক্লা কৃষ্ণাকে সমান মনে করেন ।

বিষ্ণুরহস্যে—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিষ্ণু পূজন তৎপরঃ ।

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ॥ ১২ বি ১৮

বিষ্ণু পূজন তৎপর অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শুক্লা কৃষ্ণা উভয় একাদশীতেই ভোজন করিবেন না । “যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা” ইত্যাদি বচনে “বৈষ্ণবঃ” পদের এবং “শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা” ইত্যাদি বচনে “বিষ্ণুপূজন তৎপরঃ” পদের উপাদান থাকায় এই বচন দুইটি বৈষ্ণবোপবাসপর । নিম্নলিখিত বিরুদ্ধ বচন সকল অবৈষ্ণব বিষয়ক ।

কালমাধবে হেমাজ্যোচ

কাত্যায়ন :—

একাদশীষু কৃষ্ণাস্থ রবি সঙ্ক্রমণে তথা ।

চন্দ্রসূর্যোপরাগেচ ন কুর্যাৎ পূজবান্ গৃহী ॥

কৃষ্ণা একাদশী, সংক্রান্তি এবং গ্রহণে পূজবান্ গৃহী উপবাস করিবেন না ।

## হরিভক্তি বিলাসে

### ভবিষ্যন্তরে—

শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণেকাদশী তিথিঃ ।

সৈবোপোস্তা গৃহস্থেন নাস্তা কৃষ্ণা কদাচনঃ ॥ ১২ বি ১৬৫

শয়নী বোধনী মধ্যে যে কৃষ্ণেকাদশী তিথি, তাহাতেই গৃহস্থগণ উপবাস করিবেন, অন্য কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিবেন না ।

### গোভিলঃ—

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ।

বনস্থ-যতি ধর্মোহয়ং শুক্লা মেব সদা গৃহী ॥ ১২ বি ১৬৫

### স্মৃত্যন্তরে—হেমাদ্রো

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি ।

ব্রহ্মচারীচ নারীচ শুক্লা মেব সদা গৃহী ॥ ইত্যাদি

বানপ্রস্থ-যতি, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নারী, উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না—কিন্তু গৃহী শুক্লা একাদশীতেই ভোজন করিবেন না, ইত্যাদি বিরুদ্ধ বচন এবং অন্তান্ত বিরুদ্ধ বচন যাহা থাকে, তাহা অবৈষ্ণব বিষয়ে জানিবেন ।

কালমাধবকারও দ্বিতীয়াদি প্রকরণে একাদশী নির্ণয়ে বৈষ্ণবব্রত নির্ণয় ও শ্রোতাস্মার্ত ব্রত নির্ণয় নামে দুইটি প্রকরণ লিখিয়াছেন ।

## হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

সম্পূর্ণা একাদশীর বিরুদ্ধ বচন সমাধান

### নারদঃ—

সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনর্যেব সা ।

অত্রোপোস্তা দ্বিতীয়াত্ম পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধনী ॥ ১৫০

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া পরদিনে আসিলে অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিনে নির্গত হইলে দ্বিতীয় অর্থাৎ একাদশী মিশ্র দ্বাদশীতে উপবাস করিবে । তাহাতে পুত্র পৌত্র বর্দ্ধিত হয় ।

## ভবিষ্যে—

একাদশী কলাপ্যেকা পরতো নচ বর্জতে ।

গৃহিভিঃ পুত্রবন্তিস্ত সৈবোপোয়া সদাতিথিঃ ॥ ১৫২

পরত ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী ।

এক কলা অর্থাৎ অন্ন একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে । দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে বর্জিত হয় নাই । পুত্রবান গৃহী সেই দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে সর্বদা উপবাস করিবে ।

## পাদ্মে—

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহা সর্বত্রৈকাদশী তিথিঃ ।

দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা নবা ॥ ১৫৩

দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে ষাউক বা নাঞি ষাউক, সর্বত্র দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী গ্রাহ্য ।

কিঞ্চ ।

সর্বত্রৈকাদশীকার্য্য দ্বাদশী মিশ্রিতা নরৈঃ ।

প্রাত উবতু বা মা বা যতো নিত্য মুপোষণং ॥ ১৫৪

নিত্য মুপোষণ মতি । উন্নীলনীব্রতস্ত নিত্যত্বাৎ । প্রাত উবতু বা মা বা, দ্বাদশীতি শেষঃ ।

ত্রয়োদশী দিন প্রাতে দ্বাদশী থাকুক বা নাঞি থাকুক, সর্বত্র মানবগণ দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী করিবে । যেহেতুক উন্নীলনী ব্রত নিত্য । এই সকল বচন বৈষ্ণবোপবাসপর ।

## প্রচেতাঃ—

একাদশী প্রযুক্ত্যাচে ক্ষুদ্রে কৃকে বিশেষতঃ ।

তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্বা মুপবসেৎ গৃহী ॥

শুক্রপক্ষেই হউক বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষেই হউক, সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে পরদিন থণ্ডা একাদশী যতি করিবেন । পূর্বদিন পূর্ণা একাদশী গৃহী করিবেন ।

কাল মাধবে শ্রোতস্মার্ত একাদশী নির্ণয়ে  
রুদ্ধবশিষ্ঠঃ—

প্রথমে, হুহনি সম্পূর্ণ ব্যাপ্যাহোরাত্র মা স্থিতা ।

দ্বাদশ্যাঞ্চ তথা তাত ! দৃশ্যতে পুনরেব সা ।

পূর্বা কার্য্যা গৃহস্থৈশ্চ যতিভি শ্চোত্তরা তথা ॥

প্রথমদিনে সম্পূর্ণ একাদশী অহোরাত্র ব্যাপিনী থাকিয়া হে তাত ! পরদিনে  
দ্বাদশী দৃষ্ট হইলে পূর্বদিন গৃহস্থ এবং পরদিন যতি-উপবাস করিবেন ।

হেমাদ্রৌ পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে একাদশী নির্ণয়ে

গরুড়পুরাণে—

উদয়াৎ প্রাগ্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয় সংযুতা ।

সম্পূর্ণেকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী ॥

পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটিকেকা যদা ভবেৎ ।

অত্রোপবাসো বিহিত শ্চতুর্থা শ্রম বাসিনাং ॥

বিধবায়াশ্চ তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ ॥

পরত দ্বয়োদশী দিনে ।

উদয়ের পূর্ব ছই মুহূর্ত্তযুগ একাদশী সম্পূর্ণ, তাহাতে গৃহিগণ উপবাস  
করিবেন, সেই সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া পরদিন প্রভাতে এক ঘটিকা বা  
অল্প থাকিলে ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী না থাকিলে সন্ন্যাসী এবং বিধবা পরদিনে  
( দ্বাদশী দিনে ) উপবাস করিবেন । ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাস পর ।

হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

গারুড়ে—

সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা ।

বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকেকাপি দৃশ্যতে ।

গৃহস্থোহপি পরাং কুর্যাৎ পূর্বাং নোপবসেত্তদা ॥

ন কেবলং যতিঃ গৃহস্থোহপি । বৈষ্ণবী দ্বাদশী । ১৪৯

সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে প্রভাতে নির্গত হইলে, আর  
ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী এক ঘটিকা বা অল্প দেখা গেলে কেবল যে, যতি তাহা নহে,  
গৃহস্থও পনের দিন উপবাস করিবে ।

হেমাঙ্কো কালনির্ণয়ে একাদশী নির্ণয়ে

নারদঃ—

সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেষ সা ।

সৰ্বৈৰ্বে রেবোত্তরা কার্য্য পরতো দ্বাদশী যদি ॥

পরত জ্যৈষ্ঠাদশী দিনে ।

সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী জ্যৈষ্ঠাদশী দিনে প্রবেশ করিলে সকলেই পরদিন দ্বাদশীমিশ্রা একাদশী করিবেন । ইত্যাদি বচন সকল বৈষ্ণবোপবাসপর ।

হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

প্রচেতাঃ—

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্য বর্জিতে দ্বিতয়ং যদি ।

দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে ॥

ন কেবলং অপূর্ণা অরুণোদয়ে দশমীযুক্তা পূর্ণাপি অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতাপি । দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী জ্যৈষ্ঠাদশী দিনে বর্জিতে নির্গচ্ছতি, পারণায়া অলাভে ।

অন্যত্র—

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্য পরতো বর্জিতে যদি ।

দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে ॥

পরত জ্যৈষ্ঠাদশীদিনে । পারণায়া অলাভে ।

অরুণোদয়ে দশমীযুক্তা অপূর্ণা একাদশী যে কেবল ত্যাজ্য তাহা নহে, অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতা পূর্ণাএকাদশীও ত্যাজ্য ; যদি একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী জ্যৈষ্ঠাদশী দিনে নির্গত হয় । সেই দ্বাদশীতে পারণ লাভ না হইলে পূর্ণা উপোস্ত্য দ্বাদশীতে পারণ লাভ হইলে খণ্ডা উপোস্ত্য—ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাস পর ।

ভাগবততন্ত্রে—

সম্পূর্ণেকাদশী ত্যাজ্য পরতো দ্বাদশী যদি ।

উপোস্ত্য দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যা মেব পারণং ॥ ১২ বি ১৫৪.

পরত জ্যৈষ্ঠাদশী দিনে ।

সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় বেধরহিতা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বর্জিত হইয়া

ত্রয়োদশী দিনে যদি নির্গত হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, এইস্থলে তিথি বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রশস্ত ।

স্কান্দে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা ।

তদাহেকাদশীং ত্যক্তা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ \* ১২ বি ১৫৩

পরত ত্রয়োদশী দিনে ।

পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশীত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে । ইত্যাদিবচন সমূহ বৈষ্ণবোপবাসপর ।

কাল মাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে শ্রোতস্মার্ত্ত একাদশী নির্ণয়ে ।

শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্রীণাধিকোত্তরা ।

একাদশী মুপবসে ন শুদ্ধাং বৈষ্ণবীমপি ॥ †

যখন দশমী বৈধ শূত্র বিগুহ একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্যোদয়ের উর্দ্ধে না থাকে, কিন্তু উদয়ের সমান হয়, অথবা হীনা অর্থাৎ উদয় কাল হইতে নূন হয় । আর উভয় পক্ষেরই দ্বাদশী যদি পরদিনে সমা অর্থাৎ উদয়ের সমান হয়, ক্রীণা অর্থাৎ উদয় হইতে কম হয়, অধিকা অর্থাৎ উদয় হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, কিন্তু অধিকা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূত্রা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না ।

ভবিষ্যোত্তরে—

যথা শুদ্ধা তথা কৃষ্ণা দ্বাদশী মে সদা প্রিয়া ।

শুদ্ধা গৃহস্থৈঃ কৰ্ত্তব্য ভোগ-সন্তানবর্দ্ধনী ॥

শুদ্ধা বেক্রপ, কৃষ্ণা সেইক্রপ, শুদ্ধা কৃষ্ণা দ্বাদশী সদা আমার প্রিয়, গৃহস্থেরা শুদ্ধা দ্বাদশী করিলে বিষয় ভোগও সন্তান বর্দ্ধিত হয় । ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাসপর ।

\* এই বচনটির বঙ্গুলী বিবরক । ইত্যাদি স্থলে একাদশীও পূর্ণা দ্বাদশীও পূর্ণা । এইস্থলে একাদশীর দ্বিতীয়প্রকার সম্পূর্ণত্ব । অরুণোদয়ের পূর্বে এবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে এবিষ্ট হইয়া নিবৃত্ত এবং অরুণোদয়ে এবৃত্ত দ্বাদশী অপর সূর্যোদয়ে এবিষ্ট বৃথিতে হইবে ।

† ২৪ পৃষ্ঠায় টীকা আছে ।

## হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

ব্রাহ্মে—

একলিপ্তা সমায়ুক্তা যদি বৃদ্ধি পরা তিথিঃ ।

অথৈকাদশী নাস্তি দশম্যা বাথ সঙ্গতা ॥

দ্বাদশীতু কলা কাষ্ঠা যদি শ্রাদপরে হহনি ।

দ্বাদশ দ্বাদশী ইত্তি পূর্বশ্রাং পারণং কৃতং ॥ ১৫৫

অন্ত্যর্থঃ । তিথি বৃদ্ধি পরয়েন একাদশী পরদিনে একলিপ্তা সমায়ুক্তা কিঞ্চিন্নাত্ৰাপ্যস্তুতীর্থঃ । অথবা একাদশী নাস্তি পরদিনে । তিথি বৃদ্ধিক্রমেণ দ্বাদশী চ কিঞ্চিন্নাত্ৰা ত্রয়োদশী মস্তি । তদা শুদ্ধা দ্বাদশী যোবোপবাসঃ । নত্বেকাদশ্যাং । দশম্যা সঙ্গতেতি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতং । একাদশ্যা যুগোয্য সম্পূর্ণ-দ্বাদশ্যাং তদা পারণং কৃতং সৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীপুণ্যং হস্তি । ইতি দিগ্‌দর্শনী ।

“শুদ্ধাষদা সমাহীনা” ইত্যাদি স্মার্তমতের প্রতিবাদ-স্বরূপে বৈষ্ণব মত প্রদর্শিত হইতেছে । একলিপ্তা ইতি ।

তিথি বৃদ্ধিক্রমে একাদশী দ্বাদশীদিনে একলিপ্তি বা লব অর্থাৎ কিঞ্চিন্নাত্ৰ পাইলে অথবা একাদশী দ্বাদশীদিনে না গেলে তিথি বৃদ্ধিক্রমে দ্বাদশী কিঞ্চিন্নাত্ৰ ত্রয়োদশী দিনে গেলে দশমীযুক্ত একাদশী ত্যাগ করিয়া যেমন শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হয়, সেইরূপ এইস্থলেও শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে । একাদশীতে হইবে না । যদি একাদশীতে উপবাস করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে পারণ করে, তবে সেই পারণ দ্বাদশ দ্বাদশী পুণ্য নষ্ট করে ।

কৌশ্ঠে—

• • একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী ।

ত্রিভিমিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্বপাপহরা স্বতা ॥ ১৫৬

একাদশী দ্বাদশী এবং শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিম্পূহা সে সর্বপাপ হরণ করে ।

স্কান্দে—

একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী ।

উপোস্তাচ প্রযত্নেন মহাপুণ্য বিবর্জনী ॥ ১৫৭

একাদশী দ্বাদশী শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিম্পূহা, তাহাতে যত্নপূর্বক উপবাস করিলে মহা পুণ্য বৃদ্ধি করে ।

ইত্যাদি বচন সকল বৈষ্ণবোপবাসপর ।



## স্কন্দপুরাণে—

একাদশী কলা যত্র দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গত।

তত্র নন্তঃ প্রকুর্বাতি নোপবাসং গৃহাশ্রমী ॥

এককলা একাদশী হইয়া দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাতে নন্ত ব্রত করিবে।  
গৃহাশ্রমী উপবাস করিবে না।

## কুর্শ্মপুরাণে—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।

উপবাসং ন কুর্বাতি পুত্র পৌত্র সমন্বিতঃ ॥

একাদশী দ্বাদশী এবং রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হইলে ত্রিংশু হয়। পুত্র  
পৌত্র যুক্ত গৃহী তাহাতে উপবাস করিবে না।

ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবপর।

হেমাঙ্গি নিত্য কাম্য ভেদে এবং সকাম নিষ্কাম ভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের  
সমন্বয় করিয়াছেন ;—সকাম পূর্বদিন, নিষ্কাম পরদিন। কালমাধবকার বৈষ্ণব ও  
শ্রোতশ্রীভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের সমন্বয় করিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার  
বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের সমন্বয় করিয়াছেন।

এখন একাদশীর উপবাস নির্ণয় করা যাইতেছে।

ইতি শ্রীশ্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি  
কাব্যভীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাসব্রত-মীমাংসা পরিশিষ্টে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

## চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

একাদশী

উপবাস লক্ষণং

উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো যন্ত বাসোত্তমৈঃ সহ।

উপবাসঃ সবিজ্ঞৈঃ সৰ্বভোগ বিবর্জিতঃ ॥

টীকা সরলা। পাপেভ্যঃ পাপকৰ্ম্মভ্য উপাবৃত্তস্ত নিবৃত্তস্ত জনস্ত গুণৈঃ সহ  
কলাদি-ভগবদ্ধ্যান-অপাদিতযুক্তঃ পান ভোজনাদি-ক্রীসংসর্গ-গন্ধমালামুলেপনাদি  
সৰ্বভোগ বিবর্জিতঃ যো বাসঃ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালব্যাপিনী স্থিতিঃ স উপবাসো  
বিজ্ঞৈর্যো জ্ঞাতব্যঃ।

পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত জনের সম্বন্ধে দয়াদি ভগবদ্ধ্যান-জ্ঞান-গুণযুক্ত পানজোজনাদি-দ্বীপ-সংসর্গ-গন্ধমালায়ুগলেনাদি সর্বভোগ বর্জিত যে বাস অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালব্যাপিনী স্থিতি, সেই উপবাস, জানিবেন।

### একাদশী নির্ণয়

কালবিবেক ধৃত কূর্মপুরাণে—

একাদশী মুপবসে দ্বাদশী মথবা পুনঃ ।

বিমিশ্রাং বাপি কুর্কীত ন দশম্যা যুতাং কচিং ॥

কূর্যাদলাভে সংযুক্তাং ন লাভেহপি প্রবেশিনীং ।

উপোস্ত দ্বাদশীং তত্র ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণং ॥

উদয়াং প্রাগ্‌দশম্যাস্ত শেষঃ সংযোগ ইয়তে ।

উপরিষ্ঠাং প্রবেশস্ত তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥

টীকা সরলা । একাদশী মুপবসেৎ, অথবা পুনর্দ্বাদশী মুপবসেৎ বিমিশ্রাং দ্বাদশী মিশ্রিতাং একাদশীং বাপি কুর্কীত । নহু একাদশী কয়েহপি বিমিশ্রা ত্রাং তত্র কার্য্য ইত্যংশয়ে নাহ ন দশম্যেতি । কচিং কদাচিদপি দশমীযুতাং একাদশীং ন কুর্কীত । দশমী যুক্তাং বিবিধাং অরুণোদয় বিদ্ধাং সূর্য্যোদয় বিদ্ধাঞ্চ বারয়তি কূর্য্যাদিতি ।

সূর্য্যোদয়াহুপরি দশম্যা অলাভে অর্থাৎ অরুণোদয়ে লাভে সংযুক্তাং নাম অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধাং ন কূর্য্যাৎ । ন কেবলং অলাভে সংযুক্তাং নাম অপিতু সূর্য্যোদয়াহুপরি দশম্যা লাভেহপি প্রবেশিনীং নাম অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বিদ্ধাং ন কূর্য্যাৎ । তত্র বিবিধ ভেদেষু দ্বাদশীং উপোস্ত ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণং কূর্য্যাৎ । সংযুক্তা প্রবেশিত্তো লক্ষণ মাহ উদয়াদিতি । উদয়াং প্রাক্ অরুণোদয়ে দশম্যাঃ শেষঃ স্বল্পঃ সংযোগঃ সংযুক্তা ইয়তে । উদয়া হুপরিষ্ঠাং সূর্য্যোদয়ে দশম্যাঃ প্রবেশঃ প্রবেশিনী ইয়তে । তস্মাত্তাং সংযুক্তাং প্রবেশিনীঞ্চ পরিবর্জয়েৎ পশ্চিাত্যজ্যেৎ ।

অর্থ । একাদশীতে উপবাস করিবে, অথবা আবার দ্বাদশীতে উপবাস করিবে । কিম্বা মিশ্র অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে ।

প্রশ্ন । একাদশী কয়েও মিশ্র হয়, তাহা উপোস্ত নহে, এই আভাসে বলি যাইতেছে, ন দশম্যেতি । কখনই দশমীযুক্ত একাদশী করিবে না ।

দশমীযুক্ত একাদশী হই প্রকার ।—

স্বর্ঘ্যোদয়ে দশমীর লাভ না হইয়া অরুণোদয়ে দশমীর অন্ন লাভ হইলেও তাহাকে “সংযুক্তা” বলে। স্বর্ঘ্যোদয়ে দশমীর অন্ন লাভ হইলেও তাহাকে প্রবেশিনী বলে। অরুণোদয় বিদ্ধা স্বর্ঘ্যোদয় বিদ্ধা উভয়ই বর্জ্যনীয়। এইরূপ হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। ইহা বৈষ্ণব মত।

গারুড়ে—

দশমীশেষ সংযুক্তো যদিহা অরুণোদয়ঃ ।

বৈষ্ণবেন ন কর্তব্যং তদিনৈকাদশী ব্রতং ॥

যদি অরুণোদয়ে দশমীর অন্ন সংযোগও হয়, তবে সেই অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী বৈষ্ণবের উপোষ্য নহে।

এই স্থলে “বৈষ্ণবেন” এই পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে। বরং ব্যতিরেক্ষ মুখে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা উপোষ্যই বটে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। কেবল স্বর্ঘ্যোদয় বিদ্ধাই অবৈষ্ণবের নিষিদ্ধ।

এখন স্মার্তমত বলা যাইতেছে।

বিমিশ্রাং বাপি কুর্কীত ন দশম্যা যুতাং কচিৎ ।

কুর্ঘাদলাভে সংযুক্তাং নানাভেহপি প্রবেশিনীং ॥

উপোষ্য দ্বাদশীং তত্র ত্রয়োদশ্যাক্ত পারণং ॥

টীকা সরলা। বিমিশ্রাং অরুণোদয়ে দশমীযুক্তাং কুর্কীত। দশম্যা যুতাং উদয়ানন্তরবর্তি দশমী-যুক্তাং স্বর্ঘ্যোদয় বিদ্ধা মিত্যর্থঃ। ন কুর্কীত কচিৎ কদাচিদপি।

বিমিশ্র অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমীযুক্ত একাদশী করিবে। স্বর্ঘ্যোদয়ে দশমীর সহিত একাদশীর যোগ হইলে অর্থাৎ স্বর্ঘ্যোদয় বিদ্ধা কখনই করিবে না। “নানাভেহপি প্রবেশিনীং” এই পাঠ অবলম্বনে রঘুনন্দন কৃত ব্যাখ্যা।

দ্বাদশ্যং কলার্ক মাত্র মপ্যেকাদশ্যা অনির্গমে যদি দশমী নোদয়ঃ স্পৃশতি উদয়াৎ প্রাক্ অরুণোদয়কাল এব অবতিষ্ঠতে, তদা সংযুক্তোচ্যতে, সৈবোপোষ্য।

দ্বাদশীতে কলার্ক মাত্র একাদশীর নির্গম না হইয়া যদি দশমী উদয়কে স্পর্শ না করে, উদয়ের পূর্বে অরুণোদয়কালে অবস্থিতি করে, তবে তাহাকে “সংযুক্তা” বলে। সেই উপোষ্য, অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী উপোষ্য।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী বষ্টি দণ্ড (৬০) মাত্র থাকিলে অথবা বষ্টি দণ্ড হইতে কম হইলে অবৈষ্ণবগণ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী করিবেন।

অথ উদয়ানন্তরবর্তিনী দশমী যদি একাদশীঃ স্পৃশতি, তদা সা প্রবেশিনী পদবাচ্যা। তাং বিহার দ্বাদশী মেবোপবসেৎ। তদ্বিহ মুক্তং “নালাভেহপি-প্রবেশিনী মিতি। অলাভেহপি পরদিনে একাদশীলাভেহপি।

উদয়ের পর দশমী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে, তবে সে প্রবেশিনী পদবাচ্য। সেই প্রবেশিনীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

এই জন্তই বলা হইয়াছে,—“নালাভেহপি প্রবেশিনীঃ” সূর্য্যোদয় বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে প্রবিষ্ট হইলে বা না হইলে প্রবেশিনী হয়। তাহা উপোষ্য নহে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহা পরতো দ্বাদশী নচ।

যদি পরতঃ ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নচ, তদা ন কেবলং শুদ্ধা, বিদ্ধাপি অরুণোদয় বিদ্ধাপি গ্রাহা।

ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নির্গত না হইলে কেবল বে শুদ্ধা গ্রাহ্য, তাহা নহে, অরুণোদয় বিদ্ধাও গ্রাহ্য। অরুণোদয় বিদ্ধাতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর প্রথম পাদ ত্যাগ করতঃ পারণ করিবে।

দ্বাদশ্যা মেকাদশীলাভ এব অরুণোদয়বিদ্ধায়াঃ কর্তব্যাত্মোপদেশো দ্বাদশ্যা মেকাদশীলাভে তাদৃগ্ধিধাঃ ন কুর্যা দিত্যর্থতো হবগতে স্তত্র পরৈকাদশ্যোপোষ্যে-তাবগম্যতে। ইতি তিথিতত্ত্বং।

দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ না হইলেই অরুণোদয় বিদ্ধার কর্তব্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ হইলে অরুণোদয় বিদ্ধা করিবে না। ইহা অর্থতঃ কিনা, অর্থাপত্তি ত্রায়াহুসারে অবগত হওয়া যায়। দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ হইলে দ্বাদশীমিশ্র একাদশী উপোষ্য, ইহাও তাৎপর্য্যাহীন অবগত হওয়া যায়। প্রমাণও আছে।

মলে উপবাস হয়না, এইরূপ বলাও যাইতে পারেনা। যেহেতু—

“যষ্টি দণ্ডাঙ্ঘ্রিকায়ান্চ তিথে নিক্রমণে পরে।

অকর্ষণ্যং তিথি মলং বিদ্ধা দেকাদশীং বিনা ॥” ✓

একাদশী ভিন্ন যষ্টিদণ্ড বাপিনী—সমস্ত তিথির মল পরদিনে নির্গত হইলে তাহা কৰ্ম্মযোগ্য নহে। কিন্তু একাদশীর মল কৰ্ম্মযোগ্য তাহাতে উপবাসাদি হয়। এইরূপ প্রমাণ আছে।

ভবিষ্যে—

একাদশী কলাপ্যেকা পরতো নচ বর্দ্ধতে ।

গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিঃ সৈবোপোয়া সদা তিথিঃ ॥

পরত ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নচ বর্দ্ধতে ।

এককলা অর্থাৎ অল্প একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে বর্দ্ধিত না হইলে পুত্রবান্ গৃহিগণ সেই তিথিতেই উপবাস করিবে ।

পরশরঃ ।

ত্রিসন্ধ্য ব্যাপিনী বাতু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ ।

ন তত্র যুগ্মাদরণ মন্ত্রত্র হরিবাসরাৎ ॥

টীকা সরলা । হরিবাসরাৎ একাদশী অন্তত্র ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী বা তিথিঃ সৈব পূজা আদরণীয়া, তত্র ত্রিসন্ধ্যব্যাপিত্বাৎ তিথৌ যুগ্মাদরণং নাস্তি, কিন্তু হরিবাসরে যুগ্মাদরণ মন্তি ইতিভাবঃ ।

হরিবাসর ভিন্ন ত্রিসন্ধ্য-ব্যাপিনী সমস্ত তিথিই আদরণীয় । ত্রিসন্ধ্য-ব্যাপিনী-তিথিতে যুগ্মাদর নাই, কিন্তু একাদশীতে যুগ্মাদর আছে । যুগ্ম বলিয়াও অল্প একাদশী গ্রাহ্য ।

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্য সর্বত্রৈকাদশী তিথিঃ ।

দ্বাদশীযুক্ত একাদশী সর্বত্র স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, সকলেরই গ্রাহ্য ।

যষ্টি দণ্ডাশ্রিকা-একাদশীর মল পরদিনে গেলে যষ্টিদণ্ডাশ্রিকা অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী অগ্রাহ্য । মল দ্বাদশীদিনে না গেলে যষ্টিদণ্ডাশ্রিকা অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী গ্রাহ্য ।

গারুড়ে ।

আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্যযষ্টি নাড়িকা ।

সঙ্কীর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ ॥

যষ্টি নাড়িকাঃ যস্তাংসা ।

সূর্যোদয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে একাদশী যষ্টিদণ্ড ৬০ হইবে, তাহার নাম সঙ্কীর্ণ । ধর্ম্মফলেপ্সু ব্যক্তিগণ তাহা ত্যাগ করিবেন ।

সায় ব্যবস্থা । একাদশী অরুণোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত যষ্টিদণ্ডমাত্র থাকিলে অর্থাৎ অপর সূর্যোদয়বেধ না করিলে এক প্রকার ।

দ্বাদশীমিশ্র একাদশী অন্তপ্রকার। একাদশী ক্ষয়ে কেবল দ্বাদশী অপর প্রকার।  
এই ত্রিবিধ একাদশী স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব মতে সমান।

স্মার্ত্ত মতে।

অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টিদণ্ডকালমাত্র থাকিলে অথবা  
ষষ্টিদণ্ড হইতে কম থাকিলে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধায় উপবাস হইবে।

অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ড ৬০ হইয়া মল পরদিনে (দ্বাদশী দিনে)  
গেলে দ্বাদশী মিশ্র একাদশীতে উপবাস হইবে। অরুণোদয় বিদ্ধায় হইবে না।

বৈষ্ণব মতে।

সূর্যোদয়বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে প্রবেশ করিলে দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে,  
একাদশীক্ষয়ে দ্বাদশীতে, অরুণোদয়ে দশমী প্রবেশ করিলে অর্থাৎ ৫৬ দণ্ডের  
অধিক দশমী হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

১ বৈশাখ দশমী ৫৬।২ পল। ২ বৈশাখ একাদশী ৫৮।৫০ পল। ৩ বৈশাখ  
দ্বাদশী ৫৮।৮ পল।

১ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৬।১ পল। ২ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৬০ দণ্ড। ৩ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী  
৫৮।৫২ পল।

উভয় দিনে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধাতে উপবাস।

অরুণোদয়বিদ্ধা বলিয়া বৈষ্ণবের দ্বাদশীতে উপবাস।

১৫ই আষাঢ় দশমী ৫৬।১ পল। ১৬ আষাঢ় একাদশী ৬০ দণ্ড ০ পল।

১৭ আষাঢ় একাদশী ৫১।৫২ পল।

• ১৭ আষাঢ় অবৈষ্ণবের দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে উপবাস। অরুণোদয়বিদ্ধা  
বলিয়া বৈষ্ণবেরও ১৭ আষাঢ় দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে উপবাস। ইহা  
উন্মীলনী হইবেনা।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ড হইয়া প্রায়ই দ্বাদশী দিনে নির্গত  
হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব মতে। অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী হইলে একাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী ও  
শ্রবণাদ্বাদশী হইবে না। দ্বাদশীমিশ্র একাদশী, বা শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।  
অভিদেশ বলেই একাদশীমিশ্র দ্বাদশী ও কেবল-দ্বাদশী একাদশী হয়, কেবল-  
দ্বাদশী যেমন একাদশী, সেইরূপ বৈষ্ণব মতেও অষ্ট মহাদ্বাদশী এবং শ্রবণাদ্বাদশীও  
একাদশী। বৈষ্ণবোপবাসব্রতমীমাংসা। ৩৮।৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একাদশ্যাং নিরাহার-ত্রতেনানেন কেশব !

প্রসীদ ! সুসুখ ! নাথ ! মুক্তিদৃষ্টি-প্রদো ভব ॥ ✓

অতিদেশ বলেই এই পারণ মন্ত্রটি একাদশীর ত্রায় দ্বাদশী মিশ্র একাদশী, একাদশীকরে শুদ্ধাদ্বাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী, এবং শ্রবণাদ্বাদশীর পারণে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

একাদশীর পারণ অল্প দ্বাদশীতেও হয়, দ্বাদশীর অভাবে ত্রয়োদশীতেও হয় ।

বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ বলা হইয়াছে, পূর্ণা একাদশী ত্যাগ বলা যাইতেছে ।

স্মার্ত মত

প্রচেতাঃ—

পূর্ণাপোকাদশী ত্যাজ্যা বর্জ্যে দ্বিতয়ং যদি ।

দ্বাদশ্যাং পারণাংলাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে ॥

দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশীচ । বর্জ্যে পরদিন গামিনীতি তিথিতত্ত্বং ।

টীকা সরলা । ন কেবলং বিদ্ধা ত্যাজ্যা, অপিতু যদি দ্বিতয়ং বর্জ্যে একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গচ্ছতি, তদা পূর্ণাপি ত্যাজ্যা । দ্বাদশ্যাং পারণায়া অলাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে গ্রাহ্য । এব শব্দঃ খণ্ডাং ব্যাবর্তয়তি ।

কেবল যে দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাজ্যা, তাহা নহে । অপিতু যদি দ্বিতয় বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, তাহা হইলে পূর্ণা অর্থাৎ অকণোদয়বেধরহিত একাদশীও ত্যাজ্য খণ্ডাগ্রাহ্য । দ্বাদশীতে পারণ লাভ না হইলে পূর্ণাই গ্রাহ্য, খণ্ডা ত্যাজ্য । দ্বাদশীতে পারণ লাভ হইলে খণ্ডা একাদশী গ্রাহ্য, পূর্ণা ত্যাজ্য ।

সম্পূর্ণা একাদশী ষষ্টি দণ্ড হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রিংশা মহাদ্বাদশী হয় । ত্রিংশা মহাদ্বাদশী হইলেই দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা থাকে না, তখন পূর্ণাই উপোস্ত । খণ্ডা ত্রিংশা মহাদ্বাদশী উপোস্ত নহে ।

বৈষ্ণব মতে—

পূর্ণা একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে প্রবেশ করিলে বা না করিলে উন্নীলনী হয় ।

পূর্ণা একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। পূর্ণা ত্যাগ করিয়া উল্লীলনীও ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ব্রাহ্মবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে একাদশী নির্ণয়ো নাম চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

## সংক্ষিপ্তঃ অধ্যায়ঃ

অথ অষ্ট মহা দ্বাদশী

অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশী ত্যাগ বিচার

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিতরূপে অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশী ত্যাগ বিচার লিখিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্তে—

দ্বাদশো হষ্টৌ সমাখ্যাতা য়াঃ পুরাণে বিচক্ষণৈঃ।

তাসাং মেকাপিচ হতা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥

পুরাণে মহাবিগ্ণ কর্তৃক যে আটটি মহাদ্বাদশী কথিত হইয়াছে, তাহার একটাও হত অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা অল্পপ্তিত না হইলে পূর্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট করে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে পদ্মপুরাণে চ ঙ্গবহুব্রজৌ।

ন করিস্বস্তি যে লোকে দ্বাদশো হষ্টৌ মমাজ্জয়া।

তেষাং যমপুরে রাসৌ যাবদাহতসংগ্রবং ॥

আহত সংগ্রবং মদ্রা-প্রলয় কালপর্যন্তং।



এই সংসারে বাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশীতে উপবাস না করিবে, আমার আজ্ঞায় তাহারা মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত যমপুরীতে বাস করিবে। ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন।

এই বচন দুইটি দ্বারা অষ্ট মহা দ্বাদশীর নিত্যতা লাভ হইয়াছে।

নৃসিংহ পরিচর্য্যায়াং।

অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ।

অধুনা শুদ্ধামপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশা মেবোপবাসেদিতি।  
তদপবাদেনাষ্টৌ মহাদ্বাদশাঃ প্রস্তুয়ন্তে।

প্রথমতঃ অরুণোদয়-বিদ্ধা-একাদশী পরিত্যাগ পুরঃসর শুদ্ধা একাদশীর কর্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা কোন শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধানান্তরসারে অষ্ট মহা দ্বাদশীর প্রস্তাব করা হইতেছে।

নৃসিংহ পরিচর্য্যাকারের এতাদৃশ উক্তি অনুসারে অষ্ট মহা দ্বাদশী যে একাদশীরই পরিণতি-বিশেষ অর্থাৎ বৈধ একাদশী তাহাই উপলব্ধ হইতেছে।

আর হেমাঙ্গি পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে একাদশী নির্ণয় প্রকরণে একাদশীর ভেদ-বিশেষ-রূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি মহাদ্বাদশী আলোচিত হইয়াছে।

যথা :—

অথ উন্মীলনাত্মক ভেদ নিরূপণং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশোনকসংবাদে

একাদশী ব্রতং সৰ্ব্ব ব্রতানাং শ্রেয়ং স্মৃতং।

“ইতু্যপক্রম্য একাদশী মহাত্ম্য বর্ণনানন্তরং অষ্ট মহা দ্বাদশীঃ বিবৃণোতি।”

বিশেষ স্তত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বাদশীষু দ্বিজোত্তম !

ভবন্ত্যষ্টৌ পরিধ্যাতা স্তাঃ শৃণুয বথোদিতাঃ ॥ ( ১ )

উন্মীলনী বঞ্জলীচ ত্রিশ্রুশা পক্ষবর্দ্ধনৌ।

জয়াচ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥

দ্বাদশ্যো হষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সৰ্ব্বপাপহরা দ্বিজ !

তিথিব্যোগেন জায়ন্তে চতস্র শ্চাপরা স্তথা ॥

( ১ ) টীকা সরলা। বিশেষ স্তত্রোক্তি। স্তত্র একাদশীব্রতে দ্বাদশীষু যো বিশেষঃ প্রশস্ততা স মৎসকাশাং বিস্তারণ জেরঃ।

নক্ষত্রযোগাৎ প্রবলং পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ।  
 একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্ধিতে পুনরেব সা ।  
 দ্বাদশী চ ন বর্ধিত কথিতোন্নীলনীতি সা ॥  
 দ্বাদশোব বিবর্ধিত নট্টৈবেকাদশী যদা ॥  
 বজ্রলীতু ভৃগু শ্রেষ্ঠ ! কথিতা পাপনাশিনী ॥  
 অরুণোদয়ে আত্মা শ্রাদ্ধাদশী সকলং দিনং ।  
 অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতঃ ত্রিংশা সা হরেঃপ্রিয়া ॥ ( ১ )  
 কুহু রাকে যদা বৃদ্ধিং প্রজ্ঞাতে পক্ষবর্দ্ধনী । ( ২ )  
 বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥  
 পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাভ্য-রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ ।  
 উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশো হস্তৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ( ৩ )

এব মুন্মীলিতাচষ্টৈকাদশী মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ নিরূপ্যোপসংহৃতং ।

এবং সমস্ত বরধর্মগুণাশ্রিতং বৈ,  
 চৈকাদশীব্রত মিদং কিম হেতুযুক্তং ।

( ১ ) টীকা সরলা—অরুণোদয়ে ইতি । অরুণোদয়ে হর্ষোদয়ে আত্মা একাদশী অন্তেপ্রাতঃ অপরাহ্নোদয়ে ত্রয়োদশী । দ্বাদশীকয়ে ইত্যর্থঃ ।

( ২ ) টীকা সরলা—কুহুরাকে ইতি । কুহুরাকে অমাবস্তা পূর্ণিমে । উন্নীলনীতঃ বজ্রল্যাং ত্রিংশায়াং পক্ষবর্দ্ধিতাক সম্পূর্ণা পদন্তু অধিকারঃ ।

• ( ৩ ) বিহারেতি সাক্ষিং । পুষ্যাভ্যং পুনর্ব্বহনক্ষত্রং ।

“পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাভ্য-রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ ।”

ইত্যত্র “তু” শব্দঃ পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চায়ার্থে বর্ত্ততে ; অতঃ পূর্ব্বোণাঘরঃ । “তাঃ” ইতি পদন্তু পরোণাঘরঃ, তত্র তান্ন অষ্টম দ্বাদশীৎ একাদশীং বিহার্য তাত্ত্বা উন্নীলনীং বজ্রল্যাং ত্রিংশাং পক্ষবর্দ্ধনীক দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ । তথা, পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাভ্য-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশী স্তু অপি সমুপোষয়েৎ । ইতি পূর্ব্বোণাঘরঃ । তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা স্তবস্তি । “তাঃ” ইত্যন্ত পরোণাঘরং ।

• পুষ্যা-শ্রবণ-পুনর্ব্বহ-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশ্যঃ বর্ধাক্রমেণ পুষ্যা যোগে পাপনাশিনী, শ্রবণা যোগে বিজয়া, পুনর্ব্বহ যোগে জয়া, রোহিণী যোগে জয়ন্তী হুত্যাভ্যা জ্ঞেয়াঃ ।

শাক্তাধিতং হরিনতন্তু হরিপ্রিয়ং বঃ,

শুদ্ধং পুনঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিং ॥ ( ক )

ইত্যঙ্গীলস্তাণ্ডে নিরূপণং ।

হেমাঙ্গিতে, একাদশী ব্রতের উল্লেখানন্তর উঙ্গীলনী প্রভৃতিকে একাদশীরই অষ্ট বিধ ভেদরূপে নিরূপিত করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স্মৃত শৌনক সংবাদে ।

স্মৃত শৌনককে বলিতেছেন—

“একাদশী ব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”

এই উপক্রম করিয়া একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনানন্তর অষ্ট মহাবাদশী বিবৃত হইতেছে ।

হে দ্বিজোত্তম! এই একাদশী ব্রতে দ্বাদশী তিথিতে যে বিশেষ অর্থাৎ প্রশস্ততা তাহা বিস্তারিতরূপে আমার নিকট জানিতে পারিবে ।

মাহাত্ম্যাবতী আটটি দ্বাদশী প্রসিদ্ধ আছে, আমি তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ।

উঙ্গীলনী, বঙ্কলী, ত্রিম্পূশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী ; এই আটটি দ্বাদশী মহাপুণ্য উৎপাদন করে এবং বাবতীয় পাপ বিনষ্ট করে ।

তন্মধ্যে চারিটি তিথিযোগে সজ্জটিত হয়, অপর চারিটি নক্ষত্র যোগে প্রবল পাপ প্রশমন করে ।

উঙ্গীলস্তাদির লক্ষণ বলা যাইতেছে ।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শশূন্য সম্পূর্ণা একাদশী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী বুদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে তাহা উঙ্গীলনী নামে কথিত হয় ।

[ ক ] টীকা সরলা—এব মিত্তি । যঃ হরিনতঃ হরিভক্তঃ এবং একাদশী-দ্বাদশী-বৃদ্ধাদিরূপং হেতুবৃত্তং হরিপ্রিয়ং শাক্তাধিতং শাক্তসম্মতং সমস্ত-ব্রত-ধর্ম গুণাধিতং সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মানাং সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণানাঞ্চ আশ্রয়ঃ শুদ্ধং ইদং অষ্ট মহাবাদশীরূপং একাদশী ব্রতং পুনঃ বারং বারং প্রকুরুতে স মুক্তিং লভতে । ইতি ।

“হরিনতঃ” ইতি পদেন বৈষ্ণবানাং মেব অষ্ট মহাবাদশী ব্রত কর্তব্যম্ বৃদ্ধ্যভ্যে, একাদশী নিত্যভ্যে-নাপি অষ্ট মহাবাদশীনাং নিত্যম্ স্মৃতম্ সিদ্ধম্ । ইতি ।

সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা বঙ্গলী নামে অভিহিত হয় ।

অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড ( ৬০ ) হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে বঙ্গলী হইবে ।

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া অর্থাৎ বাইট ৬০ হইয়া দ্বাদশী দিনে সূর্যোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশী অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ দ্বাদশী ক্ষয়ে ত্রিস্পৃশা হয়, সেই ত্রিস্পৃশা হরির অতি প্রিয়তমা ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে অর্থাৎ বাইট ৬০ হইয়া প্রতিপদিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হয় ।

অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে তারপর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলেই পক্ষবর্দ্ধনী হয় ।

সেই অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া উম্মীলনী, বঙ্গলী ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনীতে উপবাস করিবে । আর পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু ও রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী হইলেও একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু ও রোহিণী সংযুতা দ্বাদশীকে যথাক্রমে পাপনাশিনী, বিজয়া, জয়া ও জয়ন্তী বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ পুষ্যা যোগে পাপনাশিনী, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুনর্বসু যোগে জয়া, রোহিণী যোগে জয়ন্তী হয় । সেই আটটি দ্বাদশী পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতা হইলে সমফলা হয় ।

নিত্যতা বিষয়ে এবং একাদশী ত্যাগ বিষয়ে সমফলা জানিবেন ।

- • উপরোক্ত বচন সমূহে প্রথমতঃ উম্মীলনী প্রভৃতি আটটি দ্বাদশী নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—

“দ্বাদশ্যো হষ্টৌ মহাপুণ্যা সর্ব পাপ হরা দ্বিজঃ !”

এবং শেষেও বলা হইয়াছে :—

“উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ।”

সুতরাং

“বিহার্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।”

এই বাক্যে অষ্ট মহাদ্বাদশীতেই অধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ।

“পুষ্পাশ্রবণ পুষ্পাশ্র রোহিণী সংযুতা স্ত তাতাঃ ।”

এইস্থলে “তু” শব্দের অর্থ পূর্ব ব্যাবর্তক সমুচ্চয়। “তু” শব্দ পূর্বকে ব্যাবর্ত্তি করিতেছে ; পুষ্পোত্যাশ্রবণ পুষ্পের সহিত অশ্রবণ হইতে বাধা দিতেছে। ইহার অশ্রবণ অর্থ্যৎ সম্বন্ধ পূর্বের সহিতই হইবে। যথা:—

“বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।”

তত্র তাস্মৈ অষ্ট-মহাদ্বাদশীষু একাদশীং বিহার্য ত্যক্তা উদ্যোজনীং বঙ্গলীং ত্রিশ্রুশ্রবণ পক্ষবর্জনীক দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ । তথা পুষ্পাশ্রবণ-পুষ্পাশ্র-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশী স্ত অপি সমুপোষয়েৎ ।

“তু” শব্দ বাধক হওয়ার এইরূপ পূর্বের সহিত অধিত হইল।

“পুষ্পাশ্রবণ-পুষ্পাশ্র-রোহিণী সংযুতা স্ত”

ইহা “বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ” এই বাক্যের “সমুপোষয়েৎ” এই ক্রিয়ার কর্মস্বরূপে অধিত হইল।

“তু” শব্দ বাধক হওয়ার “সংযুতা স্ত তাতাঃ” এই স্থলে “তাতাঃ” পদের পরের সহিত অশ্রবণ, পূর্বের সহিত নহে।

“উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ।”

“তাতাঃ” পদের ইহার সহিত অশ্রবণ হইল।

তাতাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি ।

“পুষ্পাশ্রবণ-পুষ্পাশ্র-রোহিণী-সংযুতা স্ত তাতাঃ ।”

এই পূর্ববাক্যের সহিত—

“উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ।”

এই পর বাক্যের অশ্রবণ করিলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

পুষ্পাশ্রবণ পুষ্পাশ্র রোহিণী সংযুতা স্ত দ্বাদশ্য চতস্রঃ তাতাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি । চতস্রঃ অষ্টৌ কথং মিত্তি বিরোধঃ অর্থাসঙ্গতিশ্চ ।

অর্থ । পুষ্পাশ্রবণ পুনর্কস্মৈ ও রোহিণী যুক্ত চারিটি দ্বাদশী, সেই আটটি দ্বাদশী উপোষিতা হইলে সমফলা হয়। চারিটি সেই আটটি কিরূপে হয় ? এই বিরোধ ও অর্থের অসঙ্গতি । “তু” শব্দের পাদপূরণ ভিন্ন অস্ত অর্থ হয় না।

“উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ।”

এই বাক্যে “অষ্টৌ” পদের উপাদান থাকায়, “পুষ্পাশ্রবণ পুষ্পাশ্র” ইত্যাদি

পূর্ব বাক্যের সহিত “উপোষিতাঃ সমফলাঃ” ইত্যাদি পর বাক্যের বিরোধ ও অর্থের অসঙ্গতি হইতেছে ।

সুতরাং “পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাভ্য” ইত্যাদি বাক্যের সহিত “উপোষিতাঃ সমফলাঃ” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইতেই পারে না । অতএব “পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাভ্য” ইত্যাদি বাক্যকে “বিহারৈকাদশীং তত্র” ইত্যাদি বাক্যের “সমুপোষয়েৎ” এই ক্রিয়ার কর্ম্ম স্বরূপে অর্থ করিতে হইবেই হইবে ।

যথা—তত্র তাম্ অষ্ট মহাদ্বাদশীষু একাদশীঃ বিহার্য ত্যক্ত্বা উন্নীলনীং বজ্রলীং ত্রিংশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ । তথা পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাভ্য রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী স্ত দ্বাদশী রপি সমুপোষয়েৎ ইতি ।

“সমফলাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা সর্ববিষয়ে অর্থাৎ নিত্যতা এবং একাদশী ত্যাগ, এই উভয় বিষয়েই “সমফলা” বুঝিতে হইবে ।

ব্রহ্মবৈবর্তের বচন সমূহ পর্যালোচনা দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে একাদশী ত্যাগ, ইহা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে ।

“সমফলা ইতি । সর্বাসাং নিত্যত্বাদিত্যি দিগদর্শনী ।”

সমস্তের নিত্যতা আছে অর্থাৎ অষ্ট মহাদ্বাদশী নিত্য । নিত্য হইলেই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা যায় ।

উপর্যুপরি দুইটা নিত্যব্রত করা যায় না, কারণ “পারণাস্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং” ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্মোত্তরীয় বচন দ্বারা উপর্যুপরি দুইটা নিত্য উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

হেমাদ্রি, ব্রহ্মবৈবর্তের প্রমাণ উল্লেখ পূর্বক অষ্ট মহাদ্বাদশীকে একাদশীর ভ্রান্তভূক্তরূপে প্রমাণিত করিয়া পরে আবার যে প্রকারে ব্রহ্মবৈবর্তের প্রমাণ দ্বারা একাদশী প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

“এইরূপে উন্নীলনী প্রভৃতি আটটি একাদশীর মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে নিরূপণ করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে ।” যথা :—

“একাদশী বা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রভৃতি উপবাসের উপযুক্ত হেতু-সম্বন্ধিত শাস্ত্রযুক্ত এই অষ্ট মহাদ্বাদশী নামক একাদশী ব্রত সমুদয় উৎকৃষ্ট ধর্মের ও যাবতীয় প্রশস্ত গুণের আশ্রয়, যে হরিভক্ত এই বিশুদ্ধ ব্রতের প্রকৃষ্টরূপে বার বার অল্পভান করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

এইরূপে “উন্নীলনী প্রভৃতি আটটি ব্রত নিরূপিত হইল ।” নিবন্ধকার-হেমাদ্রি এইরূপে একাদশী ব্রত নির্ণয়ের উপসংহার করিয়াছেন ।

“একাদশী ব্রতং সৰ্বং ব্রতানাং প্রবরং নৃত্যং ।”

এই উপক্রম করিয়া একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনানন্তর একাদশীর অষ্টবিধ ভেদ যে, অষ্ট মহাদ্বাদশী তাহা বলা হইয়াছে ।

“বিশেষ স্তত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বাদশীষু দ্বিজোত্তম !

ভবম্ভ্যষ্টৌ পরিখ্যাতা স্তাঃ শৃণুয যথোদিতাঃ ॥” ইত্যাদি ।

উদ্বীলিতাদি অষ্টেকাদশী মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিবার পর উপসংহার করা হইয়াছে । বধা :—

“এবং সমস্ত বর ধর্ম গুণাশ্রিতঃ বৈ,

চৈকাদশী ব্রতমিদং কিল হেতুবৃজং ।” ইত্যাদি ।

উপক্রম উপসংহার পর্যালোচনা করিলে অষ্ট মহাদ্বাদশী যে, একাদশীরই ভেদ এবং তাহা যে একাদশী ব্রতই বটে, তাহাতে সন্দেহের কারণ রহিল না । একাদশীর নিত্যতায়ও অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা স্মরণ্যং সিদ্ধ হইল ।

“বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥

এই বাক্য দ্বারা একাদশী ত্যাগ করিয়া উদ্বীলিতাদি অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে, উপবাস হইবে, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল । উপর্যুপরি দুইটি নিত্যব্রত করা বিষ্ণু ধর্মোত্তরীয় বচন দ্বারা প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে ।

“এবং সমস্ত” ইত্যাদি বচনে “হরিনতঃ” এই পদ দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশী যে বৈষ্ণবের পক্ষেই বিহিত, তাহা বোধ হইতেছে । স্মার্তেরা এই সকলকে কাম্য ব্রত বলেন ।

“একাদশী সুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ”

ইত্যাদি ভবিষ্যন্তর বচন দ্বারা দুই উপবাসের ব্যবস্থা করেন ।

আর একটা কথা,—

একাদশী ক্ষয়ে দ্বাদশীতে যে উপবাসের বিধান, তাহাতে যেমন একাদশীর অতিদেশ; সেইরূপ অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে উপবাসের বিধান, তাহাতেও একাদশীর অতিদেশ । আর কাম্য দ্বাদশীতে যে, উপবাসের বিধান তাহাতেও কাম্য একাদশীর অতিদেশ । এই নিমিত্ত “একাদশ্যাং নিরাহার” ইত্যাদি পারদর্শন্যে পারণ করা হয় ।

আর যাহারা শ্রবণ দ্বাদশীকে নিত্য বলেন, তাহাদের মতে দ্বাদশীতে নিত্য একাদশীর অতিদেশ । আর যাহারা শ্রবণ দ্বাদশীকে কাম্য বলেন, তাহাদের

মতে কামা একাদশীর অতিদেশ । এই নিমিত্ত “একাদশ্যাং নিরাহার” ইত্যাদি মন্ত্রে পারণ হয় । ইতি ।

## সম্পূর্ণা ত্যাগ ব্যবস্থা

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণেকাদশী তিথিঃ ।

অগ্রতো বুদ্ধিগামিত্যাং পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১২ বি ৪৮

### দিগদর্শনী টীকা

এব মনেক দোষ হেতুত্বা দ্বিকোপবাসঃ পরিত্যাজিতঃ অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি । দশমীবধেন বিহীনা, সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেবপ্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । সাপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্য । পরিত্যক্তা কুত শুভ্র হেতুঃ অগ্রত ইতি ।

কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশীদিনে কদাচিৎ পঞ্চাস্ত তিথেষ্চ প্রতিপদিনে বুদ্ধিগামিত্যাং ।

বুদ্ধিগামিত্যাবেনচ একাদশ্যাং সম্পূর্ণায়াং সত্যং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যং পঞ্চাস্ত্যাপি বুদ্ধ্যভাবেচ সতি সম্পূর্ণায়া মেবাদশ্যা যোপবাসঃ । দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্য লক্ষণ হরিবাসর ত্যাগেন পারণ মিতি ব্যবস্থা ।

অনেক দোষের কারণ বলিয়া বিদ্ধা উপবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধা উপবাসও পরিত্যক্ত হইতেছে । \* এই আভাসেই বলা বাইতেছে, অথেতি । অরুণোদয় বেধের পর ; দশমী বেধ বিহীন, সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয়া বধি প্রবৃত্তা । সেই সম্পূর্ণা একাদশীও পরিত্যাজ্য । এইস্থলে “অপি” শব্দের বিদ্ধার সহিত অঘর, কেবল যে বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, সম্পূর্ণাও ত্যাজ্য । ফলিতার্থ । অরুণোদয় বিদ্ধার জ্ঞায় অরুণোদয় বেধবিহীন সম্পূর্ণা একাদশীও পরিত্যাজ্য । পরিত্যক্ত কেন ? তাহার কারণ অগ্রত ইত্যাদি । কদাচিৎ একাদশীর দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশীর ত্রয়োদশীদিনে কদাচিৎ পঞ্চাস্ত তিথি অমাবস্তা ও পূর্ণিমা প্রাপ্তিপৎ দিনে বুদ্ধি হইলেই সম্পূর্ণা একাদশী বৈষ্ণবের পরিত্যাজ্যই । বৈষ্ণবগণ অবশ্য তাহা ত্যাগ করিবেন ।

\* স্থলে “সম্পূর্ণা” শব্দের প্রয়োগ থাকায় টীকার শুদ্ধা অর্থ এইস্থলে সম্পূর্ণা ।

কেবল যে বিদ্ধা পরিত্যাজ্য তাহা নহে, শুদ্ধাও পরিত্যাজ্য ।



বুদ্ধি গামিষের অভাবে একাদশী সম্পূর্ণ হইলে তথা দ্বাদশীও সম্পূর্ণ হইলে পক্ষান্ত তিথি অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্জিত না হইলে সম্পূর্ণ একাদশীতেই উপবাস হইবে।

হরিবাসর ত্যাগে দ্বাদশীতে পারণ হইবে। এই সকল যোগ বহুকাল পরে হয় বলিয়া কদাচিৎ, বলা হইয়াছে। “বৈষ্ণবৈঃ” এই পদের উপাদান থাকায় অষ্টম্যবের সম্পূর্ণ একাদশী পরিত্যাজ্য নহে।

টীকা সরলা—অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচারে একাদশী অর্দ্ধরাত্র বেধঃ নিরস্ত অরুণোদয়বেধঃ স্থাপিতঃ। তদরুণোদয় বিদ্যাত্যাগঃ প্রদর্শ্য সম্পূর্ণ ত্যাগঃ দর্শয়িতুং ব্যবস্থাঃ লিখতি অথেন্তি। অথ অরুণোদয় বেদানন্তরং বেধবিহীনাপি অরুণোদয় বেধরহিতাপি। অত্র “অপি” শব্দস্ত অরুণোদয়-বিজ্ঞয়া অশ্বয়ঃ। ন কেবলং অরুণোদয় বিদ্যা ত্যাজ্যা, অপিতু অরুণোদয়বেধ রহিতাপি ত্যাজ্যা।

অরুণোদয়বেধরহিতা বিবিধা, সম্পূর্ণা খণ্ডাচ।

অত্র বেধবিহীনা সম্পূর্ণাপি একাদশী তিথিঃ পরিত্যাজ্যা, নতুখণ্ডা।

টীকাচ দ্বিগদর্শনী। সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেবপ্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। সাপি একাদশী পরিত্যাজ্যা। ইত্যেবা। সাপি সম্পূর্ণাপি।

অত্রাপি “অপি” শব্দস্ত অরুণোদয়-বিজ্ঞয়া সহ অশ্বয়ঃ। ন কেবলং অরুণোদয় বিদ্যা ত্যাজ্যা অপিতু সম্পূর্ণাপি ত্যাজ্যা, নতুখণ্ডা সম্পূর্ণপদ প্রয়োগাৎ। অত্রথা “বেধবিহীনা” ইত্যনেনৈব সম্পূর্ণায়া খণ্ডায়াশ্চ প্রাপ্তিঃ, সম্পূর্ণপদস্ত বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। “বেধবিহীনা” ইত্যুক্তে খণ্ডায়া মতিব্যাপ্তি স্তধারণায় সম্পূর্ণেতি।

নচবক্তব্যঃ “সম্পূর্ণা” ইত্যনেনৈবেষ্ট-সিদ্ধিঃ “বেধবিহীনা” ইত্যনেন কিমিতি ? পরবিশেষণেন পূর্ববিশেষণং খণ্ডয়িতু মশক্যত্বাৎ। \*

নিরুদ্যুতার্থ। অগ্রভো বুদ্ধিগামিত্বাৎ কদাচিৎ একাদশী দ্বাদশী দিনে কদাচিৎ দ্বাদশাশ্চ ত্রয়োদশী দিনে কদাচিৎ পক্ষান্ত-তিথেষ্ট প্রতিপদ দিনে বুদ্ধিগামিত্বা দ্বৈতোঃ বিদ্যাবৎ বেধবিহীনা সম্পূর্ণাপি একাদশী তিথিঃ পরিত্যাজ্যা নতুখণ্ডা বৈষ্ণবৈঃ।

কদাচিদ্ভিত্যনেন উল্লীলম্বাদি যোগো বহুকালানন্তরং ভবতীতি জ্ঞাতব্যঃ।

বুদ্ধিগামিত্বা ভাবেন চ একাদশ্যাং সম্পূর্ণায়াং সত্যাং তথা দ্বাদশ্যা মপি

\* দৃষ্টান্তঃ। সদৃশং ত্রিধু লিঙ্গেধু সর্কাস্ত্রচ বিভক্তিত্বু।

বচনেধু চ সর্কেনু যন্ত্যোতি তদ্ব্যবহারঃ।

সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তত্ৰাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়া মেকাদশা মেবোপবাসঃ ।

বুদ্ধি গামিহেন সম্পূর্ণ ত্যাজ্য, বুদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ সম্পূর্ণ উপোষ্য । ইত্যাদিনা সম্পূর্ণায়াঃ একাদশাঃ পরতো দ্বাদশা বর্দ্ধিতত্বে সতি তথা সম্পূর্ণা একাদশাঃ পরতঃ পক্ষান্ততিথেষ্ট বর্দ্ধিতত্বে সতি সম্পূর্ণ একাদশী পরিত্যাজ্য দ্বাদশী উপোষ্য । ইত্যাতাং ।

কিন্তু খণ্ডেকাদশাঃ পরতো দ্বাদশা বর্দ্ধিতত্বে সতি তথা খণ্ডেকাদশাঃ পরতঃ পক্ষান্ত-তিথেষ্ট বর্দ্ধিতত্বেসতি খণ্ডেকাদশা মেবোপবাসঃ নতু দ্বাদশাং । পারগন্ত দ্বাদশামেব । দ্বাদশা আধিক্যে হরিবাসর ত্যাগে নেতি ব্যবস্থা ।

“বৈষবৈ” রিত্যুপাদান দবষবৈ: সম্পূর্ণোপোষ্য ।

“অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগ” ইতু্যপক্রম্য সম্পূর্ণ ত্যাগ প্রমাণানি প্রদর্শিতানি ।

অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচারে একাদশীর অর্দ্ধরাত্র বেধ নিরাস করিয়া অরুণোদয় বেধ স্থাপন করা হইয়াছে । সেই অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ প্রদর্শন পূর্বক সম্পূর্ণত্যাগ দেখাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থা লিখিতেছেন অধেতি ।

বেধবিহীনার অর্থ অরুণোদয় বেধরহিতা । “বেধবিহীনাপি” এই “অপি” শব্দের অরুণোদয় বিদ্ধার সহিত অধ্বয় । কেবল যে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, অপিচ অরুণোবেধ রহিতাও ত্যাজ্য ।

অরুণোদয়বেধ রহিত দুইপ্রকার সম্পূর্ণ ও খণ্ড । এইস্থলে বেধবিহীনা সম্পূর্ণ একাদশী তিথিই পরিত্যাজ্য, খণ্ড একাদশী পরিত্যাজ্য নহে । \*

দিগ্‌দর্শনী টীকায় “সম্পূর্ণা” পদের অর্থ অরুণোদয়াবধি প্রবৃত্ত । সাপি অর্থ সম্পূর্ণাপি ।

এইস্থলেও “অপি” শব্দের অরুণোদয় বিদ্ধার সহিত অধ্বয় । কেবল যে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্য, তাহা নহে, অপিচ সম্পূর্ণাও ত্যাজ্য, খণ্ড ত্যাজ্য নহে । তাহার কারণ সম্পূর্ণ পদের প্রয়োগ । এই কথা স্বীকার না করিলে “বেধবিহীনা” ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ এবং খণ্ডার প্রাপ্তি হয়, আর সম্পূর্ণপদের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় । অর্থাৎ “সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ ।” এই সম্পূর্ণপদ নিরর্থক হইয়া যায় । অতএব সম্পূর্ণাই ত্যাজ্য, খণ্ড ত্যাজ্য নহে ।

\* কেবল যে বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, বেধবিহীনা অর্থাৎ অবিদ্ধাও ত্যাজ্য । পূর্ণ ও খণ্ড উভয়ই অবিদ্ধা । এখানে সম্পূর্ণপদ খণ্ডকে ব্যাহতি করিয়াছে ।

“বেধবিহীনা” এইরূপ বলাতে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণ জন্ত “সম্পূর্ণা” বিশেষণ। সম্পূর্ণা পদ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি, বেধবিহীনা পদ দ্বারা প্রয়োজন কি? ইহা বলাও উচিত নহে, কারণ পর বিশেষণ দ্বারা পূর্ব বিশেষণ খণ্ডিত হয় না। ইহা শাস্ত্রের নিয়ম।

নির্গলিতার্থ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্ব অর্থাৎ কদাচিৎ একাদশীর দ্বাদশী দিনে, কদাচিৎ দ্বাদশীর ত্রয়োদশী দিনে, কদাচিৎ পঞ্চমাস্ত তিথি, অমাবস্তা এবং পূর্ণিমার প্রতিপৎ দিনে বৃদ্ধিগামিত্ব হেতু বিজ্ঞার জ্ঞায় বেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশী তিথিও পরিত্যাজ্য, খণ্ডা পরিত্যাজ্য নহে। বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণা একাদশী তিথি অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন।

বৃদ্ধি গামিত্বের অভাবে একাদশী সম্পূর্ণা হইলে সেইরূপ দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইলে সেইরূপ অমাবস্তা ও পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইলে সম্পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে।

বৃদ্ধি গামিত্ব হেতুক সম্পূর্ণা ত্যাজ্য, বৃদ্ধি গামিত্বের অভাব হেতুক সম্পূর্ণা উপোষ্য। ইহা দ্বারা সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইলে এবং সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্য, দ্বাদশী উপোষ্য। ইহা উপলব্ধি হইল।

কিন্তু খণ্ডেকাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইলে আর খণ্ডেকাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে খণ্ডেকাদশীতেই উপবাস হইবে। দ্বাদশীতে হইবে না। দ্বাদশীতে পারণ হইবে। দ্বাদশী অধিক হইলে হরিবাসর ত্যাগে পারণ।

“বৈষ্ণবৈঃ” এই উপাদান হেতুক অবৈষ্ণবের সম্পূর্ণা একাদশী উপোষ্য।

“অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ”

এই উপক্রম করিয়া সম্পূর্ণা ত্যাগের প্রমাণ সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণ

অষ্ট মহাদ্বাদশী

অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ।

টীকা সরলা। অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগাদনন্তরং অর্জরাজ বিদ্ধাঃ নিরস্ত সম্পূর্ণা ত্যাগং প্রদর্শয়ন্মাহ অথেন্তি। শুদ্ধা দ্বিবিধা পূর্ণা খণ্ডাচ। শুদ্ধা বিশেষস্ত সম্পূর্ণা এব তস্ত পরিত্যাগঃ, উন্নীলকামিনী জাতব্যঃ।

অন্নগোদয় বিকার পর অর্জরাজ বিদ্ধা নিরাস বা খণ্ডন করিয়া সম্পূর্ণ ত্যাগ প্রদর্শন করতঃ বলা যাইতেছে।—অথেতি ।

শুদ্ধা দুই প্রকার পূর্ণা ও খণ্ডা । শুদ্ধা বিশেষ সম্পূর্ণাই বটে, তার পরিত্যাগ । খণ্ডা কখনও পরিত্যক্ত হয় না । উন্মীলনাদিতে সম্পূর্ণ ত্যাগই প্রদর্শিত হইতেছে ।

### অষ্ট মহা দ্বাদশী তিথি ষটি ব্রতচতুষ্টয় উন্মীলনী

পাণ্ডে—

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্য সর্বত্রৈকাদশী তিথিঃ ।

দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিস্ততে যদিবা নবা ॥

কিঞ্চ—

সর্বত্রৈকাদশী কার্য্য দ্বাদশী মিশ্রিতা নরৈঃ ।

প্রাত উবতু বা মাংসা বতো নিত্য মুপোষণং ॥

নিত্য মুপোষণ মতি । উন্মীলনী ব্রতস্ত নিত্যাদিতি দ্বিপদশী । ১২ রি  
১৪০।১৪১ ।

“দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিস্ততে যদি বা নবা” ইত্যাদিনা “প্রাত উবতু বা মাংসা বতো নিত্য মুপোষণঃ ।” ইত্যাদিনা চ দ্বাদশ্যা অহোরাত্রস্ত সমস্ত অধিকক্ষণ জেয়ং ।

“দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিন প্রাতে থাকুক বা নাঞ্চি থাকুক, সর্বত্র দ্বাদশীবৃত্ত একাদশী গ্রাহ্য । মানবগণ তাহাই করিবে, যেহেতু উন্মীলনী ব্রত নিত্য । সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে গেলে দ্বাদশী অহোরাত্রব্যাপিনী হইলে বা অধিক হইলে উন্মীলনী হইবে । বচন দুইটা দ্বারা ইহা লাত হইল ।

ব্রহ্মবৈবর্তে । সম্পূর্ণ ত্যাগ প্রকরণে—

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্জ্যতে পুনয়েৎ সা ।

দ্বাদশী চ ন বর্জ্যতে কথিতোন্মীলনীতি সা ॥

ঐক্য ময়লা । বিদ্ধাত্যাগাৎপন্নস্ত সম্পূর্ণ ত্যাগঃ সর্বত্রৈকাদশীমতি ।  
“তু” শব্দঃ অবজ্ঞার্থে । বিদ্ধাত্যঃ অবজ্ঞা । ন কেবলং বিদ্ধা অপিতু সম্পূর্ণাণি

ত্যাগ্যা ইতি । সম্পূর্ণা অরুণোদয় মারভ্য পরদিনে হৃষ্যোদয়ঃ বাবধ্যাপ্তা ইত্যর্থঃ । সা একাদশী যদি পুনর্যেব পরদিনে এব বর্দ্ধতে দ্বাদশী দিন গামিনী ভবতি । দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে অহোরাত্র ব্যাপিনী সতী ত্রয়োদশী দিন গামিনী ন ভবতি । তদা সা উদ্রীলনী । দ্বাদশীক্রেমে ত্রিম্পূশা ন উদ্রীলনী । সম্পূর্ণা একাদশী পরদিনে ন বর্দ্ধতে চেতদা সম্পূর্ণোগোষ্ঠা । উদ্রীলনীতঃ সম্পূর্ণাপদস্ত বঞ্জুগী, ত্রিম্পূশা, পক্ষবর্দ্ধনীযু অধিকারো জ্ঞাতব্যঃ । “দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে” ইত্যাদিনা দ্বাদশ্যা অহোরাত্রস্ত সমত্বং লভ্যতে ।

বিদ্ধা ত্যাগের পর সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রদর্শিত হইতেছে।—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন হৃষ্যোদয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে একাদশী সম্পূর্ণা হয় । সেই একাদশী যদি দ্বাদশীদিনে গমন করে, আর দ্বাদশী যদি বর্দ্ধিত না হয় অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপিনী হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত না হয়, তবে তাহাকে উদ্রীলনী বলে, ইহা উপোক্ত । সম্পূর্ণা একাদশী পরদিনে নির্গত না হইলে সম্পূর্ণা উপোক্ত ।

উদ্রীলনী হইতে সম্পূর্ণা পদের বঞ্জুগী, ত্রিম্পূশা ও পক্ষবর্দ্ধনীতে অধিকার করা হইয়াছে । “দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে” ইত্যাদি বচন দ্বারা একাদশীযুক্ত দ্বাদশী, অহো-রাত্রের সমান হইলে উদ্রীলনী হইবে, কম হইলে ত্রিম্পূশা হইবে । অধিক হইলেও অত্র বচন বলে উদ্রীলনী হইবে । দশমী ৫৫।৫৭।৪৯ বিপলের পর একাদশীর প্রবৃত্তি হইলেও একাদশী সম্পূর্ণা হইবে, দশমী ৫৬ দণ্ড মাত্র হইলেও একাদশী সম্পূর্ণা হইবে । ছাপ্লান্ন ৫৬ দণ্ড হইতে এক বিপল বা এক অমুপল অধিক হইলেও একাদশী বিদ্ধা হইবে । দশমী ৫৬।৫।১ অমুপল অরুণোদয়ে প্রবেশ করিলে একাদশী বিদ্ধা হইবে ।

অরুণোদয় বিদ্ধা ষষ্টি ঘটিকাঅধিকা একাদশীর মল দ্বাদশীদিনে নির্গত হইবে; উদ্রীলনী হইবে না । অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে । সম্পূর্ণা একাদশীর মল দ্বাদশীদিনে নির্গত হইলেই উদ্রীলনী হইবে । তাহাতেই উদ্রীলনী ত্রতোপবাস পূজাদি হইবে ।

### ত্র্যম্বৈববর্তে—

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধতে নট্টেবৈকাদশী যদা ।

বঞ্জুগীত্ব ভৃঙশ্চেষ্ট ! কথিতা পাপনাশিনী ॥

টীকা সরলা । যদা সম্পূর্ণৈকাদশ্যাঃ পরতঃ দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধতে ত্রয়োদশী দিনগামিনী ভবতি, নট্টেবৈকাদশী বিবর্দ্ধতে দ্বাদশী দিনে ন নির্গতা অরুণোদয় এব

নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ । তদা সাবজুলা, সৈবোপোস্তা । যদি দ্বাদশী ন বর্জিতা তদা সম্পূর্ণেকাদশী উপোস্তা । খণ্ডেকাদশ্যাঃ পরতঃ দ্বাদশী বর্জিতা চেতদা খণ্ডেকাদশী উপোস্তা ।

“একাদশী তু সম্পূর্ণা” ইত্যাদি বচন হইতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার । যদি সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীই বর্জিত হয়, একাদশী বর্জিত না হয় অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হয় ; তবে তাহাকে বজুলা বলে । সেই উপোস্তা । দ্বাদশী বর্জিত না হইলে সম্পূর্ণা একাদশীই উপোস্তা । খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্জিত হইলে খণ্ডা একাদশীই উপোস্তা, দ্বাদশী উপোস্তা নহে । বজুলাতে উপবাস করিলে পাপ নষ্ট হয় ।

অরুণোদয় বিজ্ঞা একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড হইয়া ত্রয়োদশীদিনে নির্গত হইলে বজুলা হইবে না । অরুণোদয় বিজ্ঞা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে ।

উন্মীলনীর ব্যাবৃতি বজুলাও পক্ষবর্দ্ধনীতে এবং বজুলায় ব্যাবৃতি উন্মীলনীও পক্ষবর্দ্ধনীতে হয় । আর পক্ষবর্দ্ধনীর ব্যাবৃতি উন্মীলনীও বজুলাতে হয়, কারণ প্রদর্শিত হইতেছে,—

উপযুপরি দুইটা তিথি ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইতে পারে না । এক তিথি ষষ্টি ঘটিকা ( ৬০ ) হইলে পনের ( ১৫ ) দিন পর ভিন্ন তিথি ষষ্টি ঘটিকা হইবেই না । তিথি বৃদ্ধির জায় তিথি ক্ষয়ও পনের দিন পর ভিন্ন হইবে না ।

একাদশী ষষ্টি ঘটিকা হইলে দ্বাদশী ষষ্টি ঘটিকা হইতে পারে না, এই নিমিত্ত উন্মীলনীর লক্ষণে বলা হইয়াছে, “দ্বাদশী চ নবর্দ্ধিত” । অর্থ, একাদশীযুক্ত দ্বাদশীর অহোরাত্র ব্যাপিনী থাকে ।

দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড হইলে একাদশী ষষ্টি দণ্ড হইতে পারে না, এইজন্ত বজুলায় লক্ষণে বলা হইয়াছে ।

“নট্টৈবেকাদশী যদা” । অর্থ, একাদশীর অরুণোদয়ে নিবৃত্তি ।

একাদশীর বৃদ্ধি হইলে দ্বাদশী, অমাবস্তা বা পূর্ণিমার বৃদ্ধি হইবে না । দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে একাদশী, অমাবস্তা বা পূর্ণিমার বৃদ্ধি হইবে না । অমাবস্তা বা পূর্ণিমা বর্জিত হইলে একাদশী ও দ্বাদশী বর্জিত হইবে না । ইহা নিশ্চিত ।

## ত্রিস্পৃশা

## ত্রয়োদশী—

অরুণোদয়ে আত্মা শ্রী দ্বাদশী সকলং দিনং ।

অস্ত্রে ত্রয়োদশী প্রাতঃ ত্রিস্পৃশা সা হরঃপ্রিয়া ॥

আত্মা একাদশী । প্রাতঃ রুণোদয়ে ইতি দিগ্গম্ভনী । ১৩ বি ১০৮

“একাদশীতু সম্পূর্ণা” ইত্যাদি বচন হইতে “অরুণোদয় আত্মা শ্রী”দিত্যাদি বচনে “সম্পূর্ণাপদের অধিকার বা অমুত্তি করা হইয়াছে ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী দিনে একাদশী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী হইলে ত্রিস্পৃশা হয় । এই ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হইলে অরুণোদয়ে একাদশীতে দশমীর স্পর্শ থাকিবে না । অরুণোদয়ে দশমীস্পৃষ্ট একাদশী দ্বাদশী দিনে গেলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় হইয়া অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে ত্রিস্পৃশা একাদশী হইবে । ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীও ত্রিস্পৃশা একাদশীর এই প্রভেদ । ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে কৃষ্ণার্চনাদিই বিশেষ ফল ।

বৈষ্ণবমতে । ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হইলে পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া ত্রিস্পৃশা মহা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে ।

স্মার্তমতে । পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে, ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবেনা ; কারণ দ্বাদশীতে পারণের সম্ভব না থাকিলেই পূর্ণাত্যাজা, খণ্ডাগ্রাহ্য ।

ত্রিস্পৃশা মহা দ্বাদশী হইলে দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী ত্যাজ্য । পূর্ণাগ্রাহ্য ।

## পক্ষবর্দ্ধনী

## ত্রয়োদশী—

কুহুরাকে বদারুদ্ধিং প্রধাতে পক্ষবর্দ্ধনী । ১৩বি ১০৯

টীকা সরল্য । সম্পূর্ণেকাদশ্যাঃ পরতঃ কুহুরাকে অমাবস্তা পূর্ণিমে বৃদ্ধিং প্রধাতে প্রতিপদিনে নির্গতে সতি পক্ষবর্দ্ধনী ভবতি । সা উপোষ্যা । বৃদ্ধাত্যবেতু সম্পূর্ণা একাদশী উপোষ্যা । খণ্ডেকাদশ্যাঃ পরতঃ অমাবস্তা পূর্ণিমে বৃদ্ধিং প্রধাতে সতি খণ্ডেকাদশ্যু পোষ্যা ।

“একাদশীতু সম্পূর্ণা” ইত্যাদি বচন হইতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার করা হইয়াছে ।

সম্পূর্ণ একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্জিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্জনী হয়।

পক্ষবর্জনী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস হয়। অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্জিত না হইলে সম্পূর্ণ একাদশীই উপোষ্য। খণ্ডা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্জিত হইলে খণ্ডা একাদশীই উপোষ্য, দ্বাদশী উপোষ্য নহে। স্পষ্টভাবে বুঝান যাইতেছে। সম্পূর্ণ একাদশী অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে সেই অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপর অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে তারপর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্জিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলেই পক্ষবর্জনী হয়।

অরুণোদয় বিজ্ঞা একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে তারপর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা যষ্টিদণ্ড হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্জনী হইবেনা। অরুণোদয় বিজ্ঞা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

বিহারৈকাদশীঃ তত্র দ্বাদশীঃ সমুপোষয়েৎ।

পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যা ত্ত রোহিণী সংযুতা স্ত তাঃ।

উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টো পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ বি ১০২

টীকা। তত্র তাহু অষ্ট মহাদ্বাদশীষু একাদশীঃ বিহার দ্বাদশীঃ সমুপোষয়েৎ।

অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

“বিহারৈকাদশীঃ তত্র” ইত্যাদি বচন সকলের অর্থ বিচার অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতাও একাদশী ত্যাগ বিচারে বিষয়রূপে দেওয়া হইয়াছে। অষ্ট মহাদ্বাদশী ক্রমে ব্রহ্মবৈবর্তে বিবৃত হইয়াছে। তাহা হেমাঙ্গিতে উদ্ধৃত আছে, হেমাঙ্গি হইতে তাহা, অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতাও একাদশী ত্যাগ বিচারে, প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তে একাদশীর প্রকরণে একত্র ক্রমে উন্নীলনী, বজ্রলী, ত্রিম্পূশাও পক্ষবর্জনীর লক্ষণ সকল সন্নিবিষ্ট আছে। উন্নীলনী হইতে ক্রমে বজ্রলী, ত্রিম্পূশাও পক্ষবর্জনীতে “সম্পূর্ণা” পদের অধিকার বা অমুভূতি প্রকরণ বলে করা হইয়াছে।

হরিভক্তি বিলাসেও সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণে উন্নীলনী, বজ্রলী, ত্রিম্পূশাও পক্ষবর্জনী মহাদ্বাদশীর সন্নিবেশ করা হইয়াছে। প্রকরণ সামর্থ্যে ই বচন সকলে সম্পূর্ণা পদের অধিকার বা অমুভূতি করা হইয়াছে। বিজ্ঞা এবং পূর্ণাত্যাগের বিধান আছে। খণ্ডাত্যাগের বিধান নাই। খণ্ডা পরিত্যক্ত হইবেনা।

উন্নীলনী, বজ্রলী, ত্রিম্পূশাও পক্ষবর্জনীতেই পূর্ণা ত্যাগ বুঝিতে হইবে।



অথ বৈষ্ণবানাং সম্পূর্ণেকাদশী তিথিঃ ।

অথতো বৃদ্ধিগামিত্বাং পরিত্যাগ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥

এই ব্যবস্থাপিত কারিকায় মৎকৃত চীকার বিষয়ভাবে সম্পূর্ণ একাদশী  
ত্যাগ সমর্থিত হইয়াছে । পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন ।

হরিভক্তি বিলাসে—

অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ ।

শুদ্ধা সামান্ত পূর্ণাও খণ্ডা, শুদ্ধা বিশেষ সম্পূর্ণা ।

নৃসিংহপরিচর্যায়াঃ

অধুনা শুদ্ধা মণ্যেকাদশীঃ কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য স্বাদশ্রামোপবাসেন্ । তদপ-  
বাদেন অষ্টৌ মহাষাদশ্যঃ প্রস্তু যন্তে ।

বিচার দ্বায় অধুনা কোন কোন শুদ্ধা একাদশীকেও পরিত্যাগ করিয়া  
দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে । এই বিশেষ বিধানানুসারে অষ্ট মহাষাদশীর প্রস্তাব  
করা যাইতেছে ।

“শুদ্ধা মণ্যেকাদশীঃ কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য” এই বাক্য দ্বারা সামান্ত শুদ্ধার  
লাভ হইতেছেন । “কাঞ্চিৎ” ইহা দ্বারা বিশেষ শুদ্ধারই লাভ হইতেছে ।  
শুদ্ধা সামান্ত পূর্ণাও খণ্ডা । শুদ্ধা বিশেষ পূর্ণা । বিশেষ সামান্তের বাধক ।  
বিশেষ পূর্ণা সামান্ত খণ্ডাকে ব্যাবৃতি করিয়াছে । অতএব সম্পূর্ণা একাদশী  
ত্যাগই বুঝিতে হইবে ।

বজ্রলী ও পক্ষবর্দ্ধনী বিচার

বজ্রলীও পক্ষবর্দ্ধনীর উপবাস বিচারে পূর্ণাত্যাগের আরও প্রমাণ সমূহ  
প্রদর্শন পূর্বক নীমাংসা করা যাইতেছে ।—

হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে সম্পূর্ণা

একাদশী ত্যাগ প্রকরণে—

ব্রহ্মবৈবর্তে—

একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেনব সা ।

দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে কথিতোন্নীলনীতি সা ॥ ১০৭

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী বর্দ্ধিত না হইলে তাহাকে  
উন্নীলনী বলে ॥ ১০৭

দ্বাদশেব বিবর্ত্তিত নষ্টে বৈকাদশী যদা ।

বঙ্গলী তু ভৃগুশ্ৰেষ্ঠ ! কুখিতা পাপনানিনী ॥ ১০৭

অরুণোদয়ে আত্মা ত্রাদ্বাদশী সকলং দিনং ।

অস্তে ত্রয়োদশী প্রাতঃ ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া ॥ ১০৮

আত্মা একাদশী । প্রাতঃ অরুণোদয়ে ।

কুহুরাকে বদ্যবুদ্ধিং প্রবাত্তে পক্ষবর্দ্ধনী ।

বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ১০৯

একযোগ নির্দিষ্ট বচন সকলে উন্নীলনী হইতে বঙ্গলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষ বর্দ্ধনীতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার বা অঙ্গবৃত্তি করা হইয়াছে ; প্রকরণ বলে ।

সম্পূর্ণা একাদশীরপর দ্বাদশী বৃদ্ধি, সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তাও পূর্ণিমার বৃদ্ধি বৃদ্ধিতে হইবে । ত্রিস্পৃশায় সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীর ক্ষয় বৃদ্ধিতে হইবে ।

কালমাথবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে

বৈষ্ণবোপবাস নির্ণয়ে

স্মৃত্যন্তরে—

পূর্ণা ভবেদ্ যদা নন্দা ভদ্রা চৈব বিবর্ত্তিতে ।

তদোপোষ্য। তু ভদ্রা স্তাতিথি বৃদ্ধিঃ প্রশস্ততে ॥ \*

পূর্ণা সম্পূর্ণা, নন্দা একাদশী । ভদ্রা দ্বাদশী ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশীই যদি বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, একাদশী বর্দ্ধিত না হয়, তবে তাহাকে বঙ্গলী বলে । সে পাপ নাশ করে । ১০৭

\* সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশী সমস্ত দিন থাকিয়া অপর অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে ত্রিস্পৃশা বলে । সে হরির প্রিয় । ১০৮

দ্বাদশীক্ষয়ে একাদশী দ্বিতীয় প্রকারে সম্পূর্ণাই হয় ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে তাহাকে পক্ষ বর্দ্ধনী বলে ।

“বিহারৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।”

ইহা কেবল পক্ষ বর্দ্ধনী বিষয়ক নহে, অষ্ট মহাষাদশী বিষয়ক । অষ্ট মহাষাদশী হইলেই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে । ১০৯

অষ্ট মহাষাদশীর নিত্যতা ও একাদশীর ত্যাগ বিচার দেখিবেন ।

\* সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশীই উপোষ্য । এইস্থলে তিথি বৃদ্ধি প্রশস্ত । \*

## হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে—

দ্বাদশে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরন্তো দ্বাদশী বদা ।

তদা হে একাদশীঃ তাত্। দ্বাদশীঃ সমুপোষয়েৎ ॥ ১৫৩ ॥

পরত ত্রয়োদশী দিনে ।

## কালিকা পুরাণে—

একাদশীতু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশীভবেৎ ।

উপোস্তা দ্বাদশী তত্র তিথি-বুদ্ধিঃ প্রশস্ততে ॥ ১৫৪ ॥

পরত ত্রয়োদশী দিনে ।

## ভাগবত তন্ত্রে—

সম্পূর্ণেকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী বদি ।

উপোস্তা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণং ॥ ১৫৫ ॥

পরত ত্রয়োদশী দিনে ।

## পাদ্মে—

সম্পূর্ণেকাদশী যজ্ঞ দ্বাদশীত বদা ভবেৎ ।

ত্রয়োদশ্যং বৃহদার্কং বজ্রলী সা হরিপ্রিয়া ॥ ১০ বি ১০৪ ॥

এই সমুদয় বচনেই সম্পূর্ণা একাদশীর লাভ হইয়াছে। সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী যদি ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, তাহা হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। ১৫৩

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বর্জিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে যদি নির্গত হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। এইহলে তিথি-বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বাদশীর বুদ্ধি প্রশস্ত। ১৫৪

পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। পর দিন দ্বাদশীতে পারণ করিবে। ১৫৫

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী যদি ত্রয়োদশী দিনে বৃহদার্ক অর্থাৎ অজ্ঞাত-কালক্রেমে নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বজ্রলী বলে, সে হরির প্রিয়। ১০৪

## ভবিষ্যে—

উপোক্তা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশী মেব পারণং ।

নির্গত্যাঃ ত্রয়োদশাঃ কলাচ বিকলাপি বা ॥ ১২ বি ১৫৫

এই ভবিষ্য বচনে সম্পূর্ণা একাদশীর উল্লেখ না থাকিলেও পূর্ব পূর্ব বচন সকলের সহিত এক বাক্যতা \* করিয়া এই ভবিষ্য বচনেও সম্পূর্ণা একাদশীরই গ্রহণ । সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দ্বিমে প্রবেশ করিলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইলে একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা প্রায়ই হয় না । অরুণোদয়বিদ্ধা হইলে বিদ্ধা জন্মই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে । শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস বিধানের প্রয়োজন থাকে না । তাহা নিরর্থক হয় ! “উপোক্তা দ্বাদশী শুদ্ধা” এইরূপ নির্দেশ থাকায় একাদশী যে পূর্বদিন পূর্ণা থাকিবে, ইহাই উপলক্ষি হইল ।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে সেই অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলেই দ্বাদশী শুদ্ধা হয় ।

## পক্ষবর্জনী

## ত্রয়োবৈবর্তে—

বৈষ্ণবোপবাস ত্রত নির্ণয়ে সম্পূর্ণা একাদশী

ত্যাগ প্রকরণে

তিথিঃ শশল্যা পরিবর্জনীয়া,

ধর্ম্মার্থ কামৈস্ত বুধৈ মনুজৈঃ ।

বিহীন শল্যাপি বিবর্জনীয়া,

যন্তগ্রতো বৃদ্ধি মুপৈতিপক্ষঃ ॥ ১২ বি ১৫৮

টীকা সরলা । ধর্ম্মার্থকামৈঃ ধর্ম্মরূপার্থাভিলাষিভিঃ বুধৈঃ পণ্ডিতৈ মনুজৈঃ শশল্যা অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা তিথি রেকাদশী পরিবর্জনীয়া । বিহীন শল্যাপি

সম্পূর্ণা একাদশীর পর শুদ্ধা অর্থাৎ পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে অন্ন নির্গত হইলেও শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া পর দিনে অর্থাৎ ত্রয়োদশী দিনে অন্ন দ্বাদশীতে পারণ করিবে । ১৫৫

\* বিবর্ত বচনাদি সন্নিবেশে একার্থ সংস্থাপন যেকবাক্যতা ।

ন কেবলং শশল্যা বিহীন শল্যাপি অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতাপি, অরুণোদয়াৎ  
কিঞ্চিং পূৰ্ব্বং প্রবৃত্তা অপরাহ্ন-গোদয়ে নিবৃত্তা সম্পূর্ণাণীত্যর্থঃ সৈবৈকাদশী  
বিবৰ্জনীয়া। যদি অগ্রতঃ-পক্ষঃ পক্ষান্ত তিথিঃ অমাবস্তা পূর্ণিমা চ  
প্রতিপদিনে নির্গমনং উৎপত্তি প্রাপ্নোতি।

হরিভক্তি বিলাসে—সম্পূর্ণা-একাদশী-ত্যাগ প্রকরণে-লিখিতত্বাৎ পূর্ববৰ্জিতা  
মপি সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ এব বজ্রলীবৎ নতু খণ্ডা ত্যাগ ইতি ভাবঃ।

ধর্মরূপ অর্থীভিলাষী পণ্ডিত মানবগণ কর্তৃক অরুণোদয়ে দশমী বেধযুক্ত  
একাদশী প্রকৃষ্টরূপে বর্জন কর্তব্য; যদি অগ্রে পক্ষান্ত তিথি অমাবস্তা ও পূর্ণিমা  
অর্থাৎ কখন বা অমাবস্তা কখন বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপৎ দিনে, বর্জিত  
বা নির্গত হয় ষষ্টি দণ্ড হইয়া মল প্রতিপদে যায়, তাহা হইলে অরুণোদয়ে দশমী-  
বেধ রহিত অর্থাৎ সম্পূর্ণা একাদশীও বিশেষরূপে বর্জন কর্তব্য।

হরিভক্তি বিলাসে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে বলিয়া  
পক্ষবর্জনীতেও সম্পূর্ণা একাদশীর ত্যাগই বুঝিতে হইবে। খণ্ডা একাদশীর  
ত্যাগ নহে। ১৫৮

তিথি বৃদ্ধি ক্রমে যেখানে সম্পূর্ণার সম্ভাবনা, সেইখানে অরুণোদয় বিদ্ধারও  
সম্ভাবনা আছে। হয় সম্পূর্ণা হবে, না হয় অরুণোদয় বিদ্ধা হবে।

সূর্যোদয় বিদ্ধা একাদশী খণ্ডা হয়, অরুণোদয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।  
খণ্ডার স্মার্ত বৈষ্ণবের একদিনেই উপবাস হয়। অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী  
দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে স্মার্ত বৈষ্ণবের দ্বাদশীমিশ্রিত একাদশীতেই উপবাস  
হয়। স্মার্তের অরুণোদয় বিদ্ধায়ও হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাক্ষা,  
তাহাতে উপবাস হয় না। এইস্থলে “শশল্যা পরিবৰ্জনীয়া” শশল্যা, অর্থ  
অরুণোদয় বিদ্ধা, তাহা বর্জনীয়।

“বিহীন শল্যাপি বিবৰ্জনীয়া” বিহীনশল্যার অর্থ অরুণোদয় বেধরহিতা,  
অরুণোদয় বেধ না হইলেই সম্পূর্ণা হয়। ছাপ্পার দণ্ডের অধিক দশমী না  
হইলেই সম্পূর্ণা হইবে। “বিহীনশল্যা” পদদ্বারাই সম্পূর্ণার লাভ হইয়াছে,  
খণ্ডার লাভ হয় নাই। আর প্রকরণ সামর্থ্যেও বিহীনশল্যার অর্থ সম্পূর্ণা।  
অমাবস্তা ও পূর্ণিমা ষষ্টিদণ্ড হইয়া মল প্রতিপৎ দিন গেলেই সম্পূর্ণা একাদশী  
ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। খণ্ডা একাদশী পরিত্যক্ত হইবে, না,  
একাদশীতেই উপবাস হইবে। বিদ্ধা ত্যাগের এবং সম্পূর্ণা ত্যাগেরই বহু প্রমাণ  
আছে, খণ্ডা ত্যাগের প্রমাণ নাই।

### ত্রয়োবিধভেদে—

কুহুরাকে যদি বঙ্কিৎ প্রযাতে পক্ষবদ্ধনী ।

বিহার্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপাষয়েৎ ॥ ১২বি ১০৯

“একাদশীতু সম্পূর্ণা বদ্ধিতে পুনরেব সা ।” ইত্যাদি বচন হইতে “কুহুরাকে যদি বঙ্কিৎ” মিত্যাदि বচনে সম্পূর্ণা একাদশীর অধিকার বা অঙ্গবৃত্তি করা হইয়াছে প্রকরণ বলে । সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা বা পূর্ণিমার বঙ্কিৎ বৃত্তিতে হইবে ।

অন্তত্রেচ ।

দশশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বদ্ধিতে যদি ।

দ্বিতীয়ে হি নৃপশ্রেষ্ঠ ! সা ভবেৎ পক্ষবদ্ধনী ।

### পাদে—

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদি ।

ভূত্বাচ ষষ্টি ঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদিনে ॥

অখমেধাযুতৈ স্তল্যা সা ভবেৎ পক্ষবদ্ধনী ॥

প্রতিপৎ দিনে কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে । ১৩বি ১৫৫

“দশশ্চ পৌর্ণমাসী চ” ইত্যাদি বচনে এবং “অমা বা যদি বা পূর্ণা” ইত্যাদি বচনেও পূর্ণা একাদশীর উল্লেখ না থাকিলেও “তিথিঃ সশল্যা” ইত্যাদি “কুহুরাকে যদি বঙ্কিৎ” মিত্যাदि বচনদ্বয়ের সহিত “দশশ্চ পৌর্ণমাসী চ” ইত্যাদি “অমা বা যদি বা পূর্ণা” ইত্যাদি বচনদ্বয়ের একবাক্যাংশ করিয়া “দশশ্চ পৌর্ণমাসী চ” ইত্যাদি বচনে এবং “অমা বা যদি বা পূর্ণা” ইত্যাদি বচনেও সম্পূর্ণা একাদশীরই গ্রহণ । অরুণোদয় বিদ্ধা হইলে বিদ্ধা জন্মই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে ।

খণ্ডা ত্যাগের প্রমাণ না থাকায় “দশশ্চ পৌর্ণমাসী চ” ইত্যাদি “অমা বা যদি বা পূর্ণা” ইত্যাদি বচন দ্বারা পক্ষবদ্ধনী দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান সামর্থ্য পূর্ব্ব একাদশী পূর্ণাই থাকিবে, ইহা প্রতীতি হইতেছে ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিপৎ দিনে গেলে তাহার নাম পক্ষবদ্ধনী । পক্ষবদ্ধনী হইলেও একাদশী ত্যাগ কারয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে । অষ্ট মহা দ্বাদশীতেই একাদশী ত্যাগ দ্বাদশীতে উপবাস ।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্তা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ প্রতিপৎ দিনে যদি বর্দ্ধিত হয় হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তবে তাহাকে পক্ষবদ্ধনী বলে । ১৫৯

অমাবস্তা বা পূর্ণিমা যদি সম্পূর্ণা হয়, ষষ্টি ঘটিকা হইয়া প্রতিপৎ দিনে কিছু দেখা যায়, তাহ হইলে সে অন্ত অমবস্বে তুল্য হয় । তাহার নাম পক্ষবদ্ধনী ॥ ১৬৫

সম্পূর্ণ একাদশীর পর অমাবস্তা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। খণ্ডা একাদশীর পর বর্দ্ধিত হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে।

বজ্রলীর ত্রায় পক্ষবর্দ্ধনীকে জানিবেন।

“একত্রদৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্তত্ৰাপি পরিকল্পাতে বাধকাত্তাৎ”

এই ত্রায়ামুসারেও পূর্ণা ত্যাজ্য। কিন্তু এই ত্রায়ের এই স্থলে প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সম্পূর্ণ একাদশী ত্যাগের এই সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

রাধামোহন গোস্বামি কৃত একাদশীতত্ত্বের টীকায় ও পক্ষবর্দ্ধনীতে সম্পূর্ণ একাদশী ত্যাগের কথা লিখিত আছে। যথা—

“পক্ষবর্দ্ধনী, ইয়মপ্যেব একাদশ্যাঃ সম্পূর্ণত্বে জ্ঞেয়া” মুদ্রিত পুস্তক ১২১ পৃষ্ঠা।

### সার ব্যবস্থা

ছায়া দণ্ডের অধিক দশমী হইলে অর্থাৎ অরুণোদয়ে অল্প দশমী প্রবেশ করিলেও একাদশী এবং অষ্ট মহাদ্বাদশী হইবে না।

অরুণোদয় বিদ্ধা হেতু দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে। অবৈষ্ণবের সূর্য্যোদয় বিদ্ধা বর্জনীয়।

সম্পূর্ণ একাদশীর পর একাদশী দ্বাদশী অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী, অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে দ্বাদশীতে হইবে না।

সম্পূর্ণ একাদশী ষষ্টি দণ্ড মাত্র হইলে আর সম্পূর্ণ একাদশীর পর দ্বাদশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা ষষ্টি দণ্ড মাত্র হইলে একাদশীতেই উপবাস হইবে।

### দৃষ্টান্ত

#### উদ্বীলনী

১৩৩৯ সন ১৫ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৯৫৮১২০ বিপল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৬০১০ পল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৪১২৫১৫৫ বিপল।

উদ্বীলনী হইল না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া ও দ্বাদশীমিশ্র একাদশী বলিয়া ১৭ জ্যৈষ্ঠ উপবাস হইল। স্মার্ত বৈষ্ণবের সমান। এইরূপ প্রায়ই হয়।

১০২৬ সন ২২ আষাঢ় দশমী ৫৫১৩৪ বিপল। ২৩ আষাঢ় একাদশী ৬০।০ পল। ২৪ আষাঢ় একাদশী ০।১৫৪৬ বিপল। ২৫ আষাঢ় দ্বাদশী ৫।৫১২৯ বিপল।

১০১৫ সন ৩ কার্তিক দশমী ৫৪।৫৩ পল। ৪ কার্তিক একাদশী ৬০।০ পল। ৫ কার্তিক একাদশী ০।৮ পল। ৬ কার্তিক দ্বাদশী ৫।১৮ পল।

সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে, দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইয়াছে। উভয়স্থলেই উন্নয়ন হইল, একাদশী মিশ্র দ্বাদশীতে উপবাস হইল।

১৩৪০ সন ৩০ শ্রাবণ দশমী ৫৫।২১।৩৫ বিপল। ৩১ শ্রাবণ একাদশী ৬০।০ পল। ১ ভাদ্র একাদশী ০।২৬।৪০ বিপল।

সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে। ১ ভাদ্র উন্নয়ন হইল।

## ত্রিস্পৃশা

অরুণোদয়বিজ্ঞা একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে এবং সূর্যোদয় বিজ্ঞা একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে ঐ দিনে দ্বাদশী ক্ষয় হইলে ত্রিস্পৃশা একাদশী হয়। সম্পূর্ণ একাদশী বর্জিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে ঐ দিনে দ্বাদশী ক্ষয় হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়।

১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল। তন্মধ্যে দুইটি উন্নয়ন পাওয়া গেল। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী পাওয়া গেল না।

১ চৈত্র দশমী ৫৫।৫৯ পল। ২ চৈত্র একাদশী ৬০।০ পল। ৩ চৈত্র একাদশী ১।১ পল, পরে দ্বাদশী ৫৭।২ পল, পরে ত্রয়োদশী। এইরূপ হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। বর্জিত সম্পূর্ণ একাদশীর পর দ্বাদশী ক্ষয়।

১২৯৮ সন ৬ বৈশাখ দশমী ৫০।৪৪ পল। ৭ বৈশাখ একাদশী ৫৫।৫১ পল। ৮ বৈশাখ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৯ বৈশাখ দ্বাদশী ১।২ পল।

১৩২৯ সন ৮ বৈশাখ দশমী ৪৯।৪৪।৪৩ বিপল। ৯ বৈশাখ একাদশী ৫৪।৫২।১০ বিপল। ১০ বৈশাখ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১১ বৈশাখ দ্বাদশী ০।২।৩৭ বিপল।



উভয় স্থানেই খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্জিত হইয়াছে। বজ্রলী হইল না। একাদশীতে উপবাস হইল।

১৩০৬ সন ২৭ ফাল্গুন দশমী ৫৬।৫২।১৬ বিপল। ২৮ ফাল্গুন একাদশী ৫৯।৩৫।৫৩ বিপল। ২৯ ফাল্গুন দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৩০ ফাল্গুন দ্বাদশী ৩।২২।২৫ বিপল।

১৩৩৯ সন ২১ কার্তিক দশমী ৫৭।২৪।১৭ বিপল। ২২ কার্তিক একাদশী ৫৮।৪৩।৩৩ বিপল। ২৩ কার্তিক দ্বাদশী ৬০।০ পল। ২৪ কার্তিক দ্বাদশী ১।১৯।২৬ বিপল।

উভয়স্থানেই একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা হইয়াছে। বজ্রলী হইল না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল।

১২৯৭ সন ২৪ ভাদ্র দশমী ৫৪।৫৮ পল। ২৫ ভাদ্র একাদশী ৫৯।১৪ পল। ২৬ ভাদ্র দ্বাদশী ৬০।০ পল। ২৭ ভাদ্র দ্বাদশী ৪।৯ পল। বজ্রলী হইল।

১৩০৬ সন ১২ অগ্রহায়ণ দশমী ৫৪।৪৫।২৯ বিপল। ১৩ অগ্রহায়ণ একাদশী ৫৮ ২৪।৭ বিপল। ১৪ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৫ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ১।০ পল। বজ্রলী হইল।

১৩৩২ সন ১৪ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৪।৪৭।৫৫ বিপল। ১৫ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৫৯।৫০।৩৭ বিপল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী ৪।৪৯।২০ বিপল। বজ্রলী হইল।

১৩৫২ সন ২৯ পৌষ দশমী ৫৩।৫২ পল। ১ মাঘ একাদশী ৫৮।১৬ পল। ২ মাঘ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৩ মাঘ দ্বাদশী ৩।১৮ পল। বজ্রলী হইল।

১৩২৭ সন ৬ আশ্বিন দশমী ৫৩।৪৭।২৮ বিপল। ৭ আশ্বিন একাদশী ৫৮।১৫।৩৯ বিপল। ৮ আশ্বিন দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৯ আশ্বিন দ্বাদশী ১।৪৬।৪৯ বিপল। বজ্রলী হইল।

১৩২৯ সন ১৩ পৌষ দশমী ৫৪।৫৪।৩৪ বিপল। ১৪ পৌষ একাদশী ৫৯।১৭।১ বিপল। ১৫ পৌষ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৬ পৌষ দ্বাদশী ২।৩৮।৪২ বিপল। বজ্রলী হইল।

১৩৩৬ সন ১ পৌষ দশমী ৫১।৪৯।২৮ বিপল। ২ পৌষ একাদশী ৫৬।৩৭।১২ বিপল। ৩ পৌষ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৪ পৌষ দ্বাদশী ১।৫৬।৫ বিপল।

১৩৩৮ সন ৩ অগ্রহায়ণ দশমী ৫১।২৯।৮ বিপল। ৪ অগ্রহায়ণ একাদশী

৫৬।৩৭।২৮ বিপল। ৫ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৬ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ২।১।১৪ বিপল। বঙ্গলী হইল।

এই সকল স্থলে সম্পূর্ণ একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঙ্গলী হইল।

১২৮৫ সন হইতে ১৩৩২ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল।

### পক্ষবর্দ্ধনী

১৩৩৮ সন ১৮ চৈত্র দশমী ৪৭।৩৭।৭ বিপল। ১৯ চৈত্র একাদশী ৪৭।৫৬।২৫ বিপল। ২০ চৈত্র অমাবস্তা ৬০।০ পল। ২৪ চৈত্র অমাবস্তা ০।৪৭।৫৫ বিপল।

১৩৩৯ সন ২১ অগ্রহায়ণ দশমী ৩৮।৩৬।৩৬ বিপল। ২২ অগ্রহায়ণ একাদশী ৪২।২৭।৩৪ বিপল। ২৬ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ৬০।০ পল। ২৭ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২।৫৪।৩১ বিপল।

উভয় স্থলেই খণ্ডা একাদশীর পর অমাবস্তা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে, পক্ষবর্দ্ধনী হইল না।

খণ্ডা একাদশীতেই উপবাস হইল। আরও প্রদর্শিত হইতেছে খণ্ডা একাদশীর পর পক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার স্থল।

১২৮৫ সন ২৪ কার্তিক পূর্ণিমা ৬০। ১৩০৮ সন ২৪ অগ্রহায়ণ অমাবস্তা ৬০। ১৩১৬ সন ২৬ কার্তিক অমাবস্তা ৬০। ১৩১৭ সন ১৫ কার্তিক অমাবস্তা ৬০। ১৩৩১ সন ২৫ পৌষ পূর্ণিমা ৬০। ১৩৩৩ সন ১৪ বৈশাখ পূর্ণিমা ৬০। ১৩৩৮ সন ৪ বৈশাখ অমাবস্তা ৬০। ইত্যাদি স্থলে পক্ষবর্দ্ধনী হয় নাই। ১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল।

১৩৩২ সন ৯ পৌষ নবমী ০।৫৩।৫১ বিপল। পরে দশমী ৫৭।৬।৩২ বিপল। পরে একাদশী। ১০ পৌষ একাদশী ৫৬।১২।২ বিপল। ১৪ পৌষ পূর্ণিমা ৬০।০ পল। ১৫ পৌষ পূর্ণিমা ১।৩৩।২ বিপল।

পক্ষবর্দ্ধনী হইল না।

অরুণোদয় বিজ্ঞা বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল। একাদশী যখন অরুণোদয় বিজ্ঞা হইয়াছে তখন পূর্ণাও হইবে। ১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকায় সম্পূর্ণার স্থল পাওয়া গেল না।

কিরূপ হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

## দৃষ্টান্ত

## পক্ষবর্দ্ধনী

১ বৈশাখ দশমী ৫৪।৫০ পল। ২ বৈশাখ একাদশী ৫৬।১৫ পল। ৩ বৈশাখ দ্বাদশী ৫৭।২০ পল। ৪ বৈশাখ ত্রয়োদশী ৫৮।২৫ পল। ৫ বৈশাখ চতুর্দশী ৫৯।৩০ পল। ৬ বৈশাখ পূর্ণিমা বা অমাবস্তা ৬০।০ পল। ৭ বৈশাখ পূর্ণিমা বা অমাবস্তা ১।১০ পল।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণিমা বা অমাবস্তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, পক্ষবর্দ্ধনী হইল। একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল। সম্পূর্ণা একাদশীর পর পক্ষ-বর্দ্ধিত হইলেই পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

১৫০ শত ২০০ শত বৎসর মধ্যে ২।১টী পক্ষবর্দ্ধনী হইতে পারে।

## অষ্ট মহাদ্বাদশী

নক্ষত্র ঘটিত মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়।

জয়া

## ত্রক্ষপুরণে—

✓ দ্বাদশান্ত্রান্ত্র সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্কস্মু।

নান্না সাত্ত জয়া খ্যাতা তিথীনা মুক্তমা তিথিঃ ॥ ১৩ বি ১৫৬

ঋক্ষং নক্ষত্রং।

শুক্রপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্কস্মু নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে “জয়া” মহাদ্বাদশী বলে। সে তিথির মধ্যে উত্তম তিথি।

বিজয়া

## ত্রক্ষপুরণে—

✓ যদা তু শুক্র দ্বাদশান্ত্রং নক্ষত্রং অবগং ভবেৎ।

বিজয়া সা তিথিঃ শ্রোত্ৰা তিথীনা মুক্তমা তিথিঃ ॥ ১৩ বি ১৫৬

শুক্রপক্ষের দ্বাদশীতে যদি অবগা নক্ষত্রের যোগ হয় তবে তাহাকে বিজয়া বলে, সে তিথির মধ্যে উত্তম তিথি।

## জয়ন্তী

### ব্রহ্মপুরাণে—

যদা তু শুক্ল-বাদশ্যাং প্রাজাপত্যঃ প্রজায়তে ।

জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সৰ্বপাপহরা তিথিঃ ॥

প্রাজাপত্যঃ রোহিণী । ১৩ বি ১৬১

শুক্ল বাদশীতে যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে ।  
সে সৰ্বপাপ হরণ করে ।

## পাপনাশিনী

### ব্রহ্মপুরাণে—

যদা তু শুক্ল বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিং ।

তদা সাতু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী ॥ ১০ বি ১৭৪

যদি কোন সময়ে শুক্ল বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে  
পাপনাশিনী বলে । সে মহা পুণ্যা বটে ।

উপোষিতাঃ সমকলা দ্বাদশো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ।

অষ্ট মহাবাদী সমকলা, তাহার পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতা হইবে ।

তিথি নক্ষত্রের যোগ মাত্রেই ব্রত হয়না । যেরূপ যোগ বিশেষে উপবাস  
হইবে, তাহা বলা যাইতেছে ।

## ব্রত নির্ণয়

অথ ঋক্ প্রযুক্তানাং ব্রত কর্তব্যতা যথা ।

জয়াদীনাং চতুষ্কাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে ॥

টীকা সুরলা । অথ তিথি ঘটিত ব্রতস্ত অনন্তরঃ ঋক্ প্রযুক্তানাং নক্ষত্র  
প্রযুক্তানাং জয়াদীনাং চতুষ্কাং যথা ব্রতকর্তব্যতা ব্যক্তং স্মৃষ্টং যথা ত্র্যং  
তথা নিরূপ্যতে ।

• তিথি ঘটিত ব্রত নিরূপিত হইবার পর—

নক্ষত্র প্রযুক্ত জয়াদি চারিটির যেরূপ ব্রত কর্তব্যতা, তাহা স্পষ্টরূপে নিরূপণ  
করা যাইতেছে ।

ভাস্ককৌদয় মারভ্য প্রবৃত্তান্তধিকানি চেৎ ।

সমান্যানি বা হবন্ত্য ততো হবীবাং ব্রতৌচিতি ॥

টীকা সরলা । অকৌদয় মারভ্য সূর্য্যোদয় সময়ে প্রবৃত্তানি ভানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালস্ত অধিকানি সমানি উনানি বা অবন্ত্যঃ ভবেয়ুঃ তত শুদ্ধা অসীবাং জয়াদীনাম্ ব্রতৌচিতি ব্রতস্ত ওচিতি ভবেৎ ।

যদি সূর্য্যোদয়কে আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহো রাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সমান, অথবা উন হয়, তাহা হইলে জয়াদি চতুষ্ঠয়ের সম্বন্ধে ব্রতের ওচিতি আছে, ব্রত হইবে ।

কিঞ্চা সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্বঃ প্রবৃত্তান্তধিকানি চেৎ ।

সমানি বা তদাপ্যেবাং ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥

টীকা সরলা । কিঞ্চা সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্বঃ অরুণোদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালস্ত অধিকানি, সমানি বা চেৎ, তদাপি এবাং জয়াদীনাম্ ব্রতাচরণ যোগ্যতা অস্তি । তদাপি ‘অপি’ শব্দঃ সমুচ্চার্য্যে, ন কেবলং অকৌদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালস্ত অধিকানি, সমানি, উনানি বা চেৎ ব্রতং ভবেৎ, অপি তু সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্বঃ অরুণোদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালস্ত অধিকানি সমানি বা চেৎ ব্রতং ভবেৎ । উনানি চেৎ ব্রতং ন ভবেদিত্তি ভাবঃ ।

“সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্ব মিত্যনেন” সামান্ততঃ অরুণোদয় কালস্ত লাভঃ । তিথি নক্ষত্রাণি পঞ্চাষ্ট দণ্ডাদধিকানি ন বর্জ্যন্তে, বাণবৃত্তী রসক্ষয় ইত্যাদি বচনান্ ।

সুতরাং “সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্বঃ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অধিকানি সমানি বা” ইত্যাদিনা বিশেষতঃ অরুণোদয় কালস্ত প্রাপ্তিঃ । রাত্রৌ প্রবৃত্তানাং নক্ষত্রাণাং অধিকত্ব সম্বাসস্তাবিত্বাৎ । উনত্বমেব তেবাং । অরুণোদয়ে প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি চতুষষ্টি-দণ্ডানি চেৎ সমানি, পঞ্চাষ্ট দণ্ডানি চেৎ অধিকানীতি ভাবঃ ।

কিঞ্চা সূর্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক বা সম যদি হয়, তবে এই সকল জয়াদির ব্রতাচরণ যোগ্যতা আছে, ব্রত হইবে । অপি শব্দ সমুচ্চরে । কেবল যে সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম বা উন হইলে ব্রত হইবে এমত নহে, অপি তু সূর্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক বা সম হইলেও ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না । এই সমুচ্চর ।

স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে বলাতে সামান্যতঃ অরুণোদয় কালেরই লাভ হইতেছে। “বাণবৃদ্ধী রসক্ষয়” ইত্যাদি বচন বলে তিথি নক্ষত্র পঞ্চাশটি দণ্ডের অধিক বর্দ্ধিত হয়না। সুতরাং “স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক বা সম” ইত্যাদি দ্বারা বিশেষভাবেও অরুণোদয় কালেরই প্রাপ্তি আছে। যেহেতু নক্ষত্র সকল রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলে অধিক বা সম হইতে পারেনা, উনই হইবে।

অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল চতুঃষষ্টি দণ্ড হইলে সম এবং পঞ্চাশটি দণ্ড হইলে অধিক হইতে পারে।

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু থলু ত্রিষু।

স্বর্ঘ্যাস্তম্নন পর্য্যাস্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং ॥

শ্রবণে ত্তম্ননতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যং সমাপ্ততাং।

গতায়্য মপি তত্রৈব ব্রতশ্চোচিততা ভবেৎ ॥

টীকা সরলা। তিথি নিয়ম মাহ। শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু পুনর্ব্বসু, রোহিণী, পুষ্যাসু স্বর্ঘ্যাস্তম্নন পর্য্যাস্তং দ্বাদশ্য পেক্ষণং কার্য্যং থলু নিশ্চিতং। শ্রবণেতু ত্তম্ননতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যং সমাপ্ততাং গতায়্য মপি তত্রৈব দ্বাদশ্য মেব ব্রতশ্চ উচিততা উচিত্যং ভবেৎ।

অপি শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে। ন কেবলং শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু স্বর্ঘ্যাস্তম্নন-পর্য্যাস্তং দ্বাদশ্যপেক্ষণং কার্য্যং, অপিতু শ্রবণে ত্তম্ননতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যং সমাপ্ততাং গতায়্য মপি ব্রতশ্চ উচিততা ভবেৎ।

শ্রবণা ভিন্ন অত্র তিন নক্ষত্রে (পুনর্ব্বসু, রোহিণী, পুষ্যায়) স্বর্ঘ্যাস্তকাল পর্য্যাস্তই দ্বাদশীর অপেক্ষা। ইহার পর দ্বাদশী থাকুক বা নাঞি থাকুক, ইহার অরূপক্ষা নাই। রাত্রি গত দ্বাদশী বিচার্য্য নহে।

শ্রবণাতে স্বর্ঘ্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী পরিসমাপ্ত হইলেও তাহাতেই ব্রতের উচিত্য আছে, ব্রত হইবে।

কেবল যে, শ্রবণা ভিন্ন তিন নক্ষত্রে স্বর্ঘ্যাস্তকাল পর্য্যাস্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা এমত নহে, অপিতু শ্রবণাতে স্বর্ঘ্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে। এই সমুচ্চয়।

দ্বাদশীর অপেক্ষিত পদত্ব নিরাসও অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অপেক্ষিত-পদত্ব স্থাপন।

বাহ্যরা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই বা আলোচনা করেন নাই, তদ্বাচ্যে দুইটা মত দেখা যায়।

১। কেহ কেহ বলেন,—ছাদশীর পরিমাণ দণ্ডাপেকায় নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ডের আধিক্যাদি হইলে ব্রত হয়। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়াবধি অবস্থিত নক্ষত্র ছাদশী হইতে অধিক, সম ও উন হইলে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বকালাবধি অবস্থিত নক্ষত্র ছাদশীর অধিক ও সমান হইলে ব্রত হয়।

ছাদশী যেমন সুময়েই প্রবৃত্ত হউক না কেন, এই স্থলে মানের আধিক্যাদি কল্পনা।

### সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত

পূর্বদিন ৪২।৪০ পল পরে ছাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৭।২০ পল
পরদিন ছাদশীর স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয় দিনের মান যোগ	৬১ দণ্ড
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্ব্বহু, শ্রবণা, রোহিণী বা	
পূর্বা নক্ষত্র	৬০ দণ্ড
পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি	৩ দণ্ড
উভয় দিনের মান যোগ	৬৩ দণ্ড, অধিক
পূর্বদিন ৪২।৪০ পল পরে ছাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি—১৭।২০ পল	
পরদিন ছাদশীর স্থিতি	৪২।৪০ পল
উভয় দিনের মানযোগ	৬০ দণ্ড
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র	৬০ দণ্ড, সমান
পূর্বদিন ৩৮।৪০ পল পরে ছাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি ২১।২০ পল	
পরদিন ছাদশীর স্থিতি	৩৭।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৫৯ দণ্ড,
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র	৫৮ দণ্ড, উন
ছাদশী হইতে নক্ষত্র অধিক, সম ও উন হইয়াছে ব্রত হইবে।	

### সূর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত

পূর্বদিন ৪২।৪০ পল পরে ছাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি ১৭।২০ পল	
পরদিন ছাদশীর স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৬১

পূর্বদিন ৪০।৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি ১২।২০ পল

পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি ৪৩।৪০ পল

উভয়দিনের মানযোগ ৬৩ দণ্ড, অধিক

উভয়দিনের মানযোগে দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড অধিক হইয়াছে, ব্রত হইবে।

পূর্বদিন ৪২।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি ১৭।২০ পল

পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি ৪৩।৪০ পল

উভয়দিনের মানযোগ ৬১ দণ্ড

পূর্বদিন ৪২.৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি ১৭।২০ পল

পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি ৪৩।৪০ পল

উভয়দিনের মানযোগ ৬১ দণ্ড, সমান

দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড সমান হইয়াছে ব্রত হইবে।

পূর্বদিন ৩৮।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি ২১।২০ পল

পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি ৩৭।৪০ পল

উভয়দিনের মানযোগ ৫৯ দণ্ড

পূর্বদিন ৪১।৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি ১৮।২০ পল

পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি ৩৮।৪০ পল

উভয়দিনের মানযোগ ৫৭ দণ্ড, উন

উভয়দিনের মানযোগে দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড কম হইয়াছে, ব্রত হইবে না।

উভয়দিনের মানযোগে অধিকত্ব, সমত্ব ও উনত্ব কল্পনা করা যাইতেই পারে না, কারণ, “গুরুপক্ষে তিথি গ্রাহ্য বস্তা মভ্যাদিতো রবিঃ” গুরুপক্ষে স্বর্ঘ্যোদয় হইতেই তিথি গ্রাহ্য। এইরূপ প্রমাণ আছে। স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে তিথি গ্রাহ্য নহে। অগ্রাহ্য তিথিমানের সহিত গ্রাহ্য তিথিমানের যোগ হইতে পারেনা।

অথচ পূর্বদিন স্থিত এবং পরদিন স্থিত তিথি ও নক্ষত্রের মানযোগ করিয়া আধিক্যাদি কল্পনা করিলে “অব্যাপ্তি দোষও” ঘটে। তাহা আগে প্রদর্শিত হইবে। ‘দ্বাদশী’ যে, অপেক্ষিত পদ হইতেই পারেনা, তাহাও প্রদর্শিত হইবে।



২। অপর কেহ কেহ বলেন,—দ্বাদশীর সূর্যোদয়াবধি স্থিতি দণ্ডাপেক্ষায় নক্ষত্র স্থিতি দণ্ডের আধিক্যাদিতে ব্রত হয়।

## দৃষ্টান্ত

সূর্যোদয়াবধি দ্বাদশীর স্থিতি ও নক্ষত্রের স্থিতি।

শুক্লাদ্বাদশী ৪০।২০ পল, পুনর্বসু, শ্রবণা, রোহিণী বা পুষ্যা নক্ষত্র ৪২।২০ পল। দ্বাদশী হইতে নক্ষত্র অধিক হইয়াছে ব্রত হইবে।

দ্বাদশী ৪০।২৫ পল, নক্ষত্র ৪০।২৫ পল, তিথি নক্ষত্র সমান হইল ব্রত হইবে।

দ্বাদশী ৪০।২০ পল, নক্ষত্র ৩৮।২০ পল, দ্বাদশী হইতে নক্ষত্র কম হইয়াছে ব্রত হইবে না। ইত্যাদি স্থলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব রাত্রিতে তিথি নক্ষত্রের প্রবৃত্তি, পর রাত্রিতে নিবৃত্তি। উভয় মতেই কিন্তু ‘অব্যাস্তিদোষ’ ঘটিতেছে, লক্ষ্য লক্ষণের বিষয় যাইতেছে না।

নক্ষত্র সকল পূর্ব রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলেই লক্ষ্য লক্ষণের প্রবেশ হয়না বলিয়া অব্যাস্তিদোষ ঘটিতেছে।

পূর্ব রাত্রিতে দ্বাদশী প্রবৃত্ত হইলে সূর্যোদয়াবধিস্থিত দ্বাদশী মানা পেক্ষায় অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকলের মান অধিকই হইবে, সম ও উন হইবেই না, সুতরাং দ্বাদশী অপেক্ষিত পদ হইতেই পারেনা।

যদি বল, দ্বাদশী অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল দ্বাদশী অপেক্ষায় অধিক, সম ও উন হইতে পারে। আর সূর্যোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশী অপেক্ষায় সূর্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল যে অধিক, সম ও উন হইতে পারে তাহাতে আর কথা কি? \*

“অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপেক্ষায় অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না”। এইরূপ বলিলে উপবাসের ব্যাপক বিষয় সঙ্কোচ হইয়া যায়, কারণ, দ্বাদশী পূর্ব রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলে উপবাস হইতে পারে না। এই নিমিত্ত অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত বলা সঙ্গত হয়না। বিশেষতঃ নক্ষত্রের স্তায় দ্বাদশীও নিয়মা বদ্ধ।

সূর্যাস্তম্ন পর্যন্তঃ কার্য্যঃ দ্বাদশ্যপেক্ষণঃ।

সূর্যাস্ত পর্যন্তই দ্বাদশীর অপেক্ষা ইহার পর আর দ্বাদশীর অপেক্ষা নাই,

\* অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে একাদশীতে উপবাস হয়। আর সূর্যোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ত্রিশ্রুতি হয়, অন্যভাবেই সম, উন, অধিক, কম উপবাসের কথা।

থাকুক বা নাই থাকুক, তাহার আবশ্যকতা নাই, রাজিগত দ্বাদশী বিচার্য্য নহে ।  
সূর্য্যাস্তকাল ব্যাপিনী দ্বাদশী হইতে অরুণোদয়ে বা সূর্য্যোদয়ে প্রযুক্ত নক্ষত্রসকল  
অধিকই হইবে, সম ও উনু হইবেই না, অতএব ‘দ্বাদশী’ অপেক্ষিত পদ হইতেই  
পারেনা । তবে অপেক্ষিতপদ কি হইবে? বাঁহারা স্থতিশাস্ত্র অধ্যয়ন  
করিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—“অহোরাত্রা বহিঃ  
কাল” অপেক্ষিত পদ ।

এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

পূর্বাচার্য্য মহর্ষিগণ সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী  
তিথিনক্ষত্রাদিকে সম বা পূর্ণ বলিয়াছেন । আর বাহা সমতা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত  
হয় নাই, তাহাকে ন্যূন, ক্ষীণ বা হীন বলিয়াছেন । আর যে সকল তিথি  
নক্ষত্রাদি সমতা বা পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এই সকলকে  
বর্জিত বা অধিক বলিয়াছেন । (১)

### নির্ণয়ানুসারে একাদশী নির্ণয়ে

অথ সর্বেষেব ভেদেষু একাদশী দ্বাদশ্যাঃ সমত্বং নাম যষ্টি ঘটিকাশ্লকত্বং,  
ততো ন্যূনে ন্যূনত্বং আধিক্যে অধিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং ।

একাদশী দ্বাদশী ভিন্ন তিথি নক্ষত্রাদির সমত্বাদিও একইরূপ । এই জ্ঞাত  
উপলক্ষণ বলে অর্থকরা বাইতেছে ।

তিথিনক্ষত্রাদির যষ্টি ঘটিকাশ্লকত্বই সমত্ব, তাহা হইতে কম হইলে ন্যূনত্ব,  
অধিক হইলে অধিকত্ব জানিবে ।

• •

### কালমাধবীয়ে স্কান্দ বচনং

শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণা ধিকোত্তরা । একাদশী মুপবসে দিত্যাদি ।

দশমী বেধরহিতা শুক্লেকাদশী যদা পরেহ্য রুদয়াদুর্দ্ধ নাস্তি, কিন্তু উদয়  
সমা, ততো ন্যূনা বা । দ্বয়ো রপি পক্ষয়ো দ্বাদশী পরেহ্য-রুদয়ে সমা, ন্যূনা,  
অধিকা বা ভবতি তত্র সর্বত্র শুক্লেকাদশী উপোয়া । (১)

(১) প্রতিপৎ প্রভৃত্যঃ সর্বা উদয়া দোদয়া ত্রয়েঃ ।

সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জিতাঃ ॥

একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অভ্যাপি পরিকল্পাতে বাধকাত্বাৎ । এই জ্ঞানানুসারে নক্ষত্রাদির  
পূর্ণতা সম্বন্ধেও এই প্রমাণ, তাহা স্থতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন ।

দশমী বৈধ রহিত একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্যোদয়ের উর্দ্ধে না থাকে  
কিন্তু অপর সূর্যোদয়ের সমান হয়, ইনি অর্থাৎ অপর সূর্যোদয় হইতে কম হয়।  
উত্তরপক্ষের দ্বাদশী যদি সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্যোদয়ের সমান হয়, কীর্ণা  
অর্থাৎ অপর সূর্যোদয়ের কম হয়, অধিকা অর্থাৎ অপর সূর্যোদয়ের অধিক হয়,  
তাহা হইলে সকল সময়ে শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে। ইত্যাদি।

বৈষ্ণবমতে, দ্বাদশী অধিক হইলে বঞ্জলী হয়।

“আদিত্যেন জয়া” ইত্যাদি কারিকার গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাতেও ‘অহোরাাত্রা-  
বজ্জিন্ন কাল’ পাওয়া যাইতেছে।

রোহিণী শ্রবণে ৮৭ বষ্টিষটিকে তৃত্ব পারণ দিনে বর্দ্ধিতে, তদা নক্ষত্র  
মধ্যএব পারণং।

যদা নক্ষত্রবুদ্ধৌ সূর্যোদয়াং প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যং আধিক্যং বা  
ভজন্তে, তদা আসূর্যোদয়াতুপর্ষ্যেব বা নক্ষত্রেণ ভবিতব্য মিত্তি ন নিয়মঃ।

রোহিণী ও শ্রবণা বষ্টি ষটিকা হইয়া পারণদিনে বুদ্ধি হইলে নক্ষত্র মধ্যেই  
পারণ হইবে। যদি নক্ষত্র বুদ্ধিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল (পুষ্টা,  
শ্রবণা, রোহিণী, পুনর্বসু) সাম্য কিম্বা আধিক্যকে ভজন করে, তাহা হইলে  
অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বা উপরেই নক্ষত্র থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। নক্ষত্র-  
সকল সমানও থাকিতে পারে, উপরেও থাকিতে পারে। চতুঃ বষ্টি দণ্ড হইলে  
সমান, পঞ্চ বষ্টি দণ্ড হইলে উপরে থাকিবে।

নির্ণয় সিদ্ধিকার একাদশীনির্ণয়ে সমত্বাদির লক্ষণ করিয়াছেন,—

অত্র সমত্বং সূর্যোদয়াত্মকণা ব্যবহিত পূর্বকণান্ত তিথি সত্বঃ, \* বষ্টি  
ষটিকারূপঃ। ন্যূনত্বস্ত কিঞ্চিং ন্যূনত্বং বষ্টি ষটিকারূপঃ। অধিকত্বঞ্চ বষ্টি  
ষটিকারূপঃ অধিকত্বঃ। তন্নি শুদ্ধা বিদ্ধা ভেদেষু তিথিকর বুদ্ধিভ্যাং বিলক্ষণং।

সূর্যোদয়ের আত্মকণের সহিত অব্যবহিত পূর্বকণান্ত যে, তিথি সত্ব, তাহাই  
সমত্ব, ইহা বষ্টি-ষটিকারূপ। ন্যূনত্বটি বষ্টি ষটিকা হইতে কিঞ্চিং ন্যূনত্ব।  
অধিকত্বটি বষ্টি ষটিকা হইতে অধিকত্ব। তাহা শুদ্ধা বিদ্ধা ভেদে তিথির ক্ষয়  
বুদ্ধি অনুসারে বিলক্ষণ বা ভেদ।

পাণিনির টীকাকার প্রাচীন স্মার্ত রামচন্দ্র তট্ট কালনির্ণয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশী  
প্রকরণে লিখিয়াছেন।—

\* সূর্যোদয়ত আত্মকণেন সহিতঃ অব্যবহিতঃ পূর্বকণঃ আত্মা যন্ত তৎ তিথিসত্বঃ। শাস্ত্রে  
বৃক্ষং ব্যবহার্যং পূর্বকণস্ত শেষকণঃ তন্মতঃ তিথি সত্বঃ তট্ট কল্পধারয়ঃ।

শ্রবণ বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তের মত বাদশীত্রে সূর্য্যোদয়-দারভ্য দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বঃ নক্ষত্রাণাং, অন্তময় পর্য্যন্তত্বঃ বাদশী অপেক্ষিতঃ।

শ্রবণা বাদশী নির্ণীত হইল। নক্ষত্র প্রযুক্ত অত্র মহাবাদশী ত্রে (জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে) সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলের এবং অন্তময় পর্য্যন্ত বাদশীর অপেক্ষা।

অধিকত্ব, সমত্ব, উনত্ব যে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালকে অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নৃসিংহপরিচর্যা দ্বত “আদিষ্মেন জয়া ইত্যাদি কারিকায়,—পূর্ণ, উন, অধিক আর গোস্বামি পাদের “ভাত্তকৌদয়-মারভ্য” ইত্যাদি কারিকায় যে, অধিক, সম ও উনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা “অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালকে” অপেক্ষা করিয়াই জানিবেন।

নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক হইলে অধিকত্ব, সমান হইলে সমত্ব, উন হইলে উনত্ব, বৃদ্ধিতে হইবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল পঞ্চাষষ্টি দণ্ড হইলে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক, চতুষষ্টি দণ্ড হইলে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের সমান হইবে।

কল কথা অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে।

এই নিয়মেই জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয়।

পূর্বে ব্রত্বিতে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া পর ব্রত্বিতে নিবৃত্ত হইলে জয়াদি ব্রত হইবে না। কিন্তু শ্রবণা বাদশী হইবে, শ্রবণা বাদশী অতিদ্রষ্ট বিজয়া।

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা, ৪৭—৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩৮৫ সন হইতে ১৩৩২ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখিয়াছি। শ্রবণা-বাদশী ও বিষ্ণু শৃঙ্খল প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাবাদশী একটাও পাওয়া যায় নাই।

কিরূপ হইলে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

### জয়া

১৫ পৌষ দিবা ২৬।৫০ পল। শুক্লা বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৪০ পল, সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্কক্ষ ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে।

কিষা পুনর্বস্তু ৫৮ দণ্ড। জয়া হইল। অথবা দ্বাদশী ২৫।৩০ পল, দ্বাদশী শ্রুতান্তের পূর্বে নিবৃত্ত হওয়ায় জয়া হইল না।

১৫ পৌষ দিবা ২৬।৫০ পল, দ্বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৩০ পল, সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্বস্তু ৬০। অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। জয়া হইল। কিষা দ্বাদশী ২৫।৫০ পল, অস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হওয়ায় জয়া হইলনা। অথবা দ্বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৩০ পল, পুনর্বস্তু ৫৯।১০ পল, জয়া হইলনা। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

### বিজয়া

১৫ ভাদ্র দিবা ৩১।২৪ পল। শুক্লা দ্বাদশী ১২।৫০ পল, অথবা ২৬।১০ পল, অস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। শ্রবণা সূর্যোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিষা শ্রবণা ৫৮ দণ্ড। বিজয়া হইল। অথবা দ্বাদশী ১১।৫২ পল বিজয়া হইল না। দ্বাদশী দেড় প্রহরের কম হইয়াছে।

১৫ ভাদ্র দিবা ৩১।২৪ পল, শুক্লা দ্বাদশী ১২।৫০ পল অথবা ২৬।১০ পল, কিষা অস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। বিজয়া হইল। অথবা শ্রবণা ৫৯।১০ পল, বিজয়া হইল না। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। দ্বাদশী ১১।৫২ পল, বিজয়া হইল না। দ্বাদশী সার্ক যামের কম হইয়াছে।

কিছু পূর্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল হইল। বিজয়া বিষ্ণু শৃঙ্খলের উপমদ্রু। শ্রবণা অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খল থাকিবেই থাকিবে।

### জয়ন্তী

১৫ আষাঢ় দিবা ৩৩।৪০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল, অথবা ৩৪।১০ পল। সূর্যোদয়ে প্রবৃত্ত রোহিণী ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিষা রোহিণী ৫৮।৫০ পল জয়ন্তী হইল।

১৫ দ্বিবা ৩৩।৪০ পল, দ্বাদশী ৩২।১০ পল, সূর্যাস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। জয়ন্তী হইলনা।

১৫ আষাঢ় দিবা ৩৩।৪০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল। অথবা ৩৪।১০ পল। রোহিণী সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। জয়ন্তী হইল। দ্বাদশী ৩২।১০ পল, অস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, জয়ন্তী হইলনা।

দিবা ৩৩।৪০ পল, দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল, অথবা ৩৪।১০ পল। রোহিণী ৫২।১০ পল। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল হইতে কম হইয়াছে, জয়ন্তী হইলনা।

### পাপনাশিনী

১৬ ফাল্গুন দিবা ২৮।৫০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ২৮।৫০ পল অথবা ২৯।৩০ পল। পুষ্যা উদয়ে প্রবৃত্ত ৬০। অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিম্বা পুষ্যা ৫৮।১০ পল, পাপনাশিনী হইল। অথবা দ্বাদশী ২৬।৫০ পল সূর্য্যাস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হওয়ায় পাপনাশিনী হইলনা।

১৬ ফাল্গুন দিবা ২৮।৫০ পল। দ্বাদশী ২৮।৫০ পল, অথবা ২৯।৩০ পল, পুষ্যা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। পাপনাশিনী হইল। অথবা দ্বাদশী ২৬।১০ পল, অস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হওয়ায় পাপনাশিনী হইলনা। দিবা ২৮।৫০ পল। দ্বাদশী ২৮।৫০ পল, অথবা দ্বাদশী ২৯।৩০ পল। অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত পুষ্যা ৫৯।১০ পল, পাপনাশিনী হইল না। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

### ব্রত কর্তব্যতা কারিকা সম্বন্ধে প্রমোক্তর।

এখন প্রশ্ন এই,—কারিকাগুলি উন্মীলিতাদির ব্যবর্তকরূপে মহাদ্বাদশীর নক্ষত্রঘটিত অবস্থার পরিচায়ক, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল সম বা অধিক হইলে ব্রত হইবে, তিথিঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্য-রূপে এখানে ইহাই উক্ত, এইরূপ বলা যায় কিনা ?

উত্তর। পূর্বে বর্ণিত তিথিঘটিত উন্মীলনী, বজুলী, ত্রিম্পূষা ও পক্ষরক্ষনী মহা দ্বাদশীতে যদি “ভাত্তকোদয় মারভ্য” ইত্যাদি কারিকা চতুষ্টয়বিহিত নক্ষত্র-ঘটিত জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহা-দ্বাদশী হয়, তাহা হইলেও উন্মীলিতাদি চতুষ্টয়ই হইবে, জয়াদি চতুষ্টয় হইবেনা। যেহেতু নক্ষত্র হইতে তিথির প্রাধান্য।

( স্থল, তিথি রষ্ট গুণংহস্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং । কোনস্থলে নক্ষত্র প্রাপ্ততা-  
বোধক ও ফলবিশেষ সম্পাদক )

তিথিঘটিত কর্মপ্রধান, নক্ষত্র ঘটিত কর্ম প্রধান বা গুণ। তিথি ঘটিত কর্মের প্রাধান্য হেতু নক্ষত্র ঘটিত কর্ম তিথি ঘটিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাহার সার্থকতা থাকেনা। সুতরাং জয়াদি চতুষ্ঠয় উন্নীলজাদি চতুষ্ঠয়ে ব্যাবৃতি করিতেই পারেনা। তখন পূর্ব-বর্ণিত তিথি-ঘটিত উন্নীলজাদির ব্যাবৃতি রূপে নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি মহাবাদশী পরিচায়ক হইবে কিরূপে ?

প্রশ্ন। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সম বা অধিক হইলে ব্রত হইবে ; তিথি ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্য রূপে ইহাই উক্ত, ইহা বলা যায় কিনা ?

উত্তর। তিথি ঘটিত ব্রতের অবস্থার সহিত নক্ষত্র ঘটিত ব্রতের অবস্থার বৈলক্ষণ্য আছে বটে, তাহার সার্থকতা নাই। ব্যাবৃতি করিতে পারেনা বলিয়া বৈলক্ষণ্যের কিছুমাত্র ফল নাই, থাকা না থাকা সমান।

যদি উন্নীলজাদিতে জয়াদি হইলে উন্নীলজাদি ব্রত না হইত, তবে জয়াদি উন্নীলজাদির ব্যাবর্তকরূপে পরিচায়ক হইতে পারিত। তিথি ঘটিত অবস্থার সহিত নক্ষত্র ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্যের সার্থকতা থাকিত।

যদি বল, তিথি ঘটিত ব্রতের প্রাধান্য, তখন নক্ষত্র ঘটিত ব্রতের সার্থকতা কোথায় থাকিবে ?

উত্তর। উন্নীলজাদির বিষয় পরিহারে অর্থাৎ উন্নীলজাদির অসম্ভাবনাতে যেখানে উন্নীলজাদি চতুষ্ঠয় না হয়, এমন স্থলে নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি চতুষ্ঠয় হইবে। জয়াদির আধীনভাবে সেইখানেই সার্থকতা।

অষ্টমহা বাদশীর ব্যাবৃতি বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায় দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। “উন হইলে হইবেনা” ইহার শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় যুক্তি কি আছে ?

উত্তর। সমজাতীয় বাক্যসমূহে ইতরভেদাত্মমাপক ধর্ম দ্বারা বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, অত্কে ব্যাবৃতি করিতে না পারিলে বৈলক্ষণ্য ঘটেনা।

“ভাস্ককৌদয় মারভ্য” ইত্যাদি বাক্যে অধিক, সম ও উনের কথা বলা হইয়াছে।

“কিবা সূর্যোদয়াৎ পূর্বঃ” ইত্যাদি বাক্যে অধিক ও সমের কথা বলা হইয়াছে, উনের কথা বলা হয় নাই, বলিলে বৈলক্ষণ্য থাকেনা, বাক্যভেদ ঘটেনা। পূর্বকারিকায় অধিক, সম ও উনের কথা বলা হইয়াছে। পরকারিকায় অধিক ও সমের কথা বলা হইয়াছে। পরকারিকার অধিক ও

সম, পূর্বকারিকার উনকে ব্যাৱৃতি করিল। তাহাতেই বৈলক্ষণ্য ঘটিল, বাক্যৰূপে ভেদ প্রদর্শিত হইল।

দৃষ্টান্ত। “প্রোক্ষিতং মাংসং ক্ৰক্ষয়েৎ” এই বিধানে “অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ক্ৰক্ষয়েৎ” এই নিষেধ পাওয়া যাইতেছে।

“পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙক্তে” এই স্থলে দিবা ভোজন নিষেধে “রাত্রৌ ভুঙক্তে” রাত্রিতে ভোজনের বিধান পাওয়া যাইতেছে।

“শস্ত্রাণাভ্যাঞ্চ” শস্ত্ৰং আনশাস্ত্র পরগদের সহিত যঞ্জীতংপুরুষ সমাস হয়না। এই সূত্র দ্বারা “ব্রাহ্মণশ্চ উপকুৰ্ব্বন্” “মিত্রশ্চ উপকুৰ্ব্বাণঃ”। ইত্যাদি স্থলে যঞ্জীতংপুরুষ সমাসের নিষেধে নগর নির্গচ্ছন্, ক্ষিত্তি নিবসন্, ভূমীশয়ানঃ। ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমী তংপুরুষ, সপ্তমী তংপুরুষ-প্রভৃতির বিধান পাওয়া যাইতেছে।

সেইরূপ এখানেও অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে। উন হইলে হইবেনা, এই নিষেধ পাওয়া যাইতেছে।

ইহাই “ইতর ব্যাবর্তক ধর্ম” ইহা না থাকিলে বৈলক্ষণ্য ঘটেনা।

অথ ঋক্ষ প্রযুক্তানাং ব্রত কর্তব্যতা যথা।

জয়াদীন্যাং চতুষ্কণাং তথাব্যক্তং নিরূপ্যতে ॥

এই কারিকা দ্বারা জয়াদি চতুষ্কণের ব্রত কর্তব্যতাই নিরূপিত হইয়াছে। “ভাঙ্গকৌদয়মারভ্য” ইত্যাদি চারিটি কারিকা ব্রতনিরূপক, তিথি ঘটিত উন্মীলনাদির ব্যাবর্তক নহে।

• যদি বা পূর্ববর্ণিত তিথি ঘটিত উন্মীলনাদি মহাবাদশীর নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি মহাবাদশী ব্যাবর্তকরূপে পরিচায়ক হয় এবং তিথি ঘটিত অবস্থার সহিত নক্ষত্র-ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্যরূপে কারিকা সকল উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কারিকানুযায়ী ব্রতই হইবে; যেহেতু “ভাঙ্গকৌদয়মারভ্য” ইত্যাদি কারিকায় “ব্রতোচিতি” কিম্বা “স্বর্ঘ্যোদয়াং পূর্বং” ইত্যাদি কারিকায় “ব্রতচরণযোগ্যতা” পদ রহিয়াছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামি পাদ ও সনাতন গোস্বামী পাদ নৃসিংহ পরিচর্যাদি দৃষ্টে জয়াদির উপবাসে এই নিয়ম করিয়াছেন।



## অষ্ট মহাঋদশী সম্বন্ধে নিবন্ধকারগণের মত

কৃষ্ণদেবাচার্য্য নৃসিংহ-পরিচর্য্যায় জয়াদি ব্রতচতুষ্টয় সম্বন্ধে তিনটি প্রাচীন কারিকা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে তিথি নক্ষত্রের নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এই,—

## কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃত নৃসিংহ পরিচর্য্যয়াং

অধুনা শুদ্ধা মপ্যেকাদশীঃ কাঞ্চিং পরিত্যজ্য ঋদশা মেবোপবসেদিতি ।  
তদপবাদেনাষ্টৌ মহাঋদশাঃ প্রস্তুয়ন্তে ।

প্রথমতঃ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশীর কর্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা কোনও শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া ঋদশীতেই উপবাস করিতে হইবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধান উদ্দেশ্য করিয়া অষ্ট মহাঋদশীর প্রস্তাব করা যাইতেছে ।

## তত্রৈব সংগ্রহঃ

এই বিষয়ে সংগ্রহ কারিকা সকল বলা যাইতেছে ।

শুদ্ধং বুদ্ধি মুপৈতি চেকুরি দিনং

ভদ্রা ন সোম্মীলনী,

ভদ্রে বাভ্যধিকা ন হর্য্যাহ রিয়ং

বজ্রল্যভিখ্যা সতী ।

নন্দাদি ত্রিতয়াঘয়েতু মহতী

স্মা ত্রিস্পৃশা ঋদশী,

পূর্ণে পর্কণি নির্গতে পরদিনে

শ্রাৎ পক্ষবর্দ্ধন্তপি ॥

## কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা

অর্থঃ । দশমীবোধ রহিতৈকাদশী পর দিনে কিয়মাত্রা দৃশ্যতে, ন ঋদশী ।

স্যা তু উম্মীলনী মহাঋদশী । ঋদশীমাত্র বুদ্ধৌ বজ্রলী ।

একাদশী-ঋদশী-ত্রয়োদশী-যোগে ত্রিস্পৃশা । বষ্টি ঘটিকা তৃত্বা পূর্ণা বা ক্রমা  
স্মা পরদিনে কিয়মাত্রা বর্দ্ধতে, স্য পক্ষবর্দ্ধনী ।

টীকা সরলা । শুদ্ধং অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ রহিতং হরিদিনং একাদশী ।  
চেষদ্বি বৃদ্ধিং উপৈতি প্রাপ্নোতি, ন ভদ্রা, ন দ্বাদশী, তদা সা উন্নীলনী মহাবাদশী ।  
যদি ভদ্রা এব দ্বাদশী এব অভ্যধিকা বর্দ্ধিতা সতী ন হর্ষ্যহঃ ন একাদশী, তদা ইয়ং  
বঞ্জল্যতিথ্যা বঞ্জলী নারী মহাবাদশী ।

নন্দাদি ত্রিতয়াঘয়েতু একাদশী-দ্বাদশী-ত্রয়োদশী যুক্ততু সা ত্রিম্পৃশা মহতী  
দ্বাদশী । পূর্ব্বণি অমাবস্তায়াং পূর্ণিমায়াঞ্চ পূর্ণে ষষ্টি দণ্ডাত্মকে ভূত্বা পরদিনে  
নির্গতে সতি পক্ষবর্দ্ধন্তপি মহাবাদশী ত্র্যাং । ত্রাদিতি সর্ব্বত্রাশ্রয়ঃ ।

শুদ্ধ অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ শূন্য একাদশী যদি বৃদ্ধি হয় অথচ দ্বাদশী  
বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহার নাম উন্নীলনী মহাবাদশী । আর দ্বাদশী মাত্র বৃদ্ধি  
হয়, কিন্তু একাদশী বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ইহা বঞ্জলী নামে মহাবাদশী হয় ।

নন্দাদি ত্রিতয় অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী একদিনে সংযুক্ত হইলে  
তাহার নাম ত্রিম্পৃশা মহাবাদশী । অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা পূর্ণ অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ড  
হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে তাহা পক্ষবর্দ্ধন নামে মহাবাদশী হয় ।

আদিত্যেন জয়া, হুচ্যুতেন বিজয়া

পুষ্পেণ পাপাপহা,

রোহিণ্যাচ জয়ন্তিকাপি চতস্য

বৃক্ষং দিনাদে ভবেৎ ।

পূর্ণ কোন মতাদিকঞ্চ হরিভা

ধিকোচ ভাস্তভু'জি,

ঋ'ক্ষাধিক্য সমত্বয়ো স্ত দিনতঃ

প্রাগ্ভে চ'স্পশ্চাদ্রতঃ ॥

কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা

অয়মর্থঃ । পুনর্ব্বর্ষযোগে জয়া, শ্রবণযোগে বিজয়া, পুষ্পযোগে পাপ-  
নাশিনী, রোহিণীযোগে জয়ন্তী । এতাস্থ নক্ষত্র প্রযুক্তাস্থ চতস্যসু দ্বাদশীদিনে  
স্বর্ঘ্যোদয়া দারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্ । ভ্রাস বৃদ্ধি পর্য্যালোচনয়া  
নক্ষত্র ন্যূনত্ব সাম্যাধিক্যোশ্চ সংশপি । রোহিণী শ্রবণো চেৎ ষষ্টি ষটিকে ভূত্বা  
পার্লণ দিনে বর্দ্ধিতে, তদা নক্ষত্র মধ্যএব পার্লণং । যদা নক্ষত্র বৃদ্ধৌ স্বর্ঘ্যোদয়াৎ  
প্রাক্ প্রযুক্তানি নক্ষত্রাণি সাম্য মাধিক্যং বা ভজন্তে, তদা আস্বর্ঘ্যোদয়া হুপর্ঘ্যেব  
বা নক্ষত্রেণ ভবিতব্য মিতি ন নিয়মঃ ।

চীকা সরলা । নক্ষত্র নিয়ম মাহ । আদিত্যেন পুনর্বসু নক্ষত্রেণ যোগে জয়া, অচ্যুতেন শ্রবণা নক্ষত্রেণ যোগে বিজয়া, পুষ্পেণ পুষ্পা নক্ষত্রেণ যোগে পাপহা পাপনাশিনী, রোহিণ্যা রোহিণী নক্ষত্রেণ যোগে জয়ন্তিকা জয়ন্তী অপি ।

এতাসু নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতস্রসু জয়াদিষু দ্বাদশী দিনে দিনাদেঃ সূর্য্যোদয়া দারভ্যা প্রবৃত্তং ঋকং নক্ষত্রং ত্রাস-বৃদ্ধি পর্য্যালোচনয়া পূর্ণং সূর্য্যোদয়া দারভ্যা পর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তং বষ্টিদণ্ডং কিম্বা উনং বষ্টি দণ্ডা কীনং অথবা অধিকং বষ্টি দণ্ডাদধিকং চ চেৎ, তদাব্রতং ভবেৎ ।

হরিভাষিকো রোহিণী-শ্রবণা নক্ষত্র বর্দ্ধিতত্বে সতি ভাস্করভূজিঃ নক্ষত্র মধ্য এব পারণং, দিনতঃ প্রাক্ সূর্য্যোদয়াং পূর্বে অরুণোদয় দারভ্যা ভে নক্ষত্রে চ প্রবৃত্তে সতি ঋকাদিকা-সমস্বয়ো স্ত ঋকাদ্যাং নক্ষত্রাণাং আধিকা সমস্বরোঃ সত্যোঃ আধিক্যে বর্দ্ধিতত্বে সমস্বৈ পূর্ণত্বে চ সতি পশ্চাৎ পূর্ণ নক্ষত্র দিনে দ্বাদশ্যাং ব্রতং ভবেৎ । নক্ষত্রাণি অপার সূর্য্যোদয়াং উনানি চেৎ ব্রতং, ন শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ।

পুনর্বসু যোগে জয়া, শ্রবণা যোগে বিজয়া, পুষ্পা যোগে পাপনাশিনী ও রোহিণী যোগে জয়ন্তী হর ।

এই নক্ষত্র প্রযুক্ত জয়াদি চারিটিতে দ্বাদশী দিনে । নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্বে না হইয়া সূর্য্যোদয়ের সমকালে আরম্ভ হইয়া ত্রাস-বৃদ্ধি পর্য্যালোচনায়সারে পূর্ণ অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বষ্টি দণ্ড হইলে কিম্বা উন অর্থাৎ বষ্টি দণ্ড হইতে কম হইলে অথবা বষ্টি দণ্ড হইতে অধিক হইলে ব্রত হইবে ।

রোহিণী এবং শ্রবণা নক্ষত্র বর্দ্ধিত হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ হইবে ।

কিম্বা নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই নক্ষত্র সকল পূর্ণ অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের সমান অথবা অধিক হইলে ( কত অধিক তার নিয়ম নাই ) পশ্চাৎ অর্থাৎ পূর্ণ নক্ষত্র দিনে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে । নক্ষত্র সকল অপর সূর্য্যোদয়ের কম হইলে ব্রত হইবে না ।

হিমা বৈষ্ণব মন্তসম্ব মিতরে

স্বক্লেষু ভদ্রা তিথে,

স্তত্রাক্ষাগণি তৎপ্রথণ্ডন ইহৈ

বাহ্নি ব্রতং পারণং ।

অন্তশ্চি রথিকা তিথি যদি ভতো

ভাস্তে ইন্তবুদ্ধো তিথে ;

রন্তঃ পারণকং ভবেদিতি মহা

ষ্টদ্বাদশী নির্ণয়ঃ ॥

কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃতব্যাখ্যা ।

অমরর্থঃ । শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যাঃ অন্তময় পর্য্যন্ততা ভবিতবৈব, শ্রবণে তু অন্তাৎ প্রাগপি সার্কিয়ামা হুপরি দ্বাদশী সমাপ্তৌ তদহরে-  
বোপবাসঃ । পারণ দিনে নক্ষত্র তিথ্যো রহুবৃত্তৌ যদি তিথে রথিকং নক্ষত্রং,  
তর্হি তিথিমধ্য এব পারণং দ্বাদশী লজ্বনশ্চ শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ । তিথ্যাধিক্যেতু  
নক্ষত্র নষ্টে পারণং, ন প্রাক্ । ইত্যেব অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ঃ ।

টীকা সরলা । দ্বাদশী নিয়ম মাহ । বৈষ্ণবং শ্রবণা নক্ষত্রং হিত্বা ত্যক্ত্বা  
ইতরেষু ঋক্ষেষু নক্ষত্রেষু পুনর্ব্বসু-পুষ্যা-রোহিণীষু ভদ্রাতিথে দ্বাদশ্যাঃ অন্তসম্বৎ  
স্বর্যাস্তময় পর্য্যন্তত্বং অপেক্ষণং । তত্র শ্রবণেতু স্বর্যাস্তময়াৎ অর্কাগপি মধ্যোহপি  
তৎপ্রথণ্ডনে ( ‘তস্তা দ্বাদশ্যাঃ প্রথণ্ডনং যস্মিন অহনি’ ) দ্বাদশী প্রথণ্ডনে  
স্বর্যাস্তময়াৎ পূর্ব্বং সার্কিয়ামাহুপরি দ্বাদশী পরিসমাপ্তৌ ইহৈব অহ্নি দিবসে ব্রতং  
ভবেৎ । অন্তশ্চিন্ পরদিনে পারণং ভবেৎ ।

যদি ভতো নক্ষত্রাৎ তিথি রথিকা শ্রাৎ তদা ভাস্তে নক্ষত্রাস্তে পারণং ।  
অন্তবুদ্ধো নক্ষত্রবুদ্ধো রোহিণী-শ্রবণাবুদ্ধো তিথে দ্বাদশ্যাঃ অন্তর্ম্মধ্যে পারণকং  
দ্বাদশী মধ্যে এব পারণং ভবেৎ । ইতি মহাষ্ট দ্বাদশী নির্ণয়ঃ । অষ্ট মহাদ্বাদশী  
নির্ণয়ঃ ।

শ্রবণা ভিন্ন পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও রোহিণীতে দ্বাদশীর স্বর্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত  
অপেক্ষা অর্থাৎ দ্বাদশী স্বর্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিলে ব্রত হইবে, কম হইলে  
হইবেনা । শ্রবণাতে স্বর্যাস্ত সময় মধ্যে দ্বাদশী খণ্ডিত হইলে অর্থাৎ স্বর্যাস্তের  
পূর্ব্বং সার্কি যামের উপরে ( দেড়প্রহরের অধিক ) দ্বাদশী থাকিলে সেই দ্বাদশী  
দিনেই ব্রত হইবে ।

দেড়প্রহরের কম হইলে হইবেনা । পরদিনে পারণ হইবে । পারণ দিনে  
তিথি নক্ষত্রের অহুবৃত্তি অর্থাৎ নির্গম হইলে যদি নক্ষত্র হইতে তিথি অধিক  
হয়, তবে নক্ষত্রাস্তে পারণ হইবে । নক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী ও শ্রবণার বৃদ্ধি হইলে  
দ্বাদশী মধ্যেই পারণ হইবে । দ্বাদশী লজ্বনে শতশঃ অর্থাৎ বহু বহু দোষ ক্রটি  
আছে ।

দলপতি রাজও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।—নৃসিংহ প্রসাদ কালনির্ণয় সার প্রণেতা দলপতি রাজের মত প্রদর্শিত হইতেছে।

দলপতি অষ্ট মহাবাদনীকে নিত্য বলেন,—গোষ্ঠামিপাদ নিত্যতা বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন, দলপতিও তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। দলপতি একাদশী ত্যাগ করিয়া অষ্ট মহাবাদনীতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অষ্ট মহাবাদনীতে দলপতি গোষ্ঠামিপাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে দলপতি যে নিয়ম বলিয়াছেন, তাহা এই ;—

### নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সারে

অত্র চতুস্তয় বাদনীষু সূর্য্যোদয়াদারভ্য নক্ষত্রাণি হ্রাস-বৃদ্ধিত্যাং নূনত্বং সাম্য-মাধিক্যং বা ভজন্তে, ন প্রাক্। সূর্য্যোদয়াং প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্য-মাধিক্যং বা ভজন্তে, তদা ব্রতং স্তাৎ।

ত্রৈষেযু পুষ্টা-পুনর্কসু-রোহিণীষু বাদস্তা অন্তময় পর্য্যন্ততা অতিমতা। শ্রবণেতু সার্কি ত্রিয়াম পর্য্যন্ততা অতিমতা।

এই জয়াদি চারিটি বাদনীতে নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হইতে নহে, সমকাল হইতে আরম্ভ হইয়া হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে নূনত্ব, সমত্ব, কিম্বা অধিকত্বকে ভজন করে, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সাম্য কিম্বা অধিক্যকে ভজন করে, তবেই ব্রত হইবে। কম হইলে হইবে না।

এই নক্ষত্র সকলের নিয়ম বলিয়া বাদনীর নিয়ম বলিতেছেন।

পুষ্টা-পুনর্কসু ও রোহিণীতে বাদনী অন্তময় অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকি আবশ্যক। আর শ্রবণাতে সার্কি ত্রিয়াম ( সাড়ে তিন প্রহর ) পর্য্যন্ত থাকি আবশ্যক।

শ্রবণ-বাদস্তা স্ত বিশেষঃ। অত্র শ্রবণ যুক্ত-বাদনী মহাবাদনী এব। নক্ষত্র প্রবৃত্তাসু চতুস্তয় শ্রবণ-বাদনী একা, কদাচিৎ বা একাদশী অসৌ বাদনী।  
অত্র প্রমাণং

নারদীরে।

মহি-ন প্রাপ্যতে ঋকং বাদস্তাং বৈষ্ণবংকচিৎ।

একাদশী তদোপেক্ষা পাপরী শ্রবণাঘিতা ॥ ইতি।

তত্ তত্ অষ্টৌ মহাবাদস্তাঃ।

শ্রবণা-ঋদশীতে যে কিছু বিশেষ তাহা বলা যাইতেছে।

অল্প শ্রবণযুক্ত ঋদশী মহাঋদশীই বটে। নক্ষত্র প্রযুক্ত এই জন্মাদি চারিটী মহাঋদশী মধ্যে শ্রবণা-ঋদশী একা, কোন সময়ে বা একাদশীই এই শ্রবণা ঋদশী তাহার প্রমাণ।

নারদীয়ে।

ঋদশীতে দিবারাত্রের যে কোন সময়েও যদি শ্রবণা নক্ষত্র না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশী উপোষ্টা; সে পাপ নাশ করে। অতএব তাহার অষ্ট মহাঋদশী।

ঋদশীতে শ্রবণা না পাইয়া একাদশীতে শ্রবণা পাইলে একাদশীই অষ্ট মহাঋদশী। একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া ঋদশীতে যে কোন সময়ে শ্রবণা পাইলে ঋদশীই অষ্ট মহাঋদশী। উভয় দিনে ঋদশীতে শ্রবণা পাইলে প্রথম দিন প্রথম বিকুশ্ৰবল হয়।

অষ্ট মহাঋদশী নিত্য, একাদশীও নিত্য, উপর্যুপরি দুইটী নিত্যব্রত করা নিষিদ্ধ। একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া ঋদশীতে শ্রবণা পাইলে ঋদশীই উপোষ্টা একাদশী উপোষ্টা নহে।

দলপতি পার্শ্বে গোত্রামিপাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

দলপতি-কালনির্ণয়কার রামচন্দ্র ভট্টাদির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

যদ্যশ্রবণৈকাদশ্যাং ঋদশীব্রতং প্রাপ্নোতি, তদা একাদশী ব্রতেন ঋদশীব্রতং সিদ্ধং তদ্বৈ। যদা একাদশী সম্পূর্ণা, তদা একাদশ্যাং পৃথগুপবাসঃ, শ্রবণ ঋদশ্যাং পৃথগুপবাসঃ। ইতি কালনির্ণয়াদি কারা কাম্যবাদিনো রামচন্দ্র ভট্টাদয়ঃ।

যখন শ্রবণৈকাদশীতে ঋদশী ব্রত পাওয়া যায়, তখন সংক্ষেপে একাদশী ব্রত বারাই ঋদশী ব্রত সিদ্ধ হয়।

যখন একাদশী সম্পূর্ণা হয়, সেই সময় একাদশীতে পৃথক উপবাস ও শ্রবণা ঋদশীতে পৃথক উপবাস হইবে। ইহা কালনির্ণয়াদিকার কার্যবাদী রামচন্দ্র ভট্টাদিরা বলিয়াছেন।

রামচন্দ্র ভট্ট কালনির্ণয়ে অষ্ট মহাঋদশীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মতে অষ্ট মহাঋদশী। উন্নয়নী। পূর্ণা একাদশী বর্জিত হইয়া ঋদশী দিনে নির্গত হইলে ঋদশী ত্রয়োদশী দিনে কলা কলার্ককাল থাকিলে অর্থাৎ পার্শ্বপক্ষ

পাঠ করিয়া জলবিন্দু পান করিতে যে সময় লাগে সেই পর্য্যন্ত থাকিলে খণ্ডা উপোষ্য, পারণ যোগ্য কাল না থাকিলে পূর্ণা উপোষ্য।

পূর্ণাপেকাদশী ত্যাজ্যা বর্জিতে স্থিতয়ং যদি।

দ্বাদশ্যাং পারণা হলাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে ॥

দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলে বজ্রলী, অমা ও পূর্ণা বৃদ্ধি হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হয়। বজ্রলী এবং পক্ষবর্দ্ধনী হইলে একাদশী এবং দ্বাদশী উভয়ই উপোষ্য। তিনি শ্রবণা দ্বাদশী ও বিজয়া মহাদ্বাদশীকে ভিন্ন না করিয়া এক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বাদশী ও শ্রবণার স্থিতিকালের নিয়ম বলেন নাই।

অথ শ্রবণা দ্বাদশ্যা স্ত দিতর মহাদ্বাদশীনাঞ্চ নির্ণয়ঃ

শ্রবণা দ্বাদশী এবং তদিতর মহাদ্বাদশী সকলের নির্ণয় করা বাইতেছে।

অত্র শ্রবণ দ্বাদশ্যাং অল্প শ্রবণ যোগে হপি দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি ভবত্যেব।

তথাচ মাংস্ত্রে—

দ্বাদশী শ্রবণা যুক্তা কৃত্বা পুণ্যতম্বা তিথিঃ।

নতু সা তেন যুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্ততে ॥

শ্রবণা দ্বাদশীতে অল্প শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি হইবেই।

প্রমাণ মংস্ত্রপুরাণে—

শ্রবণা যুক্ত সমস্ত দ্বাদশীতিথি অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম, যে পর্য্যন্ত শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশী থাকে, সেই পর্য্যন্তই যে পুণ্যতম তাহা নহে।

অথ বিদ্ধাধিকার। দিনদ্বয়েহপি শ্রবণা যোগে একাদশীযুতা গ্রাহা।

নারদীয়ে—

সংস্পৃষ্টেকাদশীং রাজন দ্বাদশীং যদি সংস্পৃশেৎ।

শ্রবণং জ্যোতিষাঃ প্রকৃত্যং বাপোহতি ॥

বিদ্ধাধিকার বলা বাইতেছে।

সুর্বাশ্বিন একাদশী যুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ, পরদিন দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ অর্থাৎ শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী পরদিনে নির্গত হইয়াছে। তখন একাদশী যুক্ত গ্রাহ।





ইতি বিষ্ণু ধর্মোত্তরীয় বচনেন বিরোধো ।

মৈবং “একাদশী যুগোষ্ঠেব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।

ন চাত্র বিধিলোপঃ স্মা তুভয়ো দেবতাই হরি” রিতি ॥

ভবিষ্যোত্তরাং—

অশক্তেন তু শ্রবণ দ্বাদশ্যুপবাসঃ কৰ্তব্যঃ ।

তথাচ নারদীয়ে—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যং বিষ্ণুধ্বংসে সংযুতাং ।

একাদশ্যুভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং ॥

বাজ পেয়ে তথা যজ্ঞে কন্দহীনো হপি দীক্ষিতঃ ।

সর্বং ফল মবাপ্নোতি অন্নাতো হ্যপ্যহতোপি সনু ॥

এব একাদশীং ত্যজ্য দ্বাদশ্যং সমুপোষণাৎ ।

পূর্ব বাসরজং পুণ্যং সর্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং । ইতি ॥

পূর্বদিন একাদশী পরদিন শ্রবণ দ্বাদশী হইলে শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস করিবেন ।

স্কন্দপুরাণে—

তাত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণই যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় । তাহাতে উপবাস করিলে মহা ফল হয় ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে । “পারণের শেষ পর্য্যন্ত ত্রত, ত্রতান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন । পূর্ব ত্রত সমাপ্ত না হইলে অন্ত ত্রত করিবেই না ।”

এই বিষ্ণু ধর্মোত্তরীয় বচনের সহিত বিরোধ হয়, এই রূপ বলাও উচিত নহে, কারণ,

“একাদশীর উপবাস করিয়াই দ্বাদশীর উপবাস করিবে, ইহাতে বিধি লোপ হইবে না, যেহেতু উভয়ের দেবতাই হরি ।”

ভবিষ্যোত্তরে এই বিধান আছে ।

অশক্তি ব্যক্তি শ্রবণ দ্বাদশীর উপবাস করিবে ।

নারদীয়ে—

শ্রবণা নক্ষত্রবৃত্ত পুণ্য দ্বাদশীর উপবাস করিলে একাদশী সমুত্ত সমস্ত পুণ্যই মানবগণ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই ।

বাক্যপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি কৰ্ম্মহীনই হউক, সৰ্গম্মাই হউক, স্নাতই হউক, অস্নাতই হউক, হতই হউক, অহতই হউক সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে পূৰ্ব্ব বাসরজ ( একাদশীর উপবাস জনিত ) সমস্ত পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, একাদশ্যা মেব শ্রবণং তদা একাদশী ব্রতং দ্বাদশী ব্রতস্ত তদ্ব্রতং।

### তথাচ নারদীয়ে—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।

একাদশী তদোপোষ্যা পাপম্নী শ্রবণাঘ্নিতা ॥

যখন দ্বাদশীতে শ্রবণা না হইয়া কেবল একাদশীতেই শ্রবণা হয়, তখন একাদশী ব্রত এবং দ্বাদশী ব্রত তদ্বৈ অর্থাৎ সংক্ষেপে এক উপবাসেই সিদ্ধ হয়।

### প্রমাণ নারদীয়ে—

দিবরাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা নক্ষত্র যদি দ্বাদশীতে না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশীতেই উপবাস করিবে। এই একাদশী পাপম্নী।

এইহার পর বুধ যুক্ত শ্রবণা দ্বাদশীর প্রশংসা করিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

### যথা নারদীয়ে—

শ্রবণা দ্বাদশী যোগে বুধবারে ভবেন্দ্রদা।

অত্যন্ত মহতী জ্যেষ্ঠা দ্বাদশী সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ইতি।

বুধবারে শ্রবণা ও দ্বাদশীর যোগ হইলে সেই দ্বাদশী অত্যন্ত মহতী হয়। ইতি।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তের মহাদ্বাদশীজয়ে সূর্য্যোদয় দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাং। অন্তময় পর্য্যন্তত্বং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতং।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীত হইল। নক্ষত্র প্রযুক্ত অষ্ট মহাদ্বাদশী জয়ে সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নক্ষত্র সঙ্কলের এবং অন্ত সমস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা আছে। অন্তের পর দ্বাদশী থাকুক বা না থাকুক, তাহার অপেক্ষা নাই।

বজ্রলী, পক্ষবর্ধনী, শ্রবণা দ্বাদশী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী কাম্য। শক্তব্যক্তি একাদশী ও দ্বাদশী দুই উপবাস করিবেন।

“কাম্যং নিত্যশ্চ বাধকং।”

এই ত্রায়াম্বুসারে অশক্ত ব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। এই স্মার্ত্ত রামচন্দ্র ভট্টের মত। নির্ণয়সিদ্ধকারও অষ্ট মহাদ্বাদশীকে কাম্য বলিয়াছেন।

স্মার্ত্ত রামচন্দ্র ভট্ট কাম্যবাদী হইয়াও জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে তিথি নক্ষত্রের নিয়ম বলিয়াছেন।

ত্রত নির্ণায়ক কারিকা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করা বাইতেছে।

প্রশ্ন। এই সমস্ত নিয়মের শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় যুক্তি কি? না থাকিলে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে কি রূপে?

প্রথম উত্তর। বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্ট-পাদের কারিকা সকল সূত্রভাষ্যাদিশাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। বর্ত্তমানে প্রায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে পারেন না। অথচ সংহিতা পুরাণের স্তায় কারিকাগুলি স্মার্ত্তগণ প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

মাধবীয় কারিকা সকলও শাস্ত্র এবং যুক্তি সম্মত। মাধবীয় কারিকাগুলিরও অধিকাংশই বর্ত্তমানে প্রায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন না। অথচ সংহিতা পুরাণের স্তায় কারিকাগুলিকে স্মার্ত্তগণ প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ নৃসিংহপরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাগুলিও শাস্ত্র যুক্তি সম্মত। কৃষ্ণদেবাচার্য্য তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কারিকা সকল শাস্ত্র যুক্তি সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

বর্ত্তমানেও কোন পণ্ডিত ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ তিথি নক্ষত্রের নিয়মগুলি সংহিতা পুরাণের স্তায় প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

যদি ভট্ট-পাদের কারিকা ও মাধবীয় কারিকা শাস্ত্র যুক্তি সম্মত হয়, তবে নৃসিংহপরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাগুলি শাস্ত্র যুক্তি সম্মত হইবে না কেন? এইরূপ ভট্ট-পাদের কারিকা, মাধবীয় কারিকা প্রমাণ, সেইরূপ নৃসিংহ পরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাও প্রমাণ।

৪মঃ অধ্যায়ঃ ] ত্রত নির্ণায়ক কারিকার প্রামাণ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বৃত্তি প্রদর্শন ৯৭

দ্বিতীয় উত্তর। যেখানে শাস্ত্র পাওয়া যায় না, সেইখানে বহু নিবন্ধকারের কল্পনাও শাস্ত্র।

### দৃষ্টান্ত শুদ্ধিতত্ত্বে—

যাবদশৌচঃ তাবৎ পিণ্ডান্ দত্তাৎ।

যে পর্য্যন্ত অশৌচ, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ অশৌচকাল মধ্যে দশটি পুরক পিণ্ড দান করিবে।

অবাগদত্তায়াঃ কন্তায়া একাহেন দশানাং পিণ্ডানাং দানাহুরোধাৎ একাহা-  
শৌচঃ সর্বৈব নিবন্ধ-ভিঃ কল্যাতে।

### তথাচ ঋত্বশৃঙ্গঃ—

অপুত্রস্ত চ বা পুত্রী সা পি পিণ্ড প্রদা ভবেৎ।

তস্ত পিণ্ডান্ দশৈতান্ বা একাহেনৈব নির্কপেৎ ॥

অবাগদত্তা কন্তার একাহে দশ পিণ্ড দানের অহুরোধে সমস্ত নিবন্ধকারেরাই  
অবাগদত্তা কন্তার একাহ অশৌচ কল্পনা করিয়াছেন।

ঋত্বশৃঙ্গ বলিয়াছেন,—

অপুত্রকের যে পুত্রী সেও পিণ্ডপ্রদা হয়, তার এই দশটি পুরক পিণ্ড এক  
দিনেই দিবে।

কৃত-চূড়কন্তা বাগদান পর্য্যন্তঃ একাহেন দশ পিণ্ডান্ দত্তাৎ। বাগদানান্তর-  
কালেতু ত্রিরাত্রেণেতি হারলতা প্রভৃতয়ঃ।

কৃত চূড়কন্তা বাগদান কাল পর্য্যন্ত একদিনে দশটি পুরকপিণ্ড দান করিবে।  
বাগদানের পর সমুদ্রে তিন দিনে দশটি পিণ্ড দান করিবে। অবাগদত্তা কন্তার  
একাহ, বাগদত্তা কন্তার ত্রিরাত্র অশৌচ।

সেইরূপ—

এই জয়াদি মহাষাধনী চতুর্দশে তিথি নক্ষত্রের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা  
বহু নিবন্ধকারের কল্পিত।

নৃসিংহ পরিচর্যা ধৃত কারিকা প্রণেতা, নৃসিংহপরিচর্যা প্রণেতা কৃষ্ণদেবাচাৰ্য্য,  
কালনির্ণয় প্রণেতা রামচন্দ্র ভট্ট, হরিভক্তিবিলাস প্রণেতা গোপাল ভট্ট  
গোঁস্বামীও সনাতন গোঁস্বামী, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার প্রণেতা দলপতি  
রাজ, এই সমস্ত বহু নিবন্ধকারের কল্পনাও শাস্ত্র।

তৃতীয় উত্তর। শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক তৃতীয় উত্তর করা যাইতেছে,—  
জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী, এই ব্রত চতুর্দশ বিধেয় কর্তব্য অর্থাৎ বিধি-  
প্রতিপাত্ত কর্তব্য উপবাস। বিধেয় কর্তব্যমাত্রই বিধি, নিয়ম, এবং পরিসংখ্যার  
অধীন হইবেই হইবে। জয়াদিতে বিধি এবং পরিসংখ্যার বিষয় যাইবে না,  
তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে। জয়াদি নিয়মের অধীন, এখন জয়াদিতে নিয়ম  
নিবেশ করা যাইতেছে।

১ম যুক্তি। “সিদ্ধে সত্যারম্ভে বিধি নিয়মায়” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে সিদ্ধ  
থাকিতে আরম্ভ হইলে নিয়ম হয়। যথা—

একাদশীযুক্ত শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্কর্ষ, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্পা বোগে  
যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয় এবং একাদশী স্পর্শশূন্য শুক্লা  
দ্বাদশীতে পুনর্কর্ষ, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্পাবোগে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী  
ও পাপনাশিনী হয়।

একাদশীযুক্ত দ্বাদশী দ্বারা সিদ্ধ থাকিতে পুনরায় একাদশী স্পর্শ শূন্য দ্বাদশী  
দ্বারা আরম্ভ হইল বলিয়া নিয়ম করার আবশ্যক হইতেছে।

২য় যুক্তি। একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হইলে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল  
হয়। পরদিনে শ্রবণা ও দ্বাদশীর প্রায়ই নির্গম হয়। (১)

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের ত্রায় একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত পুনর্কর্ষ  
রোহিণী এবং পুষ্পার বোগ হইলেও পরদিনে তিথি নক্ষত্রের প্রায়ই নির্গম হয়।

এইরূপ স্থলে একাদশীর উপবাসে তত্ত্ব অর্থাৎ সংক্ষেপে জয়াদির উপবাসও  
হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জয়াদি মহাদ্বাদশীর পৃথক নির্দেশের সার্থকতা  
থাকে না, এই এক কারণ; একাদশীর ত্রায় অষ্ট মহাদ্বাদশীও পৃথক নির্দিষ্ট  
এবং নিত্য, অতএব পৃথক উপোষ্য, এই অন্য কারণ; ব্রহ্মবৈবর্তে,—অষ্ট মহা-  
দ্বাদশীকেও একাদশী ব্রত বলা হইয়াছে, (২) এই অপর কারণ; এই তিনটি

(১) একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী বর্জিত হইয়া পরদিনে কিবা কিছা দ্বাদশিতে  
নিবৃত্ত হইলে পূর্বদিন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণা, দ্বাদশীকে স্পর্শ করিয়া  
সেইদিনে নিবৃত্ত হইলে এবং দ্বাদশী পরদিনে নির্গত হইলেও প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। এই জন্ম প্রায়  
বলা হইয়াছে।

দ্বাদশীর নির্গম না হইয়া পরদিনে শ্রবণার নির্গম হইলে বা না হইলে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়।  
দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে দ্বাদশীর সম হয়।

(২) বৈকুণ্ঠোপবাস ব্রত নীমাংসা। ৪৮/৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫মঃ অধ্যায়ঃ ] ব্রত নির্ণায়ক কারিকার প্রামাণ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র যুক্তি প্রদর্শন ৯৯  
 কারণরূপতঃ একাদশী স্পর্শ শূন্য দ্বাদশীতে নক্ষত্রযোগে জয়াদি চারিটী মাহাদশী  
 ব্রত হইবে । আবার নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে পারণের বিধানও রহিয়াছে । যথা—

### ভবিষ্যোত্তরে—

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ ।

তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাব য়ৈকশ্চ সংক্ষয়ঃ ॥

বিশেষণ মহীপাল ! শ্রবণং বর্জ্য তে যদি ।

তিথিক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লভ্যয়েৎ ॥

তিথি নক্ষত্র যোগে উপবাস হইলে যে পর্য্যন্ত একের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত  
 ভোজন করিবে না । বিশেষতঃ শ্রবণা বর্জিত হইলে দ্বাদশীক্ষয়ে ভোজন করিবে  
 না, দ্বাদশী মধ্যেই ভোজন করিবে, দ্বাদশী লভ্যন করিবেই না ।

“দ্বাদশীং নৈব লভ্যয়েৎ” এই বাক্য দ্বারা শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে পারণের অবশ্য  
 কর্তব্যতা রহিয়াছে ।

“একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্তত্রাপি পরিকল্পাতে বাধকাতাব্যং ।”

এই ত্রায়ায়সারে পুনর্ব্বক্ষ, রোহিণী, ও পুষ্যায়ুক্ত দ্বাদশীতেও পারণের  
 অবশ্য কর্তব্যতা স্বীকার্য্য, অর্থাৎ পুনর্ব্বক্ষ, রোহিণী ও পুষ্যানক্ষত্র দ্বাদশী হইতে  
 অধিক হইলে দ্বাদশীতেই পারণ করিবে ।

তিথি নক্ষত্রের যোগমাত্রে উপবাস হইলে দ্বাদশীতে পারণ বিধান ব্যর্থ হয়,  
 আর দ্বাদশীতে পারণ হইলে দ্বাদশীতে উপবাস বিধান ব্যর্থ হয় । পারণোপবাস  
 শাস্ত্র্য্য লক্ষণ দোষ হয় বলিয়া নিয়ম করার আবশ্যক হইতেছে । “ঋক্ষান্তে  
 পারণং কুর্য্যাৎ” ইহার বিষয় দ্বাদশী ভিন্ন তিথিতে ।

৩য় যুক্তি । বিধি, নিয়ম, পরিসম্ব্যা, এই তিন প্রকার প্রধান বিধি শাস্ত্রে  
 উক্ত হইয়াছে । বিধের কৰ্ম্মমাত্রই ত্রিবিধ বিধির অন্তর্ভুক্ত ।

জয়াদি বিধি হইবে না, যেহেতু অত্যন্ত অপ্রাপ্তি নাই । একাদশীযুক্ত  
 দ্বাদশীতেও নক্ষত্রযোগে জয়াদি হইতে পারে, একাদশী স্পর্শশূন্য দ্বাদশীতেও  
 নক্ষত্রযোগে জয়াদি হইতে পারে ।

পরি সম্ব্যাও হইবে না, কারণ ঋত্বার্থের পরিত্যাগ, অঋত্বার্থের কল্পন,  
 প্রাপ্তির বাধ ও অন্ত্রাযোগব্যবচ্ছেদ থাকিলে পরিসম্ব্যা হয়, জয়াদিতে তাহা  
 নাই । সুতরাং পারিশেষ্যক্রমে নিয়মই হইতেছে । নিয়মে ঋত্বার্থের পরিত্যাগ,  
 অঋত্বার্থের কল্পন, এবং স্বা যোগ ব্যবচ্ছেদ থাকে । জয়াদিতে তাহা আছে ।

জয়াদিতে—তিথি নক্ষত্র যোগে ব্রত হয়, এই অশ্রুতার্থের ত্যাগ ; সূর্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম ও উন হইলে ব্রত হইবে, আর সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের সম ও অধিক হইলে ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না, এই নক্ষত্র নিয়ম এবং পুনর্কল্প, রোহিণী ও পুষ্যতে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত দ্বাদশী থাকিলে আর শ্রবণাতে সার্ব্ববাসের উপরে সূর্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী পরিসমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে, এই তিথি নিয়ম, ইহাই অশ্রুতার্থের কল্পন। তাহাতে স্বাবোগ ব্যবচ্ছেদ এই,—স্বপদে তিথি নক্ষত্রের যোগ, তার অবোগের ব্যাবৃতি। সুতরাং তিথি নক্ষত্রের যোগ থাকা দেখা গেল।

অশ্রুতার্থের কল্পনেও তিথি নক্ষত্রের যোগ অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং নিয়মে ব্রহ্মপুরাণের বচন সমূহই প্রমাণ হইল।

জয়াদি চতুর্থে নিয়ম করাতেই নিয়মের প্রমাণ জন্ত আর শাস্ত্র প্রদর্শনে আবশ্যক হইতেছে না।

ব্রহ্মপুরাণের বচন যথা—

দ্বাদশ্যাস্ত্র সিতে পক্ষে ঋকং যদি পুনর্কল্পঃ ।

নান্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনা মুক্তমা তিথিঃ ॥

যদাত্ত শুক্ল দ্বাদশ্যং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ ।

বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনা মুক্তমা তিথিঃ ॥

যদাত্ত শুক্লদ্বাদশ্যং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে ।

জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্বপাপ হরা তিথিঃ ॥

যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিং ।

তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী ॥ (১)

ইত্যাদি বচনসমূহই নিয়মেরও শাস্ত্র। এই নিয়মে নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে পার্ণবে সার্বকতা থাকে, এবং নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাসেরও সার্বকতা থাকে।

পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মের বীমাংসার শাস্ত্রীয় প্রমাণ না পাইলেই পণ্ডিতগণ নিয়ম কল্পনা করিয়া থাকেন। উপবাসেরও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, পার্ণবেও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি থাকায় “নিয়মঃ পাক্ষিকেসতি” এই লক্ষণেরও সঙ্গমন হইল। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে খণ্ডা একাদশী ত্যাগ।

“একাদশ্যাঃ নিরাহার” এই মন্ত্রেই অষ্ট মহাষাদশীতে পারণ ।

এখন শ্রবণা দ্বাদশী বলা যাইতেছে ।

\* ইতি শ্রীধরুপদামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে অষ্ট মহাষাদশী নির্ণয়ো নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ । \*

## ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

শ্রবণা দ্বাদশী

শ্রবণা দ্বাদশী সম্বন্ধে পক্ষকৃত্যে এবং মাসকৃত্যে যে প্রভেদ

তাহা প্রদর্শিত হইতেছে

পক্ষকৃত্যে ।—

সূর্য্যোদয় সময়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা নক্ষত্র অহোরাাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম ও উন হইলে, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা-নক্ষত্র অহোরাাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে। উন হইলে হইবে না। আর দ্বাদশী দেড় প্রহরের অধিক হইয়া সূর্য্যাস্তের পূর্বে পরিসমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে। দেড় প্রহরের কম হইলে হইবে না। একাদশীতেই উপবাস হইবে। পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাষাদশী বা শ্রবণা দ্বাদশীর এই নিয়ম।

এখানে শ্রবণা যোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। মহাষাদশী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে, একাদশীতে হইবে না।

মাস কৃত্যে—

মাস কৃত্যের—শ্রবণা দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগের অল্পতা দেখা যাইতেছে।

কাল নির্ণয়ে—

অত্র শ্রবণ দ্বাদশ্যাঃ অল্প শ্রবণ যোগে ২পি শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত মুণবাসাদি ভবন্ত্যব ।

শ্রবণা দ্বাদশীতে অল্প শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি হবেই।



### নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় মারে—

শ্রবণ দ্বাদশান্ত বিশেষঃ । অল্প শ্রবণবৃত্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশী এব ।

শ্রবণ দ্বাদশীতে যে কিছু বিশেষ তাহা বলা যাইতেছে । অল্প শ্রবণ বৃত্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশীই বটে ।

মাসি ভাদ্র পদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণাঘিতা ।

মহতী দ্বাদশীজ্যেষ্ঠা উপবাসে মহাফলা ॥

এই স্বাক্ষর বচনে শ্রবণ দ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে ।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ ।

তদা হসৌতু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥

এই যম বচনে শ্রবণ দ্বাদশীকে বিজয়া বলা হইয়াছে ।

সুভয়াং শ্রবণা দ্বাদশী ও বিজয়া মহাদ্বাদশী বটে ।

গোন্ধামি মতেও অল্প শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীর উপবাস হয় ।

### হরিভক্তি বিলাসে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে

অল্পো হপি অনয়ো যোগো ভবে ত্তিথি ভরো যদি ।

উপাদেয়ঃ স এব স্তা দিতজ্রোপবসেদ্ বৃধঃ ॥

তিথি নক্ষত্র অর্থাৎ দ্বাদশীও শ্রবণার অল্পযোগও যদি হয়, তবে তাহাই উপাদেয়, অর্থাৎ উপবাস যোগ্য । তাহাতেই উপবাস করিবে । “এব” শব্দ একাদশীর ব্যাবর্তক ।

### প্রমাণ নারদীরে—

তিথি নক্ষত্রয়ো যোগা যদা চেব নরাধিপ ।

দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্যেষ্ঠো অষ্ট যামিকঃ ॥

যে কোন সময়ে তিথি নক্ষত্রের ( দ্বাদশীও শ্রবণার ) দ্বিকল যোগও যদি লাভ হয়, তবে তাহাকে অষ্ট যামিক যোগ বলিয়া জানিবে । দুই কলাই

মাসিকৃত্যে,—অত্যল্প শ্রবণ যোগেও দ্বাদশীতে উপবাস হইবে, একাদশীতে হইবেনা । এই প্রভেদ ।

## মাসকৃত্যে দ্বিবিধ ভেদ

## কাল নির্ণয়ে

সুদ্বাদিকারা, দিনদ্বয়ে ২পি শ্রবণা যোগঃ স চ উত্তর দিন এব উদয় কাণীন  
স্তদা উত্তরা গ্রাহা । পূর্বদিন একাদশীর সহিত দ্বাদশীর যোগ হয় নাই, শ্রবণার  
যোগ হইয়াছে, পরদিন উদয়কালে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে ।

দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত, তখন পরদিন গ্রাহ ।

## প্রমাণ নারদীয়ে—

উদয় ব্যাপিনী গ্রাহা শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে ।

শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে দ্বাদশী উদয় ব্যাপিনী গ্রাহ । সূর্য্যোদয় সমকালে প্রবৃত্ত  
দ্বাদশী সেই রাজিতে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে ।  
দ্বাদশী অপর সূর্য্যোদয় বেধ করিলে বজ্রলী হইবে ।

এই এক প্রকার শ্রবণাদ্বাদশী ।

উত্তরাষাঢ়া সহ নির্গত দ্বাদশীতে দিবরাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ  
হইলেও শ্রবণাদ্বাদশী হইবে ।

## প্রমাণ হরিভক্তি বিলাস ধৃত নারদীয়ে—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ ।

একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণাঞ্চিভা ॥ ১৫ বি ২৫৩

বৈষ্ণবং ঋক্ষং শ্রবণং । কচিদ্ভিত্তি । রাত্ৰ্যাদৌ—

কশ্মিৎশ্চিৎ সময়ে ২পীত্যর্থঃ । ইতি দিগ্গদর্শনী । ২৫৩

দিবরাত্রির যে কোন সময়ে যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র না পায়, তাহা  
হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশী উপোষ্য । দিবরাত্রির যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে  
শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই উপোষ্য, একাদশী উপোষ্য নহে ।

এই অন্তপ্রকার শ্রবণা দ্বাদশী ।

শ্রবণা দ্বাদশীতে দ্বাদশী ক্ষয় হয় ।

এখন প্রশ্ন এই,—শ্রবণা যোগ মাত্রে যদি দ্বাদশীতে উপবাস হয়, তবে  
পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থল কোথায় থাকিবে ?

পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থল

উত্তর । শ্রাবণে, আশ্বিনে, মলভাদ্রে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে না ; এইরূপ স্থলে  
পক্ষকৃত্যের বিজয়ার সার্বকতা ।

বিশুদ্ধভাষেও বিজয়ার স্থল রহিয়াছে। পূর্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল, পরদিন দ্বাদশী দেড়প্রহরের অধিক বা সূর্য্যোস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত আছে। অবশ্য অপর সূর্য্যোদয় বেধ করিয়াছে। এইস্থলেও বিজয়ার সার্থকতা। বিজয়া বিষ্ণু শৃঙ্খলের উপমর্দক।

বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া বিজয়ার উপবাস হইবে।

অবশ্যদ্বাদশী ব্রত শীমাংসা। ১—১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

### সন্দেহ নিরাস

কেবাঞ্চি হুপমাত্রান্তি রিব শ্রুৎতৈব জায়তে।

কাহার কাহারও “ইব” শব্দ দেখিয়া উৎপ্রেক্ষা স্থলে উপমা ত্রাস্তি জন্মে।

সেইরূপ কাহার কাহারও হরিভক্তি বিলাসে অবশ্যদ্বাদশী প্রকরণে স্মার্তমত খণ্ডন প্রসঙ্গে দিগ্গমশ্রীতে—

“বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং অবশ্যযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তজ্জোপবাসাৎ।”

এইস্থলে “মহাদ্বাদশীত্বেন” এইপদ দেখিয়া মাসকৃত্যের অবশ্য দ্বাদশীতে পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর ভ্রম হয়। তাই তাহার ব্যবস্থা করেন, “ভাত্তকৌদয়মারভ্য” ইত্যাদি লক্ষণ বিহিত অবশ্যদ্বাদশী হইলেই উপবাস হইবে। অল্প অবশ্য যোগে উপবাস হইবেনা। কারণ অবশ্যদ্বাদশী মহাদ্বাদশী নহে।

“বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং অবশ্যযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তজ্জোপবাসাৎ।”

এইস্থলে কিন্তু অবশ্যদ্বাদশীকেই মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে।

অবশ্য দ্বাদশী যে বাচনিক মহাদ্বাদশী তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অল্প অবশ্য যোগেও যে উপবাস হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর পক্ষ কৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থলও প্রদর্শিত হইয়াছে।

অবশ্য দ্বাদশীতে “ভাত্তকৌদয় মারভ্য” ইত্যাদি লক্ষণেরও যে সঙ্গতি হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

তিথি নক্ষত্রয়ো যৌগো যদা চৈব নরাধিপ।

যিকলো যদি লভ্যেত স জ্যেয়ো হৃষ্ট যামিকঃ ॥

এইস্থলে যিকলার অষ্ট যামিকতা স্বীকার দ্বারা অতিদেশ বলে অবশ্য দ্বাদশীতেও “ভাত্তকৌদয়মারভ্য” ইত্যাদি লক্ষণেরও সঙ্গমন হইতেছে। অবশ্য দ্বাদশী অতিদ্রষ্ট বিজয়া, তাহা পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত।

“মহাদ্বাদশীত্বেন” পদ দেখিয়া বাহাদের মাসকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশীতে পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশী ভ্রমজ্ঞয়ে, সেই ভ্রম খণ্ডন করা গেল।

শ্রবণাদ্বাদশীর সম্বন্ধে আরও সমালোচনা করা বাইতেছে।

বিশুদ্ধ ভাদ্র ভিন্ন অন্য মাসে শ্রবণা দ্বাদশী হইলে

একাদশীতে উপবাস

কালবিবেকে

ভবিষ্যোত্তরে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণাঘিতা।

মহতী দ্বাদশী জ্যেষ্ঠা উপবাসে মহাফলা ॥

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণা যুক্ত হইলে তাহাকে মহাদ্বাদশী বলে। তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল হয়।

অথ মাসান্তরে ২পি শ্রাবণ শেষে আশ্বিনাদৌ বা যদা শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী, তদর্থ মাহ।

পুরাণে—

শ্রবণেন সিতা যত্র লভ্যতে দ্বাদশী কচিৎ।

উপোষ্টৈকাদশীং তত্র দ্বাদশা মর্চয়ে দ্বরিং ॥

তথা মৎস্যপুরাণে—

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষেতু নক্ষত্রং শ্রবণং যদি।

উপোষ্টৈকাদশীং তত্র দ্বাদশা মর্চয়ে দ্বরিং ॥

নাত্র ভাদ্রে ইতি। যত্র কচি দিতি। ভাদ্র ব্যতিরেকেণাপীত্যাহ, তদা আশ্বিন এব সম্ভবতি শ্রাবণে বা নাত্তেষু।\*

তথা বিধায়া ঐকাদশ্যা যুপোষ্ট দ্বাদশা মর্চন বিধানঃ। ভাদ্রপদেষু দ্বাদশা মেবোপবাসঃ অর্চনাদিকঞ্চ।

মাসান্তরে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষে বা আশ্বিন মাসে যদি শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হয়, তাহা হইলে পুরাণ বলেন,—

\* মাসকৃত্যে শ্রাবণে হইতে পারে।, মাস যুক্তিতে অর্থাৎ মলমাস হইলে আশ্বিনে হয়।

“ঐবণায়ুক্ত গুৰুদ্বাদশী যদি কোন সময়ে অর্ধাং শ্রাবণে বা আশ্বিন মাসে লাভ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিকে অর্চনা করিবে।

গুরুপক্ষের দ্বাদশীতে যদি ঐবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিকে অর্চনা করিবে।”

এই বচন দুইটা ভাদ্রবিষয়ক নহে।

“যত্র কচিৎ” ইহার অর্থ ভাদ্র ভিন্ন আশ্বিন বা শ্রাবণ।

শ্রাবণে বা আশ্বিনে ঐবণা দ্বাদশীর সম্ভাবনা আছে। শ্রাবণ মাসে বা আশ্বিন মাসে ঐবণা দ্বাদশী হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামন পূজা করিবে। ভাদ্র মাসে ঐবণা দ্বাদশী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস ও পূজা হইবে। ভাদ্রপদের ব্যাবৃতি স্থল শ্রাবণ ও আশ্বিন।

হেমাদ্রৌ পরিশেষ খণ্ডে কালনির্ণয়ে ঐবণা দ্বাদশী প্রকরণে

ঐবণা দ্বাদশী ত্রতবিচার রাত্রি ঐবণা যোগেনও উপোগ্যত্ব

ভবিষ্যোত্তরে—

মাসি ভাদ্রপদে গুৰু দ্বাদশী ঐবণাঘিতা।

সৰ্বকাম ফলা পুণ্যা উপবাসে মহাকলা ॥

সঙ্গমে সরিতাং নাস্তা দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।

সমগ্রং স সমাপ্নোতি দ্বাদশ দ্বাদশী ফলং ॥

তথা—

দ্বাদশী ঐবণোপেতা যদা ভবতি ভারতঃ

সঙ্গমে সরিতাং নাস্তা গঙ্গাদি নানজং ফলং।

সোপবাসঃ সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ভাদ্র মাসের গুৰু দ্বাদশী যে কোন সময়ে ঐবণায়ুক্ত হইলে পুণ্যা হয়, তাহাতে উপবাস করিলে মহাকল হয়। সে সমস্ত কামনার ফল দান করে। ঐবণা দ্বাদশীতে উপোষিত মানব সমুদয় দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হয়, নদী সঙ্গমে নান করিলে গঙ্গাদি নান জনিত ফল লাভ করে। ইহাতে কোন বিচার কর্তব্য নহে।

যমঃ—

যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাঃ নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ ।

নাম্না সা তু মহা পুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥ \*

স্কন্দপুরাণে—

মাসি ভাদ্রে পদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণাঘ্রিতা

মহতী দ্বাদশী জ্যেষ্ঠা উপবাসে মহা ফলা ॥

যে কোন সময়ে শুক্লা দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে বিজয়া বলে, তাহাকে মহাদ্বাদশী বলিয়াও জানিবে। সে মহা পুণ্যা, তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল হয়।

হরিভক্তি বিলাসে। “তদা হসৌতু” পাঠ দেখা যায়। যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই সময় দ্বাদশী মহা পুণ্যা হয়। এই রূপ বলা যায় কি? তদন্তরে স্মাৎ স্মরণ বলা যাইতেছে।

দ্বাদশী শ্রবণা যুক্তা কৃৎন্যা পুণ্যতমা তিথিঃ ।

নতু সা তেন যুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্ততে ॥

টীকা। শ্রবণা যুক্তা কৃৎন্যা সৰ্ব্বা দ্বাদশী তিথিঃ দ্বাদশ্যহোরাত্রং পুণ্যতমা। তেন শ্রবণেন যুক্তা তাবতী এব দ্বাদশী নতু প্রশস্ততে, ন প্রশস্তা, ন পুণ্যতমা, যাবতী শ্রবণায়ুক্তা ইত্যর্থঃ ।

শ্রবণায়ুক্ত সমস্ত দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম। যে পর্যন্ত দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ থাকে, সেই পর্যন্তই যে প্রশস্ত অর্থাৎ পুণ্যতম, তাহা নহে। সামান্ত নির্দেশ থাকায় দ্বিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে সমস্ত অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালই পুণ্যতম।

“সা তিথি স্তদহোরাত্র” মিত্যাদি বচন দ্বারা ঋগু তিথির অহোরাত্রই কীর্তন করা হইয়াছে। ঋগু তিথিই অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথি।

হেমাদ্রি কার শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতে শতশতক ভেদে দুই উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বিষ্ণু শৃঙ্গলে এক উপবাসের ব্যবস্থা।

যন্তু পবাস দ্বয়া সমর্থঃ অস্বীকৃতৈকাদশীব্রতশ্চ স দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ ।

হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বিলাসে ২৫২।

\* যমশ্চ।

যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাঃ নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ ।

তদা হসৌতু মহা পুণ্যা দ্বাদশী বিজয়াস্মৃতা ॥

তথাচ নারদীয়ে—

উপোস্ত্ব দ্বাদশীং পুণ্য মিত্যাদি বচন ত্রয়ং ।

সন্তুপবাস দ্বয় সমর্থন্তঃ প্রতি ভবিস্কোত্তরে দিনদ্বয়ে ২ পু্যপোষণং বিহিতং ।

একাদশী মুপোষ্টৈব ইত্যাদি ।

বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেতু একস্মাদে ষোপবাসাৎ শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতকার্য্য মেকাদশী ব্রতকার্য্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ্যতি ।

অত্র কেচিদাহঃ । যদাতু ভাবি দিন শেষে রাত্রৌ বা শ্রবণা যোগ তদা “প্রাতঃ সঙ্কল্পয়ে দ্বিধা দুপবাস ব্রতাদিক”মিতি সঙ্কল্প যোগাভাবা দ্বিপোষ্টৈব সা তিথি রিতি, তদযুক্তং শ্রবণ যোগেন কৃত্বম্ তিথি পুণ্যস্বাভিধানাৎ । তেন যথা, ভীতেনাপি শ্রবণ যোগেন পুণ্যভা তথা ভাবিনাপি শ্রবণ যোগেন পুণ্যভা বিচ্ছতে এব । তথাচ বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেন অস্ত্রা মেকাদশ্যাং তৎকরণ মেব \* দিবস পুণ্যস্বাৎ নানা দ্বাদশীব্রত গ্রহণ সঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে । তথাচ নক্ষত্রোপবাসে অন্তময় সম্বন্ধিনো নক্ষত্রস্ত্রোপোস্ত্বস্বাৎ তস্মচ প্রাতঃ রাত্রৌ বপি ব্রত গ্রহণ সঙ্কল্পচ পূর্ণস্বাৎ † প্রাতঃরেব যুক্তঃ । ন চ তত্রাপি বিপ্রতিপত্তিঃ, সকলাহোরাত্র-পুণ্যস্বাভিধানাৎ । তস্মাৎ

“মুহূর্ত্ত মপ্যাহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তং হি লভ্যতে ।

অষ্টম্যাং রোহিণী ঋকং তাং সুপুণ্য মুপাবসেৎ ॥”

ইত্যনেন স্তারেন শ্রবণা যোগ মাত্রেণ দ্বাদশ্যপি ।

যুজিত পুস্তক ২২৭ পৃষ্ঠা ।

হোমাজিকার পর মত নিরাস করিয়া স্বমত স্থাপন করিতেছেন ।

“কেহ কেহ বলেন, যদি ভাবি দিন শেষে বা রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হয়, তাহা হইলে “প্রাতঃ সঙ্কল্পয়ে দ্বিধা দুপবাস ব্রতাদিকং ।”

পণ্ডিতগণ উপবাস ব্রতাদিতে প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবেন ।”

ইত্যাদি বচনানুসারে সঙ্কল্প যোগের অভাব হেতু সেই শ্রবণা দ্বাদশী উপোস্ত্ব নহে ।” ইহা অযুক্ত, যে হেতু শ্রবণাযোগে কৃত্বম্ অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশী তিথির অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রের পুণ্যস্ব কথিত হইয়াছে ।

\* তৎকরণ মেব প্রাতঃরেব ।

† ত্রিবিজয়ে । বৌধায়ন মার্কণ্ডেয়ো । যুজিত পুস্তক ২০ পৃষ্ঠা

সকলকত্র অহোরাত্রঃ যস্মি স্তম্ভঃ গতোরবিঃ ॥

যৎ সঙ্কল্পই অহোরাত্রব্যাপী নক্ষত্র । যৎ নক্ষত্রকেই পূর্ণ নক্ষত্র বলা হইয়াছে ।

তদ্বারা অতীত শ্রবণাবোধেরও যেমন পুণ্যতা, তেমন ভাবি শ্রবণাবোধেরও পুণ্যতা আছেই। দৃষ্টান্ত—

বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগে যেমন দিবসের পুণ্যত্ব হেতু এই একাদশীতে ভৎসনেষ্টে অর্থাৎ প্রাতঃকালেই নানা-দ্বাদশী ব্রত গ্রহণ সঙ্গত করা হয়। আর যেমন নক্ষত্রোপবাসে অন্তময় স্বপ্নী নক্ষত্রের উল্লোম্বত্ব হেতু তারও প্রাতঃকালে অপ্রাপ্তিতেও ব্রত গ্রহণ সঙ্গতী পূর্ণত্বহেতু প্রাতঃকালেই করা হয়, তাহা উচিত।

তাহাতেও কোন বিপ্রতিপত্তি বা অসঙ্গতি নাই ; কারণ সমস্ত অহোরাত্রেরই পুণ্যত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব—

“জন্মাষ্টমীর যে অহোরাত্রেরে মুহূর্ত্তও রোহিণী নক্ষত্র লাভ হয়, সেই পুণ্য জন্মাষ্টমীতেই উপবাস করিবে।”

এই ত্রায়ান্ত্রসারে দিবাতে হউক বা রাত্রিতেই হউক শ্রবণাবোধ মাঝে দ্বাদশীও উপোষ্য।

“যদিন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।”

এই নারদীয় বচনে “কচিৎ” পদের প্রয়োগ থাকায়—

“তিথি নক্ষত্রো যোগো যদা চৈব নরা ধিপ!”

এই নারদীয় বচনে “যদা” পদের প্রয়োগ থাকায়—

“দ্বাদশী শ্রবণো পেতা যদা ভবতি ভারত।”

এই ভবিষ্যোত্তর বচনে “যদা” পদের প্রয়োগ থাকায়।

এবং

“যদাচ শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।”

এই যম বচনে “যদা” পদের প্রয়োগ থাকায় “দিবারাত্রির যে কোন সময়” এই অর্থ লাভ হইয়াছে।

অপর কেহ কেহ বলেন, উত্তরাষাঢ়া যুক্ত দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রবণার যোগ হইলে ব্রত হইবে, রাত্রিতে হইলে হইবেনা।

কাশীরাম কৃত টীকায়াং কালমাধবধৃত নারদীয়ে—

দিবাভাগে যদাত্ত দ্বাদশী শ্রবণাধিতা।

সর্বসৌখ্যকরী ধন্য সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ ॥

দিবা শব্দ সূর্য্যাধিকরণাবচ্ছিন্ন-কালপর।



যদি দ্বিবা অর্থাৎ সূর্য্যাদিকরণাবচ্ছিন্ন-কালের ভাগে অর্থাৎ অংশে সর্ব সৌখ্যকরীও ধন্যা শ্রবণায়ুক্ত দ্বাদশী হয়, তবে সদা সেই তিথিই উপোষ্য। এই মত সঙ্গত নহে; কারণ,—

“যদি ন প্রাপ্যতে ঋকুং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।”

এই নারদীয় বচনে “কচিৎ” পদের উপাদান থাকায়,

“তিথি নক্ষত্রয়ো যোগো যদা চৈব নরাধিপ।”

এই নারদীয় বচনে “যদা” পদের উপাদান থাকায়

“দ্বাদশী শ্রবণোপেতা যদা ভবতি ভারত।”

এই ভবিষ্যন্তর বচনে “যদা” পদের উপাদান থাকায়

এবং

“যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।”

এই বচনে “যদা” পদের উপাদান থাকায়

“দ্বিবাভাগে যদাতুস্ত্যাং” ইত্যাদি বচনের “যদি ন প্রাপ্যতে ঋকমিতি, তিথি নক্ষত্রয়ো যোগ ইতি, দ্বাদশী শ্রবণোপেতাইতি, যদাচ শুক্লদ্বাদশ্যা মিত্যাদি” বচন চতুষ্টয়ের সহিত এক বাক্যতা করিয়া এইস্থলে দ্বিবাশব্দের সাবনদিন \* পর অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থের গ্রহণ। সূর্য্যাদিকরণাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থ নহে।

ব্যাপকার্থের প্রাপ্তিতে সঙ্কোচার্থের গ্রহণ উচিত নহে।

একবচন বলে বহুবচনের ব্যাপকার্থ সঙ্কোচ করা গৌরব। বহুবচন বলে একবচনের সঙ্কোচার্থকে ব্যাপক করা লাঘব।

“বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায়ৈ ভূয়সাং স্ত্যাং সমর্ম্মকৃত্বং।”

এই স্তায়ানুসারে বহুর মত গ্রাহ্য।

সুতরাং অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থই সঙ্গত।

দ্বিবাভাগে অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অংশে অর্থাৎ দ্বিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশী হইলে সর্বসৌখ্যকরী এবং ধন্যা সেই তিথিই সদা উপোষ্য।”

এই অর্থ যুক্তিবৃত্ত।—

“দ্বিবাভাগে যদাতু স্ত্যাং” এই বচনটী কালমাধবে নাই।

কালমাধবে যে এই বচনটা নাই, স্তাহা কালমাধবের ব্যবহা দেখিলেই বুঝা যায়। কালমাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে একাদশী নির্ণয়ে একাদশী নিয়মে—

“যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ। তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ। মুদ্রিত পুস্তক ২৭১ পৃষ্ঠা।

যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তবে কেবল যে বিদ্যা ত্যাজ্য তাহা নহে, শুদ্ধৈকাদশীকেও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

‘এব’শব্দ একাদশীর ব্যাবর্তক।”

প্রমাণ নারদীয়ে—

শুক্রা বা যদি বা কৃষ্ণা দ্বাদশী শ্রবণাঙ্কিতা।

তয়ো রেবোপবাসশ্চ ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণং ॥ \*

শুক্রা কিম্বা কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে তাহাতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

“তয়োরেব” এই “এব”শব্দ একাদশীর ব্যাবর্তক। একাদশীতে উপবাস করিবে না, ইহা লাভ হইল।

শুক্রা বা যদি বা কৃষ্ণা দ্বাদশী শ্রবণাঙ্কিতা।

ইত্যাদি বচনে দিবারাত্রির বিশেষ নির্দেশ না থাকায় দিবারাত্রের যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলেই ব্রত হইবে, ইহা উপলব্ধি হইল।

যদি কালমাধবে, “দিবাভাগে যদা তু স্ত্যাং” ইত্যাদি বচন থাকিত, তাহা হইলে “যদা দিবাভাগে দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ। তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ।”

এইরূপ ব্যবহা কালমাধকার করিতেন। এইরূপ ব্যবহা না করিয়া যখন “যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ, তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশী-মেবোপবসেৎ।” মুদ্রিত পুস্তক ২৭১ পৃষ্ঠা।

এইরূপ ব্যবহা করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে কালমাধবে এই বচন নাই। কালমাধবের ব্যবহার “যদা” শব্দের প্রয়োগ থাকায়, দিবারাত্রির যে কোন সময়ে, এই অর্থ লাভ হইল।

\* অন্তান্ত নিবন্ধগ্রন্থ সমূহে অর্থাৎ হেমাদ্রি, নির্ণয়ামৃত, নির্ণয়সিদ্ধি,

\* কৃষ্ণাদ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ কদাচিৎ মল মাসে হইতে পারে।

কালবিশেষক, তিথিবিশেষক, কালনির্ণয়, তিথিতত্ত্ব, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার, নৃসিংহ পরিচর্যা, ছবিভক্তি বিলাস প্রভৃতি নিবন্ধ গ্রন্থে—

“দ্বিবাভাগে বদা তু শ্রাদ্ধানশী অবশ্যম্ভিতা ।

সর্বসৌখ্যকরীভক্তাঃ সৌবোধোদ্যা সদা তিথিঃ ॥

এই বচনটী নাই । সুতরাং, বচনটী অমূলক বলিয়া বোধ হয় ।

যাহারা রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইলে “শ্রবণা দ্বাদশী” হয় না, এইরূপ বলেন তাহাদের মত নিরাস করা গেল ।

যাহারা “উত্তরাষাঢ়ায়ুক্ত দ্বাদশীতে দ্বিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় না, এইরূপ বলেন, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক সেই মত খণ্ডন করা যাইতেছে ।

### জন্মান্বকমী প্রকরণে

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তয়োঃ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা ঋক্ষং বিজ্ঞোত্তম ।

প্রাজাপত্যং বিতীয়েৎ হি মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধং ভবেদ্ যদি ॥

তদষ্ট যামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা ।

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী নৃতা ॥

রোহিণী নক্ষত্র সপ্তমীস্পৃষ্ট অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিনে মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধও যদি থাকে, তবে সেই ঋণাকে অষ্টযামিক বলিয়াই জানিবে । ব্যাসাদি মুনিগণ তাহা পূর্বেই বলিয়াছেন । রোহিণী মুহূর্ত্তযুক্ত হইলেও সেই ঋণাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

এই স্থলে মুহূর্ত্ত এবং মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধ কালকেও “পূর্ণ অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী” বলা হইরাছে । ইহা অতিদেশ ।

পদ্মপুরাণে নবমীক্ষয়ে—

পূর্ব বিদ্যাষ্টমী যাতু উদয়ে নবমী দিনে ।

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ ॥

কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি বদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ ।

নবম্যাং সৈব গ্রাহ্যা ত্রাং সপ্তমী সংযুক্তা নহি ॥

সপ্তমী বিদ্যা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে যদি মুহূর্ত্তকালও নবমীযুক্ত হয়, তবে

গাহাই সম্পূর্ণাষ্টমী হইবে। কৃষ্ণাষ্টমী তিথি যদি কলা কাঠা মুহূর্ত্ত কালও নবমী দিনে থাকে, তবে সেই গ্রাহ্য, সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য নহে। \*

এইস্থলে কলা কাঠা মুহূর্ত্ত কাণকেও সম্পূর্ণ বলা হইয়াছে। ইহা অতিদেশ।  
সেইরূপ এইস্থলেও—

“তিথি নক্ষত্রো যোগো যদা চৈব নরাধিপ !  
দ্বিকল্পা যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হৃষ্ট যামিকঃ ॥”

দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে দ্বাদশী ও শ্রবণার দুই কলার যোগও যদি হয়, তবে তাহাকে অষ্ট যামিক অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী যোগ বলিয়া জানিবে। ইহাও অতিদেশ।

### বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সা তিথি শুদ্ধহোরাত্র মিত্যনেন খণ্ডতিথে রহোরাত্রয় কীর্ত্তন মহোরাত্র সাধ্যোপবাসাদি কর্ম্মইহার্থঃ। ইতি তিথিভাষ্যং।

“সেই খণ্ড তিথিই সেই অহোরাত্র” ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা অহোরাত্র সাধ্য উপবাসাদি কর্ম্মের যোগ্যতার জন্য খণ্ডতিথির অহোরাত্রয় কীর্ত্তন। খণ্ডতিথিই অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথি। ইহাই অতিদেশ।

### দৃষ্টান্ত

যেমন একদিন একাদশী দুই দণ্ড, সেই দুই দণ্ড কালই যে উপবাস করিতে হইবে, তাহা নহে। সমস্ত অহোরাত্র ব্যাপিয়াই উপবাস করিতে হইবে। ইহাই অতিদেশ।

অতিদেশ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, অতিদেশ স্বীকার করিতেই হইবে। \*

\* বাহারা “উত্তরাষাঢ়ায়ুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগে মহাদ্বাদশী হয় না” এইরূপ বলেন, তাহাদের মত খণ্ডিত হইল।

শ্রবণা দ্বাদশী অতিদ্রষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী। শ্রবণা অহোরাত্রব্যাপিনী হইলে দ্বাদশী দৈর্ঘ্য প্রহরের অধিক থাকিলে প্রকৃত বিজয়া বা লাক্ষণিক বিজয়া হয়। শ্রবণা দ্বাদশীতে তাহারই অতিদেশ জানিবেন।

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নীমাংসা। ১—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশীমিশ্রিত একাদশী এবং একাদশী ক্ষুদ্রে যে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস, তাহা অতিদেশ বলে একাদশীরই উপবাস।

এই নিমিত্ত,—

“একাদশ্যাং নিরাহারঃ” ইত্যাদি পারণ মন্ত্রে তাহার পারণ হয়।

এখন স্মার্তমত নিরাস করা যাইতেছে।

### হরিভক্তি বিলাসে জন্মান্বিতী প্রকরণে

কেবাঙ্কিম্মতে শ্রবণ দ্বাদশ্যাং শ্রীবামনদেব প্রাতুর্ভাপাপেক্ষয়া শ্রবণান্তে হপি ন পারণঃ । কিন্তু তদহোরাত্রান্তে এষ । অতএব সমর্থানা মুপবাস দ্বয়ঃ । এতচ্চাগ্রে-ব্যক্তং ভাবি । ১৫বি ১৮৪ ।

কোন কোন স্মার্ত বলেন—শ্রবণা দ্বাদশীতে বামনদেবের প্রাতুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া শ্রবণান্তেও পারণ হইবে না, কিন্তু সেই সেই অহোরাত্রান্তে পারণ হইবে।

অতএব সমর্থের উপবাস দ্বয়, অসমর্থের দ্বাদশীতে উপবাস। ইহাদের মতে শ্রবণাও দ্বাদশী পারণ দিনে দিবায় নিবৃত্ত হইলেও উপবাসদ্বয়, অসমর্থের দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। ইহা অগ্রে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে প্রকাশ পাবে।

অন্ত স্মার্তেরা বলেন,—

পারণাহেতু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ ।

রাত্ৰৌতু পারণাভাবাদ্ যুক্তং কৰ্ত্ত্বং ব্রতদ্বয়ং ॥

বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ দিনে শ্রবণা ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে নির্গত হইলে রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া শক্তের দুইটা উপবাস, অশক্তের দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

অপর স্মার্তেরা বলেন,—

বিষ্ণু শৃঙ্খলকে হপি স্মাদ্ বৃদ্ধিঃ নির্শি পরত্র চেষ্টে ।

যদা দিক্যা ত্তিথিতয়োঃ শক্তঃ কুর্যাদ্ ব্রতদ্বয়ং ॥

পারণায়া অনোচিত্যা ভাবত্যাং নির্শি চেষ্টবেৎ ।

অশক্ত শুভ্ররং কুর্যাদেবাগশ্চৈবাস্ত গৌরবাৎ ॥

শ্রবণা দ্বাদশীর জায় প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলেও পারণ দিনে শ্রবণা ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে, রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস ও অশক্ত ব্যক্তি শ্রবণা দ্বাদশীর গুরুত্ব হেতু দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

উপরোক্ত শক্তাশক্ত ভেদে দুই উপবাস ও এক উপবাসের ব্যবস্থা অব্যক্ত, তাহার কারণ বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিনে শ্রবণা ও দ্বাদশীতে পারণের বিধান। তিথি নক্ষত্র তিন প্রহরের উর্দ্ধে গমন করিলে প্রাতে পারণ, এবং তিথি নক্ষত্র বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে অবস্থিত করিলে দিনেই পারণের বিধান বিহিত হইয়াছে।

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা—৩৭—৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতিদেশের লক্ষণ শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসার ২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন।

### বৈষ্ণব মতে সার ব্যবস্থা

শ্রবণা পূর্বদিন একাদশীকে স্পর্শ করিয়া পরদিন উদয় সময়ে প্রবৃত্ত-দ্বাদশী ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে সেই দ্বাদশীতে শ্রবণা প্রবেশ করিলে একাদশীতে উপবাস না করিয়া শ্রবণা-দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা না পাইয়া একাদশীতে শ্রবণা পাইলে শ্রবণেকাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে। শ্রবণেকাদশী শ্রবণা দ্বাদশী রূপেও উপোষ্য। উত্তরাষাঢ়ায়ুক্ত দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে দ্বাদশী, ত্রয়োদশীতে মিলিত হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, একাদশীতে উপবাস করিবে না, দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতে শ্রবণা প্রবিষ্ট হইয়া সেই রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে পরদিন দ্বাদশীতে পারণ হইবে।

অথবা একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণা দ্বাদশীর সহিত মিলিত হইয়া পরদিনে দ্বাদশীও শ্রবণা নির্গত হইয়া দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে পূর্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস, পরদিন শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণ হইবে। কিন্তু শ্রবণা কম হইলে শ্রবণান্তে দ্বাদশীতে পারণ আর শ্রবণা অধিক হইলে শ্রবণা মধ্যে দ্বাদশীতে পারণ হইবে। শ্রবণাও দ্বাদশী রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে দিনেই পূর্বাঙ্কে পারণ হইবে।

“একাদশ্যাং নিরাহারঃ” এই মন্ত্রেই শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ।

এখন জন্মাষ্টমী বলা বাইতেছে।

\* ইতি শ্রীশ্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্বনিধিকার্য্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা পরিশিষ্টে শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণয়ো নাম ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

# সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

## জন্মাষ্টমী

জয়ন্তী বা জন্মাষ্টমীর নিত্যতা

কান্দে—

নকরোতি বদা বিবেশ জয়ন্তী সংজ্ঞকং ব্রতং ।

যমস্ত বশ মাপন্নঃ সহতে নারকীং ব্যাথাং ॥

যে বিষ্ণুর জয়ন্তী সংজ্ঞক ব্রত না করে, সে যমের বশীভূত হইয়া নরক বাতনা সহ করে ।

ভবিষ্যে—

ভূষ্টার্থং দেবকীমুনো জয়ন্তী সংজ্ঞকং ব্রতং ।

কর্তব্যং চিন্ত্যমানৈশ্চ ভক্ত্যা ভক্ত জ্ঞানৈ রিহ ॥

অকুর্ক মিরয়ং যাতি যাবদ্বিত্তা চতুর্দশ ॥

চিন্তাশীল ভক্তজন ভক্তিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত জয়ন্তী নামক ব্রত করিবে । না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিবে ।

বিষ্ণুরহস্তে—

জন্মাষ্টমী দিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং বিজ্ঞোক্তম !

ত্রৈলোক্য লভ্যং পাপং ভুক্ত মেব ন সংশয়ঃ ॥

হে বিজ্ঞোক্তম ! জন্মাষ্টমী দিন সমাগত হইলে যে ব্যক্তি ঐ দিনে ভোজন করে, সে ত্রৈলোক্যভব সমস্ত পাপের আশ্রয় যে—সেই অন্ন, তাহা ভোজন করে, ইহাতে সংশয় নাই ।

জন্মাষ্টমী নিত্য, সে প্রতি বৎসর হইবে, জয়ন্তীও নিত্য সেও জন্মাষ্টমীর স্তায় প্রতিবৎসর হইতে পারে বটে, কিন্তু হয়না । কারণ, অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগও প্রতিবৎসরই হইতেছেনা, যে বৎসর রোহিণীর যোগ না হয়, সেই বৎসর জয়ন্তী হইতে পারেনা, সুতরাং নিত্যতাও থাকিতে পারেনা বটে, কিন্তু যখন

জয়ন্তীকে নিত্য বলা হইয়াছে তখন ‘জয়ন্তী’ শব্দ যৌগিক নহে, যোগরূঢ়।  
রোহিণীযোগে জয় এবং পুণ্য করেন বলিয়া জন্মাষ্টমীরই জয়ন্তী নাম।

এইস্থলে ‘জয়ন্তী’ শব্দ জন্মাষ্টমীতে রূঢ়।

কালমাধবে—

“জন্মাষ্টমী জয়ন্তী শব্দাভ্যাং ব্যবহ্রিয়মাণং ব্রত মেক মেব। জন্মাষ্টমী মাস্তিত্য  
ফল বিশেষায় জয়ন্তী নামকো রোহিণী যোগো বিধীয়তাং।”

জন্মাষ্টমী ও জয়ন্তী শব্দদ্বারা ব্যবহৃত ব্রত একই বটে, ভিন্ন নহে।

জন্মাষ্টমীকে আশ্রয় করিয়া ফল বিশেষের নিমিত্ত জয়ন্তী নামক রোহিণীযোগ  
বিহিত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্তী শব্দ যোগরূঢ়।”

জয়ন্তী লক্ষণ—

প্রাজাপাত্যেন সংযুক্তা অষ্টমীতু যদাভবেৎ।

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সৰ্বপাপ প্রণাশিনী ॥

জয়ং পুণ্যক কুরুতে জয়ন্তী তেন তাং সিদ্ধঃ ॥

চাত্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যদি রোহিণী নক্ষত্রের  
সংযোগ হয়, তবে সে সৰ্বপাপ নাশ করে। আর জয় এবং পুণ্য প্রদান করে,  
এই নিমিত্ত তাহার নাম জয়ন্তী।

জয়ন্তী শব্দ জন্মাষ্টমীকেই বুঝাইয়াছে। হরিভক্তি বিলাসকার জন্মাষ্টমীকেই  
জয়ন্তী বলিয়াছেন। জয়ন্তীর নিত্যতায় জন্মাষ্টমীর নিত্যতা এবং জন্মাষ্টমীর  
নিত্যতায় জয়ন্তীর নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের সপ্তমী বিজ্ঞা নিষেধঃ

হরিভক্তি বিলাসে

ব্রহ্মবৈবর্তে—

বর্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী।

সম্বন্ধাপি ন কর্তব্য সপ্তমী সংযুতাষ্টমী ॥

বিনা স্বক্ষেণ কর্তব্য নবমী সংযুতাষ্টমী।

স স্বাক্ষাপি ন কর্তব্য সপ্তমী সংযুতাষ্টমী ॥

সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্বক বর্জন করিবে। রোহিণীযুক্ত হইলেও সপ্তমীযুক্ত  
অষ্টমী কর্তব্য নহে। রোহিণী যোগ না হইলেও নবমীযুক্ত অষ্টমী কর্তব্য।



অষ্টমী ক্ষয়ে সপ্তমী অষ্টমী নবমী একদিনে হইলে ।

পাদ্যে—

সকলাপি \* সঙ্ক্ৰাপি নবমী সংযুতাপিচ ।

জন্মাষ্টমী পূর্ববিদ্ধা ন কর্তব্য কদাচন ॥

কলাযুক্ত অর্থাৎ পূর্ণা হইলেও রোহিণীযুক্ত হইলেও নবমীযুক্ত হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কর্তব্য নহে ।

পাদ্যে—

অবিদ্ধায়াং স ঋক্ষায়াং জাতো দেবকি নন্দনঃ । †

বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী ।

পূর্ব মিশ্রা তদা ত্যাজ্য প্রাজাপত্যাক্ সংযুতা ॥ ১৫ বি ১৭৫

সপ্তমীবেষ রহিত রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । দিনেই হউক বা অর্দ্ধরাত্রেই হউক, যদি সপ্তমীর সহিত অষ্টমীর যোগ হয়, তাহা হইলে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত সপ্তমীমিশ্র অষ্টমী ত্যাগ করিবে ।

শ্রীভাগবতে দশম্যে—

যদা বহির্গন্ত মিয়েশ তর্হ্যজা,

বা যোগমায়াজনি নন্দ জায়য়া ॥

হরিবংশে—

নবম্যা মেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্ত বৈ তিথৌ ।

যখন বহুদেব স্তৃতিকা গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নন্দ পত্নী যশোদা অজাযোগ মায়াকে প্রসব করিলেন । কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে যোগমায়া জন্মিয়াছিলেন ।

ভবিষ্যে—

নবম্যাং যোগ নিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরে স্ততঃ ।

নবমী সহিতোপোস্তা রোহিণী বৃধসংযুতা ॥

নবমীতে যোগনিদ্রার এবং জন্মাষ্টমীতে হরির জন্ম হইয়াছিল । অতএব নবমীযুক্ত রোহিণী-বৃধাঘিত অষ্টমী উপোস্ত ।

\* সকলাপি পূর্ণাপি ।

† দেবকি নন্দন ইতি ব্রতঃ মাংস ।

পূজার সম্বন্ধে—

শুকাষ্টমী অর্ধরাত্রি লাভ হইলে তাহা মুখ্যকাল, অন্য গোণ কাল ।

তিথিতত্ত্বে

নবমীক্ষয়ে

পদ্মপুরাণে—

পূর্ববিদ্যাষ্টমী যাতু উদয়ে নবমী দিনে ।

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ ।

কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথি :

নবম্যাং সৈব গ্রাহ্য শ্রাং সপ্তমী সংযুতানহি ॥

সপ্তমী বিদ্যা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে যদি মুহূর্ত্ত কালও সংযুক্ত হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণাষ্টমীই হয় । কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিয়াও যদি নবমী দিনে কৃষ্ণাষ্টমী থাকে, তবে তাহাই গ্রাহ্য । সপ্তমীযুক্ত ক্লাষ্টমী গ্রাহ্য নহে ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নবমীক্ষয়ে—

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ নবমী সকলা যদি ।

ভবেত্তু বৃধ সংযুক্তা প্রাজাপক্ষ সংযুতা ॥

অপি বর্ষ শতে নাপি লভ্যতে বা নবা বিভো ॥

উদয়ে কিঞ্চিৎ অষ্টমী পক্ষর কলাযুক্ত নবমী অর্থাৎ পূর্ণা নবমী ফল কথা নবমী ক্ষয় যদি হয়, তাহাও আবার বৃধযুক্ত ও রোহিণী নক্ষত্রাঘাতও যদি হয়, তবে ঐ দিনে উপবাস করিবে । হে বিভো ! এই যোগ শত বর্ষেও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ ।

যেমন—

“যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈতরা ।

তুল্যোতে মনুতে যন্ত সর্বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥

ইত্যাদি বচনে “বৈষ্ণবঃ” এই পদের উপাদান থাকায়—

একাদশীষু কৃষ্ণাস্থ রবি সংক্রমণে তথা ।

চন্দ্র সূর্য্যোপরাগেচ ন কুর্ধ্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥

একাদশ্যাং ন তুঞ্জতে পক্ষয়ো রুভয়োরপি ।

ব্রহ্মচারীচ নারীচ শুক্লা য়েব সদা গৃহী ॥

ইত্যাদি নিষেধ বচন সকল অবৈষ্ণবপন বৃত্তিতে হইবে ।

সেইরূপ—অষ্টমী প্রাকরণের কোন বচনেই “বৈষ্ণব” পদের উল্লেখ না থাকায় বিদ্ধা নিষেধক বচন সকল বৈষ্ণব বিষয়ক । ইহা কিরূপে বলা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে ।

স্মার্তমতে কখনও বিদ্ধায় কখনও শুদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে, স্মার্তমতে বিদ্ধার নিষেধ হইতেছে না । সুতরাং বিদ্ধা নিষেধক বচন সকল বৈষ্ণব মতেই বিহিত । এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে ।

## প্রথম যুক্তি

### গৌতমীয়ে—

অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হস্ত্যাং পুণ্যং পুরাকৃতং ।

ব্রহ্মহত্যা ফলং দষ্টা হরি-বৈমুখ্য কারণং ॥ ১৫বি ১৮১

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী পূর্বকৃত পুণ্য নষ্ট করে, ব্রহ্মহত্যা ফল দান করে, এবং হরির বৈমুখ্যের কারণ হয় ।

অবৈষ্ণবের মতে যখন সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীও বিধিত হইয়াছে । তখন পুণ্যানষ্ট ভয়, ব্রহ্মহত্যা ভয়, হরি বৈমুখ্য ভয়, অবৈষ্ণবের থাকিতেই পারে না । গৌতমীয়ে বৈষ্ণব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাই কথিত হইয়াছে । পুণ্য নষ্ট, ব্রহ্মহত্যা, ও হরি বৈমুখ্য ভয় বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই সঙ্গত হইতেছে ।

“হরি বৈমুখ্য কারণং” এই বাক্য বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে ।

“হরি বৈমুখ্য কারণং” এই বাক্য দ্বারা বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই বিদ্ধা বুর্জিন বিহিত হইয়াছে ।

## দ্বিতীয় যুক্তি

অষ্টমী সপ্তমী শুদ্ধা নবমী উপোস্ত ।

### পাদ্যে—

অষ্টমী সপ্তমী পূর্ববিদ্ধাং স পক্ষ্যাং সকলানপি ।

বিহার নবমী শুদ্ধা মুপোস্ত ত্রত মাচরেৎ ॥ ১৫বি ১৭৬

টীকা সরলা। পূর্ব বিদ্যাং সপ্তমী বিদ্যাং সঙ্খ্যাং রোহিণী নক্ষত্র যুক্তাং সকলাং কলাষিতাং পূর্ণামপি অষ্টমীং বিহায় ত্যক্তা। শুদ্ধাং অষ্টমী স্পর্শশূভাং নবমীং উপোস্ত ব্রতং আচরেৎ।

সপ্তমী বিদ্যা রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা জন্মাষ্টমী কলাষিতা অর্থাৎ পূর্ণা হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অর্থাৎ অষ্টমী স্পর্শশূভা নবমীতে উপবাস করিবে।

স্মার্তমতে যখন বিদ্যাষ্টমীতেও উপবাস বিহিত হইয়াছে, তখন অষ্টমী ক্ষয়ে যে উপবাস হইবে, তাহাতে আর কথা কি? কিন্তু স্মার্তমতে অষ্টমীক্ষয়ে নবমীতে উপবাস বিহিত হয় নাই।

অষ্টমী ক্ষয়ে শুদ্ধা নবমীতে যে উপবাসের বিধান, তাহা বৈষ্ণব বিষয়েই বৃদ্ধিতে হইবে।

জন্মাষ্টমীং পূর্ব বিদ্যাং সঙ্খ্যাং সকলা মপি।

বিহায় নবমীং শুদ্ধা মুপোস্ত ব্রত মাচরেৎ ॥

অষ্টমীক্ষয়ে নবমীতে উপবাসের বিধান দ্বারা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্যা বর্জনে সিদ্ধ হইয়াছে। উপবাস জন্ত পূজা নবমীতে হইবে।

### তৃতীয় যুক্তি

হরিভক্তিবিলাসে—

রোহিণ্যাদে বিমুক্তাপি সোপোস্তা কেবলা তিথিঃ।

• তত্তদ্যোগো হস্ত বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপো হস্তথা ভবেৎ ॥ ১২বি ১৭১

নষেবং রোহিণ্যর্দ্ধ রাত্রাদি যোগা পেক্ষয়া কদাচি দ্বিছোপবাস প্রসঙ্গঃ স্তাৎ। তথা তত্তদ্যোগা ভাবে ব্রতলোপ প্রসঙ্গো হপি ভবেৎ। তচ্চাবৃত্তং, অগ্রে বিদ্যা বর্জনাৎ। তথা ব্রতস্ত নিত্যত্বাচ্চ। নহুতর্হি রোহিণ্যাদি যোগঃ কথমুচ্যতে, সত্যং তত্তদ্যোগশ্চ ফল বিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ; নতু ব্রতে অবশ্যা পেক্ষণীয়ঃ। অন্ত তত্তদ্যোগা ভাবে হপি কেবলাষ্ট ম্যা মেব ব্রতং বিধেয় মিতি লিখতি, রোহিণ্যাদে স্মৃতি। আদি শব্দেন অর্দ্ধরাত্র নবম্যাদি। সা ভাদ্রপদস্ত কৃষ্ণপক্ষীয়া।

বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট নিমিত্তে ফল বিশেষার্থ মেবেত্যর্থঃ, এবঞ্চ রোহিণ্যর্দ্ধ রাত্রাদি যোগানা অবশ্যা-পেক্ষতা-ভাবাৎ বিদ্যা বর্জনে মপি সিদ্ধমেব। ইতি দ্বিগদর্শনী। ১৭২

শুদ্ধায়া মেব সত্যং তত্তদ্যোগ আদরণীয়ে নতু বিদ্যায়া মিতি ভাব ইতি দ্বিগদর্শনী। ১৭২

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—স্বাৰ্দ্ধমতে যেমন রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগকে অপেক্ষা করিয়া কখনও বিদ্বায় কখনও শুদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে, সেইরূপ বৈষ্ণব মতেও রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগকে অপেক্ষা করিয়া কোন সময়ে বিদ্বায় উপবাস হইবে কি ? এবং রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের অভাবে ত্রতলোপ হইবে কি ? এইরূপ প্রশ্ন অব্যুক্ত, কারণ বৈষ্ণব মতে বিদ্বাবর্জনে বিহিত হইয়াছে। রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ হইলেও বিদ্বায় উপবাস হইবে না। এবং জম্বাষ্টমী ত্রতের নিত্যতা আছে, রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগাভাবেও ত্রত লোপ হইবে না।

প্রশ্ন। তবে রোহিণ্যাদি যোগের কথা কেন বলা হইল ?

উত্তর। রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ ফল বিশেষের জন্তই বলা হইয়াছে। তাহা ত্রতে অবশ্য অপেক্ষণীয় নহে।

অতএব রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ না থাকিলেও কেবলাষ্টমীতেই ত্রত হইবে। রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের অবশ্য অপেক্ষা নাই বলিয়াই বৈষ্ণব মতে বিদ্বা বর্জনে সিদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধাতেই রোহিণী অর্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের আদর, বিদ্বাতে নহে। এই আভাষেই বলা হইয়াছে, রোহিণ্যাদে রিত্যাদি।

রোহিণী, অর্ধরাত্র রোহিণী, বুধ ও সোমবারে রোহিণী, বুধ ও সোমবারে অর্ধরাত্র রোহিণী, অর্ধরাত্র অষ্টমী, বুধ ও সোমবারে অর্ধরাত্র অষ্টমী, বুধ ও সোমবারে অষ্টমী, অর্ধরাত্র রোহিণীস্পৃষ্ট নবমীযুক্ত অষ্টমী, নবমীযুক্ত অষ্টমী ইত্যাদি যোগরহিত হইলেও কেবলাষ্টমীতেই উপবাস হইবে। বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ফল বিশেষের জন্তই এই সকল যোগ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে যে বৎসর এই সকল নক্ষত্র প্রভৃতির যোগ না হয়, সেই বৎসর প্রতি বৎসর কর্তব্য বলিয়া অভিহিত জম্বাষ্টমী ত্রতের বিলোপ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত বলা যাইতেছে,—রোহিণ্যাদি যোগ ত্রতে অবশ্য অপেক্ষণীয় নহে। যষ্টি দণ্ডাঙ্কিকা অষ্টমীতে নবমীর যোগ নাই।

জম্বাষ্টমীতে রোহিণী যোগের অবশ্যস্তাব অর্থাৎ যখন জম্বাষ্টমী হইবে, তখনই রোহিণী যোগ অবশ্য হইবে, রোহিণী যোগ ভিন্ন জম্বাষ্টমী হইবেই না, যদি এইরূপ নিয়ম থাকিত, তবে রোহিণী যোগ নিয়ামক হইত বৈষ্ণবেরও বিদ্বাতে উপবাস হইতে পারিত। এইরূপ নিয়ম যখন নাই তখন বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সপ্তমী বিদ্বা নির্বোধ সিদ্ধ হইতেছে। জম্বাষ্টমী নিত্য বলিয়া রোহিণী যোগাভাবেও উপবাস ত্রত হইবে। ত্রতের বিলোপ হইবে না।

## চতুর্থ যুক্তি

একাদশী প্রকরণে—

দশমী শেষ সংযুক্তো যদি শ্রাদ্ধগোদয়ঃ

বৈষ্ণবেন ন কর্তব্যং তদ্বিনৈকাদশী ব্রতং ॥

ইত্যাদি বচনে “বৈষ্ণবেন” এই পদের উপাদান থাকায় বৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্যা নিষিদ্ধ। অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্যা নিষিদ্ধ নহে।

## নৃসিংহ চতুর্দশী প্রকরণে

বৈষ্ণবৈ নতু কর্তব্য্য শ্রববিদ্যা চতুর্দশী।

ইত্যাদি বচনে “বৈষ্ণবৈঃ” এই পদের উপাদান থাকায় বৈষ্ণবের ত্রয়োদশী বিদ্যা নিষিদ্ধ। অবৈষ্ণবের ত্রয়োদশী বিদ্যা নিষিদ্ধ নহে।

## শিবরাত্রি প্রকরণে

অর্দ্ধ রাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো যদা ভবেৎ।

পূৰ্ণ বিজ্জৈব কর্তব্য্য শিবরাত্রি শিবপ্রিয়ৈঃ ॥

ইত্যাদি বচনে “শিবপ্রিয়ৈঃ” এই পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের বিদ্যা ব্রত বিহিত, বৈষ্ণবের বিদ্যার ব্রত নিষিদ্ধ। ইহাই উপলব্ধি হইয়াছে।

“একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অত্রাপি পরিকল্পাতে বাধকা ভাবাৎ।”

‘এই জ্ঞানাসারে জন্মষ্টমী প্রকরণের কোন বচনে “বৈষ্ণব” পদের উপাদান না থাকিলেও। বিদ্যা জন্মষ্টমী বৈষ্ণবের পক্ষেই নিষিদ্ধ। যেহেতু অবৈষ্ণবের কোন সময় বিদ্যায় কোন সময় শুদ্ধায় উপবাস বিহিত হইয়াছে।

## বৈষ্ণবমতে বিদ্যা ও অবিদ্যার ( শুদ্ধার ) সমন্বয়

রোহিণী অর্দ্ধরাত্রাদি যোগের ফলাতিশয় সম্পাদকত্ব হেতু রোহিণী অর্দ্ধরাত্রাদি যোগাভাবও কেবলষ্টমীর অবশ্য কর্তব্যতা হেতু এবং হরি বৈমুখ্য কারণ হেতু, জন্মষ্টমীক্রেয়ে শুদ্ধা নবমীতে উপবাসের বিধান হেতু বিদ্যা নিবেদ বচন সকল বৈষ্ণব বিষয়েই বিহিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিজ্ঞার নিবিড়তা হেতু বিজ্ঞা বিধায়ক বচন সকল অবৈষ্ণব বিষয়েই অভিহিত হইয়াছে।

অতএব বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিজ্ঞা সৰ্ব্বথা ত্যাগ্য।

ক্লান্দে—

সপ্তমী বেষ জালেন গোপিতঃ হৃষ্টমী ব্রতং।

সপ্তমী বেষ জাল দ্বারা অষ্টমী ব্রতগুপ্ত ॥ ১৫বি ১৭২

এই ক্লান্দ বচন দ্বারা সপ্তমী বিজ্ঞা নিষেধ বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু অবৈষ্ণবের বিজ্ঞায়ও উপবাস বিহিত। \*

বশিষ্ঠঃ—

অষ্টমী রোহিণী যুক্তা নিশ্চর্কে দৃশ্যতে যদি।

মুখ্যকালঃ সবিক্কেয়ঃ শুভ্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি অর্দ্ধরাত্রি দৃষ্ট হয়, তবে তাহা মুখ্যকাল বলিয়া জানিবে, হরি সেইকালে জন্মিয়াছিলেন। অর্দ্ধরাত্রি মুখ্য কাল, অগ্নি গোপ কাল।

ভবিষ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরয়োঃ—

অর্দ্ধ রাত্রৌ রোহিণ্যাং বদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।

তস্তা মভ্যর্চনং শৌরে ইত্তি পাপং ত্রিজন্মজং ॥

\* মানসী ও মর্শ্ববাণী

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত নীমাংসার সমালোচনা। ৬৩৬ পৃষ্ঠা।

“অনেক স্থলে নানা পুরাণের বচনে বিরোধ দেখা যায়। গ্রন্থকার এই বিরোধ নীমাংসা করিতে দিয়া—গোবামী জনহুলত সংস্কারের বশে মন গড়া কথাই বলিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, নীমাংসা শাস্ত্রানুসোদিত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন নাই।”

“গ্রন্থে নুতন শিক্ষান্ত কিছু নাই, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাগুলিই সন্মিলিত হইয়াছে। কাজেই শাস্ত্র বিবৃদ্ধ হয় নাই।”

মানসী মর্শ্ববাণীর এই সমালোচনা দেখিয়া পরিশিষ্টে যথাসম্ভব যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইল।

অর্দ্ধরাত্রি বদি রোহিণীর সহিত কৃষ্ণাষ্টমীর যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাতেই ভগবানের অর্চনা করিবে। তাহা করিলে ত্রিজন্যজনিত পাপ নষ্ট হয়।

বৈষ্ণব মতে এই সকল বচন শুদ্ধা বিময়ক ; যেহেতু বৈষ্ণবের বিদ্যা নিম্নিক।

### বৈষ্ণবমতে সার ব্যবস্থা।

সপ্তমী বৈধ রহিত অষ্টমীতে উপবাস হইবে। অষ্টমীকরে শুদ্ধা নবমীতে উপবাস হইবে। ষষ্টি দণ্ড অষ্টমী হইলে সেই দিনেই উপবাস হইবে। তিথিমলে রোহিণী যোগ হইলেও উপবাস হইবে না। রোহিণীদি যোগ উপবাস প্রযোজক নহে, ফল সম্পাদক। সম্পূর্ণাষ্টমীর মল পরদিনে নির্গত হইলে তিথি নক্ষত্র সম হইলে দুইয়ের অস্তে, অসম হইলে এক বিয়োগে পারণ হইবে। কেবল অষ্টমী নির্গত হইলে অষ্টমীর অস্তে পারণ হইবে।

পারণ মন্ত্রঃ।—

সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্ব সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

পারণানন্তরং সমাপন মন্ত্রস্ত।

ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূত সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

### জন্মাষ্টমী

#### স্মার্তমত

ঢাল্য শ্রাবণ বা সৌর ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীকে জন্মাষ্টমী বলে, এই কৃষ্ণাষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হয়। জয়ন্তী দুই প্রকার। অর্দ্ধরাত্রি অষ্টমীর সহিত রোহিণী যোগে এক প্রকার, এবং যে কোন সময়ে রোহিণীর যোগ মাত্রে এক প্রকার।

অর্দ্ধরাত্রি যথা—

#### বরাহ সংহিতায়াঃ—

সিংহার্কে রোহিণী যুক্তা নরঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি।

রাত্র্যর্দ্ধ পূর্বা পরগা জয়ন্তী কলয়া পিচ ॥

টীকা সরলা। হে নরঃ সিংহার্কে ভাদ্রে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী যদি কলয়াপি রাত্র্যর্দ্ধ পূর্বা পরগা শ্রাং, তদা জয়ন্তী ভবেৎ।

রাত্রি রর্দ্ধং রাত্র্যর্দ্ধং। রাত্র্যর্দ্ধ পদেন রাত্রি ভাগদ্বয় মুচ্যতে। পূর্বশ্চ অপরশ্চ তৌ গচ্ছত ইতি পূর্বাপরগা রাত্র্যর্দ্ধশ্চ পূর্বাপরগা রাত্র্যর্দ্ধ পূর্বা



শ্রীমদ্ভগবৎ পদঃ জয়মগ্নঃ শব্দঃ প্রত্যেক মন্ত্রি সম্বন্ধ্যতে ইতি জ্ঞাত্যং,  
পূর্বরাত্র্যর্ক গতাঁসতী পর রাত্র্যর্কগামিনী ইত্যর্থঃ প্রকাশতে ।

হে মানবগণ ! তাদ্র মাসে রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী যদি এক কলাও রাত্রির  
পূর্বার্ধের শেষভাগ প্রাপ্ত হইয়া পরার্ধের পূর্ব ভাগকে লাভ করে, তবে  
তাহাকে জয়ন্তী বলে ।

আগ্নেয়ে আদিত্যেচ—

অর্ধরাত্রি দধশ্চোর্ধ্বং কলয়া পি যদা ভবেৎ ।

জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥

টীকা মরলা । অর্ধরাত্রি দধঃ পূর্বভাগং অর্ধরাত্রি দূর্ধ্বং পরভাগং কলয়াপি  
ব্যাপ্য শাস্ত্রে বৃকবদ্ ব্যবহার ইতি জ্ঞাত্যং । রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি ভবেৎ, তদা  
জয়ন্তী নাম । অর্ধরাত্রাদধ শ্চোর্ধ্ব মিতিবোগ মাত্রে তাৎপর্যং ।

রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী যদি কলাদ্বারাও রাত্রির পূর্বার্ধের শেষভাগ স্পর্শ  
করিয়া রাত্রির পরার্ধের প্রথমভাগ স্পর্শ করে তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে । সে  
সর্বপাপ বিনাশ ক'রে । রঘুনন্দন অর্ধরাত্র্যে রোহিণীর যোগকে জয়ন্তী বলেন ।

যোগমাত্র্যে যথা

সনৎকুমার সংহিতায়—

প্রাবণশ্চ ৮ মাসশ্চ কৃষ্ণাষ্টম্যাং নরাধিপ !

রোহিণী যদি লভ্যেত জয়ন্তী নাম সা তিথিঃ ।

বিশ্ববরহশ্চে—

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষশ্চ রোহিণী ঋক্ষসংযুতা ।

ভবেৎ প্রোষ্টপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা

প্রোষ্টপদে ভাদ্রে—

কান্দে—

প্রাজাপত্যেন সংযুক্তা অষ্টমী তু যদা ভবেৎ ।

প্রাবণে বহলে পক্ষে সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥

জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন তাং বিদুঃ ॥

প্রাজাপত্যেন রোহিণী নক্ষত্রেণ । বহলে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে ।

চান্দ্র শ্রাবণের বা সৌর ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রোহিণীযুক্ত হইলে সে সমুদয় পাপ নাশ করে, আরি জয় এবং পুণ্য প্রদান করে বলিয়া তাহার নাম

ইত্যাদি বচনে “যদা” পদের প্রয়োগ থাকায় যে কোন সময়ে রোহিণীর যোগ বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে—

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেৎ যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ !

জয়ন্তী নাম সা জেয়া উপোস্তা সা প্রযত্নতঃ ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে যদি এক কলা রোহিণী হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলিয়া জানিবে। যত্নপূর্বক তাহাতে উপবাস করিবে।

এই বচনে এক কলা যোগেও জয়ন্তী হয়, ইহা উপলব্ধি হইল।

ইত্যাদি বচনসমূহে অর্দ্ধরাত্রের উল্লেখ নাই, দিবারাত্রিরও উল্লেখ নাই। সামান্ত নির্দেশ থাকায় দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হইবে এবং উপবাস হইবে। ইহা লাত হইল।

বশিষ্ঠঃ—

বাসরে বা নিশায়াং বা যত্র যুভা তু রোহিণী ।

বিশেষণ নভোমাসি সৈবোপোস্তা সদা তিথিঃ ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী উপোস্ত। বিশেষতঃ দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক যে অষ্টমীদিনে রোহিণীর যোগ হইবে, সেই তিথিই সদা উপোস্ত। রোহিণী রহিত অষ্টমী উপোস্ত নহে।

এইবচনে “বাসরে বা নিশায়াং বা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হয় ও উপবাস হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।

বিষ্ণুহস্তে—

প্রার্জাপত্যক্ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী ।

মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোস্তা মহাকলা ॥

চান্দ্র শ্রাবণ অর্থাৎ সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি মুহূর্ত্তকালও লাভ

কয়, তবে সেই উপোষ্য, তাহাতে উপবাস করিলে মহা ফল হয় । রোহিণী রহিত অষ্টমী উপোষ্য নহে ।

“বাসরে বা নিশায়াং বা” ইত্যাদি বচনের এবং “প্রাজাপত্যক সংযুক্তা” ইত্যাদি বচনের ‘এব’ শব্দদ্বারা রোহিণী যুক্তের দৃঢ়তা করা হইয়াছে ।

উভয় দিনে অষ্টমী হইলে রোহিণী যুক্তের গ্রহণ ।

রঘুনন্দন রোহিণী যোগমাত্রকে রোহিণীষ্টমী বলেন ।

### শুদ্ধায় স্মার্তবৈষ্ণবের সমান

একদিনে অন্নভী অর্থাৎ অর্ধরাত্রে রোহিণী হইলে সেইদিনে উপবাস করিবে ।

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশ্চক্ষে দৃশ্যতে যদি ।

মুখ্যকালঃ সবিজ্ঞেয় স্তত্র জাতো হরিঃ স্বয়ং ॥

রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি অর্ধরাত্রে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে মুখ্যকাল বলিয়া জানিবে । হরি রোহিণী যুক্ত অষ্টমীতে অর্ধরাত্রে জন্মিয়া ছিলেন ।

### ভবিষ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরয়োঃ—

অর্ধরাত্রে হু রোহিণ্যাং যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ ।

তস্তা মভ্যর্চনং শৌরে ইত্তি পাপং ত্রিজন্মজং ॥

অর্ধরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে তাহাতে ভগবানের অর্চনা করিলে ত্রিজন্ম জনিত পাপ নষ্ট হয় ।

প্রাজাপত্যক সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী ।

সোপবাসো হরেঃ পূজাং তত্র কৃষা নসীদতি ॥

অর্ধরাত্রে চ যোগো হয়ং তারাপত্যদয়েনসতি ॥

চাত্র প্রাণে বা সৌরভাত্রে যদি রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী হয়, তাহাতে উপবাস করিয়া পূজা করিলে মানব অবসর হয়না । অর্ধরাত্রে চন্দ্রোদয়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে । ইহা প্রশস্ত ।

### বৈষ্ণব মতে—

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা ইতি, অর্ধরাত্রেতু রোহিণ্যামিতি, প্রাজাপত্যক সংযুক্তা ইত্যাদি কোন সকল শুদ্ধাবিষয়ক ।

শুক্রাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ না হইয়া সপ্তমীবিক্র  
অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে বিক্রাই উপোক্ত ।

### বহি পুরাণে—

সপ্তমী সংযুতাষ্টম্যাং নিশিথে রোহিণী যদি ।

ভবিত চাষ্টমী পুণ্যা বাবচ্চত্র দিবাকরৌ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম !

রোহিণী সংযুতো পোষ্টা সর্বাঘোষ বিনাশিনী ॥

নিশিথে অর্দ্ধরাত্রে । সর্বাঘোষ বিনাশিনী সর্কপাপসত্ত্ব বিনাশিনী ।

সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে যদি অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হয়, তবে  
সেই অষ্টমী চন্দ্রসূর্য্য বর্তমান থাকে পর্য্যন্ত পুণ্যা । অতএব সর্কপাপ সমূহ  
বিনাশিনী সপ্তমীযুক্ত রোহিণী নক্ষত্রায়িত কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিবে ।

উক্ত দিনে অরুণী অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে  
পরদিনে উপবাস হইবে ।

এক কারণ—সকল কালকে আরম্ভ করিয়া তিথির ব্যাপ্তি সম্ভব অর্থাৎ  
সকল কালাবধি তিথির বর্তমানতা কি না ? সকলকালে তিথি থাকা আবশ্যক ।

এই নিমিত্ত বোধায়ন বলিয়াছেন,—

যো যন্ত বিহিতঃ কালঃ কৰ্ম্মণ তদুপক্রমে ।

তিথি য়াতি মতা সা তু কার্য্যো নোপক্রমোজ্জিতা ॥

টাকা । যন্ত কৰ্ম্মণো যঃ কালঃ প্রাতরাদিরূপঃ বিহিতঃ প্রশস্তঃ তদুপক্রমে  
তস্মিন্ প্রশস্তে প্রাতরাদি কালে উপক্রমে তৎকৰ্ম্মকরণে অভিমতা যা  
তিথিঃ সা কার্য্যো । প্রাতরাদিরূপঃ প্রশস্তকাল ব্যাপিনী বিহিততিথি গ্রাহ্য  
ইত্যর্থঃ । ন উপক্রমোজ্জিতা কৰ্ম্মকরণ কালে প্রাতরাদৌ উজ্জিতা অপ্রাপ্তা  
কালান্তরে প্রাপ্তা বিহিত তিথিঃ ন কার্য্যো ইত্যর্থঃ । ইতি কালীরামঃ ।

যে কৰ্ম্মের যে কাল প্রাতরাদিরূপ, বিহিত অর্থাৎ প্রশস্ত, সেই প্রশস্ত  
প্রাতরাদিকালে উপক্রমে অর্থাৎ তৎকৰ্ম্মকরণে যে তিথি অভিমতা তাহাই  
কৰ্ত্তব্য । প্রাতরাদিরূপ প্রশস্ত কালব্যাপিনী বিহিত তিথি গ্রাহ্য । কৰ্ম্মকালে  
প্রাতরাদিতে অপ্রাপ্ত কালান্তরে প্রাপ্ত বিহিত তিথি কৰ্ত্তব্য নহে ।

সকল প্রাতে করিতে হয়,

## ৷ ব্রাহ্ম পুরাণে—

প্রাতঃ সঙ্কলয়েদ্ বিষ্ণুপবাস ব্রতাদিষু ।

উপবাস ব্রতাদিতে পণ্ডিতগণ প্রাতঃকালে সঙ্কল্য করিবেন ।

অন্তকারণ,—

## বোধায়নঃ—

উদয়েতুপ বাসন্ত নক্ষত্রান্ত ময়ে তিথিঃ ।

মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্য একভুক্তে সদা তিথিঃ ॥

উপবাস সম্বন্ধে উদয়ব্যাপিনী তিথিগ্রাহ্য । নক্ষত্রতে অন্ত্যগামিনী তিথি গ্রাহ্য । একভুক্ত ব্রতে মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য । ইত্যাদি বোধায়ন বচনদ্বারা উপবাস সম্বন্ধে উদয়গামিনী তিথির বিধান ।

অপর কারণ,—

## ভবিষ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরয়োঃ—

উপোষিতবাং নক্ষত্রং যেনান্তং যাতি ভাস্করঃ ।

যত্র বা যুজ্যতে রাম ! নিশিথে শশিনাস্ত ॥

যে নক্ষত্রে সূর্য্য অন্ত যায়, অর্দ্ধরাত্রে যে নক্ষত্র চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়, সেই নক্ষত্রে উপবাস করিবে ।

ইত্যাদি বচন দ্বারা অন্ত ও নিশিথ সম্বন্ধ বিশিষ্ট নক্ষত্রের বলবৎ ।

আর কারণ,—

## পরশরঃ—

ত্রিসন্ধ্য ব্যাপিনী বাতু সৈব পূজ্য সদা তিথিঃ ।

ন তত্র যুগ্মাদরণ মন্ত্রত্র হরিবাসরাৎ ॥

ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী তিথিই সদাপূজ্য, হরিবাসর ভিন্ন তাহাতে যুগ্মাদরণ নাই ।

ইত্যাদি বচনদ্বারা তিথির ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিৎ । \*

\* প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সারং ত্রিসন্ধা ।

## অন্তবিধ কারণ

## ব্রহ্মবৈবর্তে—

বর্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী ।

স। সক্ষপি ন কৰ্তব্য। সপ্তমী সহিতাষ্টমী ॥

অবিদ্ধায়াঞ্চ সক্ষপাং জাতো দেবকী-নন্দনঃ ॥

সপ্তমী যুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্বক বর্জন করিবে। রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কৰ্তব্য নহে। রোহিণীযুক্ত সপ্তমীবোধ রহিত অষ্টমীতে দেবকী-নন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।”

ইত্যাদি বচন সকল উভয়দিনে জয়ন্তী লাভ বিষয়ে। উভয়দিনে জয়ন্তী লাভ হইলে সপ্তমীবিদ্ধা নিষিদ্ধ।

এবং,—

## স্কান্দে ব্রহ্মবৈবর্তেচ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা ঋক্ষং দ্বিজোত্তম !

প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়ে হৃদি মুহূর্তার্দ্ধং ভবেদ্বদি ॥

তদষ্টধামিকং জেরং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা ।

মুহূর্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী স্মৃতা ॥

কিং পুন নবমী যুক্তা কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা ॥

প্রাজাপত্যং রোহিণী ।

রোহিণী নক্ষত্র সপ্তমী যুক্ত অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে মুহূর্তার্দ্ধও যদি থাকে তবে সেই মুহূর্তার্দ্ধকে অষ্টধামিক বলিয়া জানিবে। ব্যাসাদি মুনিগণ ইহা পূর্বেই বলিয়াছেন। মুহূর্তকালও রোহিণী সংযুক্ত হইলে সেই ঋণাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই জানিবে। নবমীযুক্তের কথা আর কি বলিব, সে কুলকোটীর মুক্তিদাত্রী।

এই সমস্ত কারণ দ্বারা পরদিন গ্রাহ—

দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলেও সেই উপোস্ত।

বশিষ্ট :—

বাসরে বা নিশায়াং বা যত্র যুক্তা তু রোহিণী ।

বিশেষণে নভোমাসি সৈবোপোস্তা সন্নাতিভিঃ ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্য। বিশেষতঃ দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক যেদিন রোহিণী যুক্ত অষ্টমী হইবে, সর্বদা সেই তিথিই উপোষ্য।

### বিষ্ণুরহস্তে—

প্রাজাপত্যক্ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী।

মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোষ্য মহাকলা ॥

মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণে অর্থাৎ সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি মুহূর্ত্তকালও লাভ হয়, তবে সেই উপোষ্য। তাহাতে উপবাস করিলে মহৎ ফল হয়। উভয় বচনের ‘এব’ শব্দদ্বারা রোহিণী যুক্তেরই দৃঢ়তা করা হইয়াছে।

শুক্রাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে শুক্রাষ্টমী উপোষ্য। শুক্রাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ না হইয়া বিক্রাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে বিক্রাষ্টমীই উপোষ্য।

### কালবিবেকে

#### ভবিষ্যে বিষ্ণুপুরাণেচ—

কার্য্য বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী সহিতাষ্টমী।

তদ্রোপবাসং কুর্বাৎ তিথিতান্তেচ পারণং ॥

ন কেবলং শুদ্ধা বিদ্ধাপি।

কেবল যে শুদ্ধা উপোষ্য তাহা নহে, রোহিণী যুক্তা অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও উপোষ্য। তাহাতে উপবাস করিয়া তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

#### বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জয়ন্তী শিবরাত্রিঃ কার্য্যে ভদ্রাজয়ান্তিতে।

কুর্ভোপবাসং তিথ্যন্তে তদা কুর্ধ্যাচ্চ পারণং ॥

সপ্তমী যুক্ত জয়ন্তী, (রোহিণী যুক্ত অষ্টমী) ও ত্রয়োদশী যুক্ত শিবরাত্রিতে উপবাস করিবে। অষ্টমীর পারণ তিথ্যন্তে এবং শিবরাত্রির পারণ চতুর্দশীতে করিবে।

## গারুড়ে—

জয়ন্ত্যাং পূর্ববিদ্ধায়া যুপবাসং সমাচরেৎ ।

তিথ্যস্তে বোৎসবাস্তে বা ত্রতী কুর্বাতি পারণং ॥

সপ্তমী যুক্ত জয়ন্তী অর্থাৎ রোহিণী যুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিয়া ত্রতী  
তিথ্যস্তে বা উৎসবাস্তে পারণ করিবে ।

উভয় দিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে পরদিন উপোষ্য ।

## স্কান্দে ব্রহ্মবৈবর্তেচ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূহা ঋকং দ্বিজোত্তম !

প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়ে হুহি যুহুর্ভার্কঃ ভবেদ্ যদি ॥

তদষ্ট যামিকং জেরং প্রোক্তং ব্যাসাদিতিঃ পুরা ।

যুহুর্ভেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী স্মৃতা ॥

কিংপুন নবমী যুক্তা কুলকোটিয়াস্ত মুক্তিদা ।

প্রাজাপত্যং ঋকং রোহিণী নক্ষত্রং ॥

রোহিণী নক্ষত্র, সপ্তমী যুক্ত অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে যুহুর্ভার্কও  
যদি থাকে, তবে সেই যুহুর্ভার্ক কালকে অষ্টযামিক বলিয়া জানিবে । ব্যাসাদি  
মুনিগণ ইহা পূর্বেই বলিয়াছেন । যুহুর্ভকালও রোহিণী সংযুক্ত হইলে সেই  
ঋগাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই জানিবে । নবমী যুক্তের কথা আর কি বলিব,  
সে কুল কোটির মুক্তিদাত্রী ।

পূর্বোক্ত কারণ ও “সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং” ইত্যাদি বচন বলে পরদিন  
উপোষ্য ।

রোহিণী সপ্তমী না থাকিলে যেদিন অর্ধরাত্রব্যাপিনী অষ্টমী হইবে সেই দিনে  
উপবাস হইবে । শুদ্ধাষ্টমী অর্ধরাত্র ব্যাপিনী হইলে শুদ্ধাষ্টমী, বিদ্ধাষ্টমী অর্ধরাত্র  
ব্যাপিনী হইলে বিদ্ধাষ্টমী উপোষ্য ।

## পরামর্শঃ—

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্তি চৈত্রোহিণী কলা ।

রাত্রিযুতাং প্রকুর্বাতি বিশেষণেন্দু সংযুতাং ॥

দিবা কিম্বা রাত্রিতে যদি রোহিণী অথবা মাত্রাও না থাকে, তবে রাত্রিযুক্ত



অষ্টমীতে উপবাস করিবে, বিশেষতঃ চন্দ্রসংযুক্ত রাত্রিযুক্ত অর্ধাৎ অর্ধরাত্র ব্যাপিনী অষ্টমী হইলে উপবাস করিবে।

### নারদীয়ে—

অর্ধরাত্র যুতাষ্টম্যাং সো হন্থমেধ ফলং লভেৎ ।

অর্ধরাত্রগত অষ্টমীতে উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

নবমী দিনে অষ্টমী অর্ধরাত্র ব্যাপিনী না হইয়া সপ্তমী দিনে অষ্টমী অর্ধরাত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে পূর্বদিন অর্থাৎ সপ্তমী বিক্রায় উপবাস হইবে।

### কান্দে—

কৃষ্ণাষ্টমী স্বন্দযষ্ঠী শিবরাত্রি চতুর্দশী ।

এতাঃ পূর্বযুতাঃ কার্ঘ্যা তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥

কৃষ্ণাষ্টমী, স্বন্দযষ্ঠী, শিবরাত্রি চতুর্দশী। এই সমস্ত পূর্ব বিদ্ধা কর্তব্য তিথ্যন্তে পারণ হইবে। শিবরাত্রির পারণ চতুর্দশীতেও হয়, অমাবস্যাতেও হয়।

### কালনাথব ধৃত কান্দে—

অগ্ন্যাষ্টমী রোহিণী চ শিবরাত্রি স্তথৈক চ ।

পূর্ব বিট্টের কর্তব্য তিথি ভাস্তে চ পারণং ॥

অগ্ন্যাষ্টমী ব্রত, রোহিণী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত এই সকল ব্রত পূর্ব বিদ্ধাই কর্তব্য। তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ।

### গুরহস্তে—

অলাভে রোহিণী ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টম্যন্ত গাহিনী ।

ভদ্রোপবাসং কুর্ভেব তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥

রোহিণী নক্ষত্র লাভ না হইলে কৃষ্ণাষ্টমীতে সূর্য্য অন্ত গেলে পূর্বদিন সপ্তমী বিক্রায় উপবাস করিয়া পরদিনে তিথ্যন্তে পারণ করিবে।

উভয় দিনে অর্ধরাত্র সম্বন্ধ থাকিলে অথবা না থাকিলে পরদিনে উপবাস।

এক কারণ, সঙ্কল্পারোধ।

অন্ত কারণ,—ত্রিসন্ধা ব্যাপিনী তিথির পূজনীয়তা অর্থাৎ তিথির ত্রিসন্ধা ব্যাপিনী।

অপর কারণ,—

আদিত্য পুরাণে—

বিনা ঋক্ষাণ কর্তব্য নবমী সংযুতাষ্টমী ।

স ঋক্ষাপি ন কর্তব্য সপ্তমী সংযুতাষ্টমী ॥

রোহিণী নক্ষত্র সংযোগ না হইলেও নবমী যুক্ত অষ্টমী কর্তব্য । সপ্তমী যুক্ত অষ্টমী রোহিণী যুক্ত হইলেও করিবে না । এই আদিত্যপুরাণ বচন ।

এবং পদ্মপুরাণে—

পূর্ব বিদ্ধাষ্টমী যা তু উদয়ে নবমী দিনে ।

মুহুর্তে নাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ ॥

কলা কাঠা মুহুর্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ ।

নবম্যাং সৈব গ্রাহ্য ত্যাং সপ্তমী সংযুতা নহি ॥

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে মুহুর্ত যুক্ত হইলেও সে সম্পূর্ণাষ্টমীই হয় । কৃষ্ণাষ্টমী যদি নবমীদিনে কলাকাঠা মুহুর্তকাল ব্যাপিরাও থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রাহ্য, সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য নহে । ইত্যাদি পদ্মপুরাণ বচন ।

যষ্টি দণ্ডাঙ্কিকা অষ্টমীতে রোহিণী না হইয়া যদি পরদিনে তিথি মলে রোহিণী হয়, তবে পূর্ণাতেই উপবাস হইবে, মলে হইবে না । মল অকর্ষণ্য ।

যষ্টিদণ্ডাঙ্কিকাস্ত তিথে নিষ্কমণে পরে ।

অকর্ষণ্যং তিথি মলং বিদ্ধাদেকাদশীং বিনা ॥

যষ্টি দণ্ড ব্যাপিনী তিথি পরদিনে নিষ্কান্ত হইলে একাদশী ভিন্ন সেই তিথি মল অকর্ষণ্য ।

স্মার্তমতে বিদ্ধা ও অবিদ্ধা উভয়েই উপবাস হয় । পূর্বদিন উপবাসে বিদ্ধা বিধায়ক বচন সকলের সমন্বয় । পরদিন উপবাসে অবিদ্ধা নিবেদক বচন সকলের সমন্বয় ।

স্মার্তমতে পার্শ্বণ

ভবিষ্য বিষ্ণুরহস্য ব্রহ্মবৈবর্তেবু—

অষ্টম্যা মথ রোহিণ্যাং ন কুর্যাৎ পার্শ্বণং কচিৎ ।

হস্তাং পুরা কৃতং কৰ্ম উপবাসাঙ্গিতং ফলং ॥

তিথি রষ্টমণং হস্তি মক্ষত্রক চতুর্ভুগং ।

তস্মাৎ প্রবর্ততঃ কুর্যা তিথি ভাঙ্কে পার্শ্বণং ॥

অষ্টমী এক রোহিণীতে কখনও পারণ করিবে না। করিলে পূর্বকৃত উপবাসাঙ্গীকৃত ফল নষ্ট করে। তিথি অষ্টমী এবং নক্ষত্র চতুর্দশী ফল নষ্ট করে। অতএব বহু পূর্বক তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

যদি দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে এক তরের বিয়োগ হয়, তবে এক তরের বিয়োগে পারণ করিবে।

### নারদীয়ে—

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো বদা ভবেৎ ।

পারণস্ত ন কর্তব্যং যাবন্নৈকস্ত সংক্ষয়ঃ ॥

তিথি নক্ষত্র সংযোগে যদি উপবাস হয়, তাহা হইলে একের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত পারণ করিবে না।

সাং বোগিকে ব্রতে প্রাপ্তে যন্তেকোহপি বিবোজ্যতে ।

তত্রৈব পারণং কুৰ্ব্বা দেবং বেদবিদ্বঃ ॥

তিথি নক্ষত্রয়োঃ সংযোগে কৃতং সাংবোগিকং, তন্মিন। ন কেবলং যৌ একোহপি। তিথি ভাস্ত্রে চ পারণ মিত্তি দ্বয়ো রেব সাম্যেন।

তিথি এবং নক্ষত্র সংযোগে যে ব্রত হয়, তাহার পারণ, তিথি নক্ষত্র সংযুক্ত ব্রতে কেবল যে দুইয়ের বিয়োগে পারণ হয় তাহা নহে, এক বিয়োগেও পারণ হয়। সম হইলে দুইয়ের বিয়োগে, অসম হইলে এক বিয়োগেও পারণ হয়। ইহা বেদজ্ঞগণ অবগত আছেন।

দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে যদি একেরও বিয়োগ না হয়, তবে দুইয়ের অবিয়োগে প্রাতেই উৎসবাস্তে পারণ করিবে।

তিথ্যন্তে বাৎসবাস্তে বা ব্রতী কুর্কীত পারণং ।

উপবাসেসু সর্কেষু পূর্ক্কাহে পারণং ভবেৎ ॥

ব্রতী তিথ্যন্তে বা উৎসবাস্তে পারণ করিবে। সমুদয় উপবাসে পূর্ক্কাহে পারণ হয়।

মুনিগণ দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে ভোজনের বিধান করিয়াছেন,

### কাত্যায়নঃ—

মুনিতি ধ্রিংশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাং ।

নিত্যং অহ্নিচ তমস্বিত্তাং সার্ক্ প্রহর যামান্তঃ ॥

মর্ত্যবাসী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে স্মৃতিগণ দুইবার নিত্য ভোজনের বিধান করিয়াছেন। দিনে একবার, রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে একবার। এই নিমিত্ত দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে পারণ বিহিত। দেড় প্রহর রাত্রির পর মহানিশা, মহানিশায় ভোজন নিষেধ।

মহানিশা ৮ সার্ক প্রহরানন্তরং ভবতীতি তিথিতত্বং।

রাত্রিতে পারণ নিষেধ।

ন রাত্রৌ পারণং কুর্যা দৃতে বৈ রোহিণী ব্রতাতং।

নিশায়াং পারণং কুর্যা দ্বর্জয়িত্বা মহানিশাং ॥

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবে না। রোহিণী ব্রতেও দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে ( নিশায় ) পারণ করিবে মহানিশায় পারণ করিবে না।

### ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

একাদশী শতাব্দ্রাজ্ঞাধিকং রোহিণী ব্রতং।

ততো হি দুর্লভং মন্তা তস্তাং যত্নং সমাচরেৎ ॥

হে রাজন! শত একাদশী হইতে রোহিণী ব্রত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু দুর্লভ মনে করিয়া তাহাতে যত্ন করিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রঘুনন্দন রোহিণী ব্রতের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া জয়ন্তী জন্মাষ্টমীকে রোহিণী ব্রত বলিয়াছেন। তদনুসারেই তিনি দেড়প্রহর রাত্রি মধ্যে পায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রোহিণী ব্রতের লক্ষণ বলেন নাই।

তিথিবিবেক, কালবিবেক, কালমাধব, হেমাঙ্গি, নির্ণয়মৃত, নির্ণয়সিদ্ধ, কালনির্ণয় প্রভৃতি স্মার্ত গ্রন্থে, নৃসিংহপুরিচর্যা, হরিশক্তিবিলাস, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতিতে রোহিণী যুক্ত জন্মাষ্টমীকে জয়ন্তী বলা হইয়াছে, কোথাও রোহিণী ব্রত বলা হয় নাই, কেবল রঘুনন্দনই জয়ন্তী জন্মাষ্টমীকে রোহিণী ব্রত বলিয়াছেন।

জয়ন্তী জন্মাষ্টমী যদি রোহিণী ব্রত হয়, তবে জয়ন্তী দ্বাদশী রোহিণীব্রত না হইবে কেন?

হরিশক্তিবিলাসে ১৩ বিলাসে অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ে, জয়ন্তী লক্ষণ।

### ব্রহ্মপুরাণে—

যদাত্ত শুক্ল দ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।

জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সৰ্বপাপ হরা তিথিঃ ॥ ১৩বি ১৩১

যদি জ্ঞানী দ্বাদশীতে রোহিণীর যোগ হয়, তবে তাহার নাম জয়ন্তী মহাদ্বাদশী, সে সমুদয় পাপ হরণ করে।

এই জয়ন্তী দ্বাদশী রোহিণী ব্রত না হইবার কি বিনিগমক আছে ?

জয়ন্তী জন্মাষ্টমী রোহিণী ব্রত নহে,—রোহিণী ব্রত যে ভিন্ন তাহা কালমাধবে পাওয়া যাইতেছে।

## শিবরাত্রি প্রসঙ্গে

স্কন্দপুরাণে—

জন্মাষ্টমী রোহিণী চ শিবরাত্রি তু তৈব চ ।

পূর্ব বিদ্বৈব কর্তব্য্য তিথি ভাঙ্ডে চ পারণং ॥

জন্মাষ্টমী ব্রত, রোহিণী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, পূর্ব বিদ্বাই কর্তব্য, তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

কালমাধবের মতে—

জন্মাষ্টমী জয়ন্তী এক, কল বিশেষার্থ রোহিণী যোগ বলা হইয়াছে।\*

“জন্মাষ্টমী রোহিণী চ” ইত্যাদি স্বান্দ বচনে “রোহিণীচ” এই চকার দ্বারা রোহিণীব্রতের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্তী জন্মাষ্টমী রোহিণী ব্রত নহে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। রোহিণী ব্রত অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

হরিতত্ত্ববিলাসে ১৫শ বিলাসে জন্মাষ্টমী প্রকরণে বিদ্বা বিষয়ে।

পূর্বদিন উপবাসে তিথিনক্ষত্র পরদিন রাত্রিতে অবস্থিতি করিলে পারণ বিধান।

গৌতমীয় তন্ত্রে—

পরে হুহি পারণং কুর্য্যান্তিথ্যন্তে বাথ ঞ্জতঃ ।

বদৃক্ষং বা তিথির্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা ॥

দিবসে পারণং কুর্য্য দন্তথা পতনং ভবেৎ ॥ ১৮১।১৫বি

পূর্বদিন উপবাস করিয়া পরদিন তিথ্যন্তে অথবা নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। যদি নক্ষত্র বা তিথি বৃদ্ধিক্রমে রাত্রিতে অবস্থিতি করে, তবে দিবসেই পারণ করিবে। অন্তথা করিলে পতন হইবে।

\* জন্মাষ্টমী জয়ন্তীভ্যাং ব্যবহ্রয়মাণং ব্রত মেকমেব। জন্মাষ্টমী সাক্ষিত্য ফল বিশেষায় জয়ন্তী নামকো রোহিণী যোগো বিধীয়তাং।

## নির্ণয়ানুত্তে—

কার্য্য বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী সহিতাষ্টমী ।

অত্রাষ্টম্যন্তে পারণং রোহিণ্যন্তো নাপেক্ষিতঃ ॥

রোহিণীযুক্ত ঈষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও উপোস্ত। অষ্টমীর অন্তে পারণ করিবে, রোহিণ্যন্তের অপেক্ষা করিবে না।

নক্ষত্রান্তে পারণ বিধান রোহিণী শ্রবণা ভিন্ন ব্রত বিষয়ে ।

## যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

থাঃ কাশ্চি দ্বিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্র যোগতঃ ।

ঋক্ষান্তে পারণং কুর্যা দ্বিনা শ্রবণ রোহিণীং ॥

নক্ষত্র সংযোগে যে সকল তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে, শ্রবণা এবং রোহিণী ভিন্ন সেই সকল নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। শ্রবণা এবং রোহিণীর মধ্যেই পারণ করিবে।

যদি পূর্ববিদ্ধা উপবাসে তিথি নক্ষত্রের রাত্রির সার্ক যামে বা অর্দ্ধরাত্রি অবসান হয়, তাহা হইলে উপবাসের পরদিনে পূর্বাহ্নে পারণ করিবে।

তিথ্যক্ষয়ো যদা ছেদো নক্ষত্রান্ত মথাপিবা ।

অর্দ্ধরাত্রি হপিবা কুর্যাৎ পারণ স্বপরে হহনি ॥

টিকা সরলা । যদা তিথ্যক্ষয়ো তিথি নক্ষত্রয়ো ছেদঃ অন্তঃ, নক্ষত্রান্তমিতি একতরোপ লক্ষণং । তিথ্যন্তো বা নক্ষত্রান্তো বা ভবতি । অর্দ্ধরাত্রি হপিবা ইতি । ন কেবলং সার্ক যামে অর্দ্ধরাত্রি হপি তিথ্যন্তো বা নক্ষত্রান্তো বা ভবতি, রাত্রৌ পারণ নিবেদ্যঃ অপরে হহনি উপবাস পরদিনে দিবসে পারণ কুর্যাৎ । সর্বেষু বোপবাসেষু দিবা পারণ মিবাতে ইতি, যাম ত্রয়োদশ গামিত্যাং প্রাতঃকালে পারণ মিতি, যদৃক্ষং বা তিথি বাপি রাত্রিঃ ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা । দিবসে পারণং কুর্যা দ্বত্বা পতনং ভবে দিত্যাদি বচনেভ্যঃ ।

দিবাতে তিথি নক্ষত্র উভয়ের অন্তে অথবা তিথির অন্তে বা নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। রাত্রি সার্ক যামে বা অর্দ্ধরাত্রি তিথি নক্ষত্র উভয়ের অন্তে অথবা তিথির অন্ত বা নক্ষত্রের অন্ত হইলে রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া উপবাসের পরদিনে দিবাতেই পারণ করিবে।

### এই বিষয়ে প্রমাণ—

সমস্ত উপবাসেই দিবাতে পারণ বিহিত। তিথি নক্ষত্র ঘামত্রয়ের উর্দ্ধে গমন করিলে প্রাতে (পূর্বাঙ্কে) পারণ করিবে।

তিথি বা নক্ষত্র রাত্রিতে অবস্থিতি করিলে দিনেই পারণ করিবে। অন্তথা করিলে পতন হইবে।

### হরিভক্তিবিলাসে—

যদ্বা তিথ্যক্ষরোরব ঘরোরস্তে তু পারণং।

সমর্থানা মশক্তানাং ঘরোরেক বিয়োগতঃ ॥ ১৫বি ১৮৩

### হরিভক্তিবিলাসের দিগদর্শনী—

উপবাস দ্বয় শক্তানাং ঘরো রেবান্তে পারণং, অশক্তানাং ঘরোর্মধ্যে একতর-  
বিচ্ছেদে পারণং। ইতি কেবাচিন্মতং। ১৫বি ১৮৩

কাশীরামঃ।

রায় মুকুটন্ত একতরাবসানে পারণ মিতি অসমর্থ পরং। উভয়াবসানে  
পারণ মিতি সমর্থ পরং।

কেচিত্ মহানিশায়া মুভয়স্থিতি তদা উপবাসদ্বয়ং তৃতীয় দিবসে পারণং  
কুর্যাৎ ইত্যাহঃ।

সপ্তমী বিদ্ধা উপবাসেই পরদিনে তিথি নক্ষত্রের অর্দ্ধবামে বা অর্দ্ধরাত্রে  
অথবা তদুর্দ্ধেও প্রবেশ হইতে দেখা যায়।

এইরূপ হইলে কেহ বলেন উপবাসদ্বয়ে শক্তব্যক্তি তিথি নক্ষত্রের অন্তে,  
অশক্ত ব্যক্তি একতরের বিচ্ছেদে পারণ করিবে।

কেহ বলেন একতরের অবসানে পারণ অসমর্থ পর, উভয়াবসানে পারণ  
সমর্থ পর, কেহ বলেন, মহানিশায় উভয়ের স্থিতি হইলে দুই উপবাস করিয়া  
তৃতীয় দিনে পারণ করিবে। এই সমস্ত মত নিরস্তু হইল, কারণ, পারণ বচন  
সকলে শক্তাশক্ত বিশেষ নির্দেশ নাই, সামান্য নির্দেশ আছে, শক্তাশক্তের  
একদিনেই অর্থাৎ উপবাসের পরদিনেই পূর্বাঙ্কে পারণ হইবে। পারণ বচন  
সকলের অর্থ বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

## শ্রীমতে সার ব্যবস্থা

একদিনে জয়ন্তী লাভে সেইদিন উভয়দিন জয়ন্তীলাভে পরদিনেই কাট

একদিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে সেইদিনে। উভয়দিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে পরদিনে।

রোহিণীর অনাভে, একদিনে অর্ধরাত্রি সম্বন্ধ হইলে সেইদিনে। উভয়দিনে অর্ধরাত্রি সম্বন্ধ হইলে বা না হইলে পরদিনে উপবাস হইবে।

তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ, রাত্রি দেড়প্রহর মধ্যে একতরের অবসানে পারণ। মহানিশায় উভয়ের স্থিতি হইলে সেইদিনে পূর্ণাহ্নে উৎসবাস্তে পারণ।

বাহার জয়ন্তী বা রোহিণীকে রোহিণীব্রত স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে সম হইলে তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ, অসম হইলে একতর বিয়োগে পারণ। তিথি নক্ষত্র রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে প্রাতে উৎসবাস্তে পারণ।

## ব্রতনির্ণয় গ্রন্থে

অথ রোহিণী ব্রত নির্ণয়ঃ

ভবিষ্যোত্তরে—

কার্তিকে পৌর্ণমাস্যঞ্চ সম্ভবে দ্রোহিণী ব্রতং ।

অর্ধরাত্র্যাং পুরস্তাচ্চ অর্ধরাত্র্যে হথবা পুনঃ ॥

চন্দ্রেণ চ রোহিণ্যা সংযোগো রোহিণী ব্রতং ।

তত্রোপবাসদানাত্ত মক্ষয়ং পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

একাদশী শতাদ্রাজয় দিকং রোহিণী ব্রতং ।

ততো হি দুর্লভং মত্ৰা তস্তাং যত্নং সমাচরেৎ ॥

বাসরে বা নিশায়াং বা স্বাক্ষাস্তে পারণং ভবেৎ ।

মহানিশাং গতে স্বক্ষে দিবা তত্রৈব পারণং ॥ ইতি

কার্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী ব্রতের সম্ভাবনা আছে। অর্ধরাত্র্যে অথবা অর্ধরাত্র্যের পূর্বে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর যোগ হইলে রোহিণী ব্রত হয়।

তাহাতে উপবাস দানাদি অক্ষয় হয়।

শত একাদশী হইতেও রোহিণী ব্রত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু দুর্লভ মনে করিয়া তাহাতে যত্ন করিবে।



দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক মঙ্গলক্রান্তে পারণ করিবে। রোহিণী মহানিশাগত হইলে দিবাতে রোহিণী মধ্যৈ পারণ করিবে।

গ্রহাস্তরে—

ন রাত্রৌ পারণং কুর্যাদৃক্ষে বৈরোহিণী ব্রতাং ।

নিশাগ্নাং পারণং কুর্য্যা দ্বর্জয়িত্বা মহানিশাং ॥

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবেন। রোহিণীব্রতেও নিশায় পারণ করিবে, মহানিশায় পারণ করিবেন।

এখন রামনবমীও নৃসিংহ চতুর্দশী বলা যাইতেছে।

রামনবমী—

চৈত্রমাসের শুক্লানবমী রামনবমী।

অষ্টমীবিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস হইবে, দশমীতে পারণ হইবে। নবমীক্ষয়ে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলেরই অষ্টমী বিদ্ধানবমী উপোস্ত, দশমীতে পারণ। একাদশীক্ষয়ে অল্প দশমীতে পারণ হইবে। অল্প দ্বাদশীতে পারণের যে ব্যবস্থা অল্প দশমীতে পারণেরও সেই ব্যবস্থা।

“বাধক না থাকিলে একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থ অল্পত্ব কল্পিত হয়।”

দশমীতে পারণের সম্ভবনা হইলেই বিদ্ধা নবমী উপোস্ত। বৈষ্ণবোপাস ব্রত মীমাংসায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

রামনবমীর পারণ মন্ত্ৰ—

তবপ্রসাদ স্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণংময়া ।

ব্রতেনানেন সম্বৃত্তঃ সন্তি ভক্তিঃ প্রযচ্ছমে ॥ ইতি—

নৃসিংহ চতুর্দশী—

বৈশাখের শুক্লাচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী।

“বৈষ্ণবৈর্ নতু কর্তব্য্য স্বরবিদ্ধা চতুর্দশী।”

বৈষ্ণবেরা ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দশী করিবেই না।

অইহলে, “বৈষ্ণবৈঃ” এই উপাস্তান থাকায় অবৈষ্ণবেরা ত্রয়োদশী বিদ্ধাও করিতে পারেন।

তিথিক্ষয়ে বৈষ্ণবেরও ত্রয়োদশী বিদ্যা গ্রাহ্য ।

বৈষ্ণবোপবাস ত্রতমীমাংসায় বিস্তৃত বর্ণিত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য ।

রামনবমীর পারণ মন্ত্বেই নৃসিংহ চতুর্দশীর পারণ হইবে । ইতি—

এখন শিবরাত্রি বলা যাইতেছে ।

\* ইতি শ্রীশ্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ত্রতমীমাংসা পরিশিষ্টে জন্মাষ্টম্যাদি নির্ণয়ো নাম সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ । \*

## অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

শিবরাত্রিঃ

বৈষ্ণবমত

বৈষ্ণবোপবাস ত্রতমীমাংসায় বিস্তৃতরূপে বৈষ্ণব মত বর্ণিত হইয়াছে এইস্থলে সংক্ষেপে বৈষ্ণবমত বলা যাইতেছে ।

বৈষ্ণব মতে ত্রয়োদশী বিদ্যা চতুর্দশীতে ত্রত হয়না ।

অর্দ্ধরাত্র্যাং পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো বদা ভবেৎ ।

পূর্ববিদ্বৈব কর্তব্য শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ ॥

“শিবপ্রিয়ৈঃ” এই উপাদান থাকায় শিবভক্তগণের পূর্ব বিদ্যাই কর্তব্য ।

বৈষ্ণবের পূর্ববিদ্যা কর্তব্য নহে । বিদ্যাবর্জন বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়াছে ।

অমাবস্তা দিনে চতুর্দশী চারি দণ্ড থাকিলে অমাবস্তা যুক্ত করিবে । চারি-দণ্ডের কম হইলে ত্রয়োদশীযুক্ত করিবে । তিথিক্ষয়ে ত্রয়োদশীযুক্ত গ্রাহ্য ।

মাঘফাল্গুনয়ো মধ্যো বাস্তা চ্ছিব চতুর্দশী ।

অনঙ্গেন সমায়ুক্তা কর্তব্য সর্বদা তিথিঃ ॥

অনঙ্গেন ত্রয়োদশা

মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যে যে চতুর্দশী তাহা ত্রয়োদশী যুক্ত করিবে ।

বৈষ্ণবমতে এই বচনটির তিথিক্ষয় বিষয়েই সঙ্গতি হইতেছে । নীচে বৈষ্ণবমতে তিথিক্ষয়ে উপবাসের লোপাপত্তি হয় ।

এখন স্মার্তমত বলা যাইতেছে ।

## স্মার্তমত

## বায়ুপুরাণে—

ত্রয়োদশস্তম্বে সূর্য্যে চতুঃষেব নাড়ীষু ।

ভূতবিদ্ধাতু যা তত্র শিবরাত্রি ব্রত ধরেৎ ॥

ত্রয়োদশীতে সূর্য্য অস্ত গেলে পর চারি দণ্ড অর্থাৎ প্রদোষবিদ্ধা যে চতুর্দশী তাহাতেই শিবরাত্রি ব্রত করিবে ।

## গৌতমীয়ে—

দিবামান প্রমাণেন যাতু রাত্রৌ চতুর্দশী ।

শিবরাত্রিস্ত সা জ্যেষ্ঠা চতুর্দশাস্ত পারণং ॥

টীকা ।—দিবামানঃ অষ্টাবিংশতি দণ্ডাদধিকঃ, তৎ প্রমাণেন যদি রাত্রৌ চতুর্দশী বর্ততে, তদা ব্রতং শ্রাৎ । অনেন মহানিশা ব্যাপ্তি রুক্তা । ইতি কাশীরামঃ ।

ত্রয়োদশী দিন রাত্রিতে চতুর্দশী আঠাইস ২৮ দণ্ডের অধিক হইলে শিবরাত্রি হইবে । পরদিন চতুর্দশীতে পারণ হইবে । বচনদ্বয়ে মহানিশাব্যাপ্তি এবং প্রদোষব্যাপ্তি লাভ হইল ।

## ঈশান সংহিতায়াং—

অর্দ্ধ রাত্রাদধ শ্চোৰ্দ্ধং যুক্তা যত্র চতুর্দশী ।

ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যশ্চাং তশ্চাং কুর্যাদ্ ব্রতং নরঃ ॥

টীকা সরলা ।—অত্র রাত্রে ভাগদ্বয় মুচ্যতে । অর্দ্ধরাত্রাদধঃ পূর্বভাগঃ অর্দ্ধ-রাত্রাদুর্দ্ধঃ পরভাগঃ ব্যাপ্তা, শাস্ত্রে বৃক্ষবদ্যবহার ইতি শ্রায়াৎ ।

যেদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্বভাগ প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধরাত্রের পরভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইদিনে মানবগণ ব্রত করিবে । এই বচনেও প্রদোষ এবং অর্দ্ধরাত্রব্যাপ্তি লাভ হইল ।

## তত্রৈব—

পূর্বেহ্য রপরেহুর্বা মহানিশি চতুর্দশী ।

ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যশ্চাং তশ্চাং কুর্যাদ্ ব্রতং নরঃ ॥

পূর্বদিনেই হউক, বা পরদিনেই হউক, যেদিন মহানিশা ব্যাপ্তি লাভ হয়, সেইদিনেই মানবগণ ব্রত করিবে ।

দেবলঃ—

মহানিশা ঘে ষটিকে রাত্রে মধ্যম যাময়োঃ ।

রাত্রির মধ্যম দুই প্রহরের দুইদণ্ড মহানিশা । ১৬.১ দণ্ড ।

ফল কথা, পূর্বদিন প্রদোষ ও মহানিশা পাইলে পূর্বদিন, পরদিন প্রদোষ ও মহানিশা পাইলে পরদিন ব্রত হয় । কারণ উভয়কাল ব্যাপ্তির অমুরোধ আছে । পূর্বদিন প্রদোষকালের পর চতুর্দশী আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রদোষকাল পর্যন্ত অবস্থিতি করিলে পূর্বদিন ব্রত হইবে । কারণ প্রধানকাল ব্যাপ্তির অমুরোধ । জন্মাষ্টমীতে যেমন অর্দ্ধরাত্র ব্যাপ্তি মুখ্যকাল, সেইরূপ এই স্থলেও নিশিধ্যব্যাপ্তি প্রধান কাল ।

প্রমাণ দীশান সংহিতায়—

পূর্বে দ্য রপরেদ্য বা মহানিশি চতুর্দশী ।

ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যস্তাং তস্তাং কুর্যাদ্ ব্রতং নরঃ ॥

পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে চতুর্দশী আরম্ভ হইয়া পরদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে পূর্বদিন ব্রত হইবে ।

নাগর খণ্ডে—

মাঘ ফাল্গুনয়ো মধ্যে বা স্মা চিহ্ন চতুর্দশী ।

অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্তব্য সর্বদা তিথিঃ ॥

— অনঙ্গঃ ত্রয়োদশী—

মাঘ এবং ফাল্গুনের মধ্যে যে চতুর্দশী তাহা সর্বদা ত্রয়োদশীযুক্ত করিবে ।

স্কান্দে—

পূর্ব বিদ্ধা তু কর্তব্য শিবরাত্রি বর্গে দিনং ।

শিবরাত্রি এবং বলি প্রতিপৎ পূর্ব বিদ্ধাকর্তব্য ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

জয়ন্তী শিবরাত্রিঞ্চ কার্যে ভদ্রা জয়াধিতে ।

সপ্তমীযুক্ত জয়ন্তী জন্মাষ্টমী এবং ত্রয়োদশীযুক্ত শিবরাত্রি কর্তব্য ।

ভবিষ্যে—

অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো ভবেদ্ যদি ।

পূর্ববিদ্ধৈব কর্তব্য্য শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ ॥

অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে যদি ত্রয়োদশীর সহিত চতুর্দশীর যোগ হয়, তবে পূর্ববিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তই শিবভক্তগণের কর্তব্য ।

“অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ” এই উপাদান থাকায় অর্দ্ধরাত্রের পর জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী যোগে পূর্ববিদ্ধা কর্তব্য নহে, পরবিদ্ধা কর্তব্য, ইহা উপলব্ধি হইল ।

কালমাধব ধৃত বচন—

মহতামপি পাপানাং দৃষ্টা বৈ নিঃ কৃতিঃ পুরা ।

ন দৃষ্টা কুর্ষতাং পুসাং কুহুজ্ঞাং তিথিং শিবাং ॥

মহাপাপের ও নিষ্কৃতি দেখা যায়, কিন্তু অমাবস্তায়ুক্ত শিবরাত্রি ব্রতকারীর নিষ্কৃতি দেখা যায় না । এই যে ত্রয়োদশীযুক্তের বিধি অমাবস্তায়ুক্তের নিষেধ তাহা অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে জয়াযোগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে ।

পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পর চতুর্দশী আরম্ভ হইয়া পরদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে পরদিন ব্রত হইবে ।

“প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্য শিবরাত্রি চতুর্দশী ।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্য শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ ॥”

প্রদোষব্যাপিনী শিবরাত্রি চতুর্দশী শিবপ্রিয়গণের কর্তব্য ।

এই স্থলেই—

লিঙ্গপুরাণে—

শিবরাত্রি ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জয়েৎ ।

একেনৈবোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥

ভূতং চতুর্দশী, কামবিদ্ধং ত্রয়োদশী যুক্তং ব্যপহতি নাশয়তি ।

শিবরাত্রি ব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধ চতুর্দশী বর্জন করিবে । এক উপবাসেই ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ নষ্ট হয় ।

পরশরঃ—

মান্বাসিতং ভূতদিনং হি রাজ,

মুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশা ।

জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতুকুষ্ঠা,

চ্ছিবস্ত ঋত্বিঃ প্রিয়কু ছিবস্ত ॥

টাকা সরলা। হে রাজন! যদি মাধাসিতং মাধমাসন্ত কৃষ্ণ পক্ষীয়ং ভূতদিনং চতুর্দশী পঞ্চদশা অমাবস্তায়াসহ যোগং দ্বিমুহূর্ত্ত যোগং উপৈতি প্রাপ্নোতি তদা শিবস্ত প্রিয়কৃৎ শিবভক্তঃ জাতু কদাচিৎ শিবস্ত রাত্রিঃ ন তু কুৰ্য্যৎ। নহু পঞ্চদশা সহ চতুর্দশা যোগো ভবত্যেব 'যদি' ইত্যনেন কিং, সত্যং যদি যোগং দ্বিমুহূর্ত্ত যোগং দ্বিমুহূর্ত্তেণ ভোবেদ্ যোগ, ইতি লোলাক্ষিত্যাং।

মাধমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী যদি অমাবস্তার সহিত দ্বিমুহূর্ত্ত যোগ হয়, তবে শিবের প্রিয়কারী ব্যক্তি ত্রয়োদশীযুক্ত শিবরাত্রি কখনই করিবেনা।

এই ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধক বচনত্রয়ের এবং—

### লিঙ্গপুরাণে—

শিবাবোরা তথাশ্রেতা সাবিত্রী চ চতুর্দশী।

কুহুয়ুজৈব কর্তব্য কুহু মেবহি পারণং ॥

শিব চতুর্দশী, অবোর চতুর্দশী, শ্রেতা চতুর্দশী, সাবিত্রী চতুর্দশী, এই সমুদয় চতুর্দশী অমাবস্তা যুক্তই করিবে। অথচ অমাবস্তাতেই পারণ করিবে।

অমাবস্তায়ুক্ত চতুর্দশী বিধায়ক ইত্যাদি বচনের এই স্থলেই সঙ্গতি। অর্থাৎ বচনত্রয়ের পরদিনে উপবাস বিষয়ে সঙ্গতি।

স্মার্তমতে কখনও বা ত্রয়োদশী বিদ্ধায় কখনও বা অমাবস্তা বিদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে।

ফলকথা। পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী চতুর্দশী হইলে পূর্ববিদ্ধা প্রতিপাদক বচন সকলের সমন্বয়।

পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পর চতুর্দশী আরম্ভ হইলে পরদিনে বিদ্ধা নিষেধক বচন সকলের সমন্বয়।

অর্থাৎ পূর্বদিন উপবাস নিষিদ্ধ, পরদিন উপবাস বিধেয়।

স্মার্তমতে বিরুদ্ধ বচনের সমাধান লিখিত হইয়াছে।

এখন বৈষ্ণবমতে বিরুদ্ধ বচনের সমাধান লিখিত হইতেছে।

“পূর্ববিদ্ধাতু কর্তব্য শিবরাত্রি ব'লে দিনং।”

“জয়ন্তী শিবরাত্রিচ কার্যোভদ্রা জয়াষিতে।”

মাঘ ফাল্গুনয়ো ম'ধ্যে যাস্তা চ্ছিব চতুর্দশী।

অনঙ্গেন সমায়ুক্তা কর্তব্য সর্বদা তিথিঃ ॥

“অর্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়াযোগো ভবেদ্ যদি ।

পূর্ব বিদ্বৈব কর্তব্য শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়েঃ ॥”

ইত্যাদি পূর্ববিদ্ধা বিধায়ক বচন বলে পূর্ববিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশী বিদ্ধার কর্তব্যতা হেতুক—

“শিবরাত্রি ব্রতেভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জয়েৎ ।”

“মাধাসিতং ভূত দিনং হি রাজ

মুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশা ।

জয়া প্রযুক্তং ন তু জাতু কুৰ্যা

চ্ছিবস্ত রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্ত ॥

ইত্যাদি ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধক বচনদ্বয়ের সঙ্গতি বৈষ্ণব পক্ষেই হইতেছে ।

“অর্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ” ইত্যাদি বচনে “শিবপ্রিয়েঃ” এই উপাদান থাকায় “বিদ্ধাব্রত বৈষ্ণবের অকর্তব্য” ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

“মহতা মপি পাপানাং” ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্তায়ুক্ত চতুর্দশী ব্রতের নিষিদ্ধতাহেতু “মাধাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্” ইত্যাদি বচনদ্বারা ব্যতিরেক মুখেও অমাবস্তায়ুক্ত শিবরাত্রি ব্রতের সঙ্গতি বৈষ্ণব বিষয়েই হইতেছে ।

মহতা মপি পাপানাং দৃষ্টা বৈ নিঃকৃতিঃ পুরা ।

ন দৃষ্টা কুর্ক্বতাং পুংসাং কুহ্মুতাং তিথিং শিরাং ॥

ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্তায়ুক্ত চতুর্দশীর নিষিদ্ধতাহেতুক—

শিবা ঘোরাতথা প্রেতা সাবিত্রীচ চতুর্দশী ।

কুহ্মুত্বৈব কর্তব্য কুহ্মা মেবহি পারণং ॥

ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্তায়ুক্ত চতুর্দশীর বিধান বৈষ্ণব বিষয়েই হইতেছে ।

ফলকথা, ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশী অবৈষ্ণবপর, অমাবস্তায়ুক্ত চতুর্দশী বৈষ্ণবপর বুঝিতে হইবে ।

### স্মার্তমতে সার ব্যবস্থা

যেদিন প্রদোষও অর্ধরাত্র ব্যাপিনী চতুর্দশী হইবে, সেইদিনে ব্রত ।

পূর্বদিন অর্ধরাত্রের পর চতুর্দশী আরম্ভ হইয়া পরদিন অর্ধরাত্রের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে পরদিনে ব্রত হইবে ।

ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশীর পারণ চতুর্দশীতে হইবে । চতুর্দশী অন্ত পর্য্যন্ত থাকিলে বা রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বাহ্নে পারণ করিবে ।

## রাত্রিতে ভোজন নিবেদ

ভূতাপ্তম্যো দিবা ভুক্তা৷ রাত্ৰৌ ভুক্তাচ পৰ্ক্ষণি ।

একাদশ্যাং দিবারাত্রৌ ভুক্তা৷ চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥

চতুর্দশী ও অষ্টমীতে দিবাতে ভোজন, অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় রাত্রিতে ভোজন, একাদশীতে দিবা কিম্বা রাত্রিতে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে ।

অমাবস্তাবৃক্ত চতুর্দশীর পারণ অমাবস্তায় হইবে ।

\* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ শ্রীশ্রীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রতস্মীমাংসা পরিশিষ্টে শিবরাত্রি নির্ণয়ো নাম অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ । \*

## নবমঃ অধ্যায়ঃ

দশাবতার জয়ন্তী

কমলাকর ভট্ট কৃত নির্ণয়সিদ্ধৌ

দশাবতার নির্ণয়ে—

অত্রৈব প্রসঙ্গাদ দশাবতার জয়ন্ত্যো নির্ণয়ন্তে ।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে দশাবতারের জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মতিথি নির্ণয় করা যাইতেছে ।

— অত্র পুরাণ সমুচ্চয়ে—

মৎস্তো ২ ভূ দ্বুতভুগ্ দিনে মধুসিতে কূর্মো বিধৌ মাধবে,

বারাহো গিরিজাসুতে নভসি যদ্ভূতে সিতে মাধবে ।

সিংহো ভাদ্রপদে সিতে হরিতিথৌ শ্রীবামনো মাধবে,

রামো গিরি তিথ্য বতঃ পরমভূ জামো নবম্যাং মধোঃ ।

কৃষ্ণো ষ্টম্যাং নভসি সিতপরে চান্বিনে যদশাম্যাং,

বুদ্ধঃ কঙ্কী নভসি সমভূ চুক্রষষ্ঠ্যাং ক্রমেণ ॥

টীকা সরলা । মধুসিতে চৈত্র গুরুপক্ষে হতভুগ্ দিনে তৃতীয়া তিথৌ মৎস্তঃ  
মৎস্তাবতারঃ অভুং বভূব । অভূদিত্তি সৰ্বত্রাঘয়ঃ । সিতে ইতি—সৰ্বত্রাঘয়ঃ ।



মাঘবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে বিধৌ দ্বাদশ্যাং তিথৌ কূর্ম্যঃ কূর্ম্যাবতারঃ  
অভূৎ । নভসি শ্রাবণে সিতে শুক্লপক্ষে গিরিজাস্নতে চতুর্থ্যাং তিথৌ বারাহো  
বরাহাবতারঃ অভূৎ । মাঘবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে ভূতে চতুর্দশ্যাং তিথৌ  
সিংহঃ নরসিংহাবতারঃ অভূৎ । ভাদ্রপদে ভাদ্রে সিতে শুক্লপক্ষে হরিতিথৌ  
দ্বাদশ্যাং তিথৌ শ্রীবামনঃ বামনাবতারঃ অভূৎ । মাঘবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে  
গিরিতিথৌ তৃতীয়া তিথৌ রামঃ পরশুরামঃ ভৃগুরামাবতারঃ অভূৎ ।

মঘোঃ চৈত্রশ্রু সিতে শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ রামঃ শ্রীরামাবতারঃ অভূৎ ।

নভসি শ্রাবণে সিতপরে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাবতারঃ অভূৎ ।

আশ্বিনে সিতপরে কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাং তিথৌ বুদ্ধঃ বুদ্ধাবতারঃ অভূৎ ।

নভসি শ্রাবণে শুক্ল বষ্ঠ্যাং ককী ককীনামাবতারঃ ক্রমেণ সমভূৎ । ক্রমেণেতি  
মৎস্তাদি ক্রমেণ ।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে মৎস্তাবতার, বৈশাখের শুক্লপক্ষের  
দ্বাদশী তিথিতে কূর্ম্যাবতার, শ্রাবণের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে বরাহ অবতার ।  
বৈশাখের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে নৃসিংহ অবতার, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের  
দ্বাদশী তিথিতে বামন অবতার, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে  
পরশুরাম অবতার, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে শ্রীরাম অবতার,  
শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ অবতার, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের  
দশমী তিথিতে বুদ্ধ অবতার, এবং শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের বষ্ঠী তিথিতে ককী  
অবতার আবির্ভূত হন । মৎস্তাদি, ক্রমে প্রকট হইয়াছেন ।

অহো মধ্য বামনো রাম রামো,

মৎস্তঃ ক্রোড়ঃ শ্যাপরাহে বিভাগে ।

কূর্ম্যঃ সিংহো বুদ্ধঃ ককীচ সায়াং,

কৃষ্ণো রাত্রৌ কাল সাম্যেচ পূর্বে ॥

টীকা সরলা । অহোমধ্যে মধ্যাহ্নে বামনঃ রামরামো, অপরাহ্নে বিভাগে  
মৎস্তঃ, ক্রোড়ঃ বরাহঃ, সায়াংকালে কূর্ম্যঃ, সিংহঃ নৃসিংহঃ, বুদ্ধঃ ককীচ, কাল-  
সাম্যেচ পূর্বে রাত্রৌ মধ্যাহ্নে কৃষ্ণঃ ।

মধ্যাহ্নে বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, অপরাহ্নকালে মৎস্ত, বরাহ, সারংকালে  
কূর্ম্য, নৃসিংহ, বুদ্ধ, ককী, এবং মধ্য রাত্রি কৃষ্ণ আবির্ভূত হন ।

বচন সকলের কল্পভেদে ব্যবস্থা কোন কল্পে এইরূপ হইয়াছিলেন ।  
 মৎস্য, চৈত্র শুরূপক্ষ তৃতীয়া অপরাহ্নে । পরশুরাম, বৈশাখ শুরূপক্ষ তৃতীয়া মধ্যাহ্নে  
 কূর্ম—বৈশাখ শুরূপক্ষ দ্বাদশী সায়াং । রাম, চৈত্র শুরূপক্ষ নবমী মধ্যাহ্নে ।  
 বরাহ, আশ্বিন শুরূপক্ষ চতুর্থী অপরাহ্নে । কৃষ্ণ, আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী মধ্যাহ্নে ।  
 নৃসিংহ, বৈশাখ শুরূপক্ষ চতুর্দশী সায়াং । বুদ্ধ, আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ দশমী সায়াং ।  
 বামন, ভাদ্র শুরূপক্ষ দ্বাদশী মধ্যাহ্নে । কল্কী, আশ্বিন শুরূপক্ষ ষষ্ঠী সায়াং ।

মতান্তরে কল্পভেদে

কেচিন্তুফুটান্ শ্লোকান্ পঠন্তি

কেহ কেহ স্পষ্টভাবে পুরাণ শ্লোক পাঠ করেন ।

মৎস্য জয়ন্তী । ১

চৈত্রেতু শুরূ পঞ্চম্যাং ভগবান্ মীনরূপধৃক্ ।

চৈত্রের শুরূ পঞ্চমীতে ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করেন । ১

প্রাচীন টীকাধৃত এবং অবতার সংগ্রহ গ্রন্থধৃত বচন

বেদস্তোত্ররণার্থায় ধর্ম সংস্থাপনায় চ ।

চৈত্রশু শুরূপক্ষেতু পঞ্চমী মূল সংযুতে ॥

মৎস্যরূপী হরি জাতো মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ।

তত্রোপবাসঃ কর্তব্যো বিষ্ণু সাযুজ্য মিচ্ছতা ॥

গৌরীমূর্ত্তা যুতো পোষ্টা বিষ্ণু সেবা পরায়ণৈঃ ।

পঞ্চমীগণ সংযুক্তা নো পোষ্টা চ কদাচন ॥

গৌরীমূর্ত্তা চতুর্থী । পঞ্চমীগণ সংযুক্তা ষষ্ঠী যুক্তা পঞ্চমী ।

বেদের উদ্ধারের নিমিত্ত, ধর্ম স্থাপনের জন্ত, চৈত্রের শুরূপক্ষে মূলা নক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি মৎস্যরূপে প্রকাশ পান । বিষ্ণু সাযুজ্যপ্ন ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিবেন । বৈষ্ণবের চতুর্থীযুক্ত পঞ্চমী উপোষ, কদাচ ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমীতে উপবাস করিবে না । ১

## কুর্ম জয়ন্তী । ২

জ্যৈষ্ঠেতু শুরু দ্বাদশ্যাং কুর্মরূপ ধরো হরিঃ ।

জ্যৈষ্ঠের শুরু দ্বাদশীতে হরি কুর্মরূপ ধারণ করেন । ২ ।

জগন্নির্ব্বির্গার্থায় ধর্ম সংস্থাপনায় চ ।

জ্যৈষ্ঠন্ত শুরুপক্ষেতু যোগে শোভনকে তথা ॥

কৃত্তিকা ঋক্ষ সংযোগে সায়াকে চ বিধুদয়ে ।

দ্বাদশ্যাং পূর্ব্ব বিদ্ধায়াং জাতঃ কুর্মঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

তত্রোপবাস ব্রতঞ্চ চরে ভক্তি সমন্বিতঃ ॥

জগন্নির্ব্বির্গার্থায় জগদ্রক্ষণায় ।

জগৎ রক্ষার নিমিত্ত, ধর্ম সংস্থাপন জন্য, জ্যৈষ্ঠের শুরুপক্ষে শোভন যোগে কৃত্তিকা ঋক্ষ সংযোগে সায়ং কালে চন্দ্রোদয়ে একাদশীযুক্ত দ্বাদশীতে হরি কুর্মরূপে অবতীর্ণ হন । ভক্তি যুক্ত হইয়া তাহাতে উপবাস করিবে । ২।

## বরাহ জয়ন্তী । ৩

চৈত্রে কৃষ্ণনবম্যাস্ত হরি বরাহরূপধৃক্ ।

চৈত্রের কৃষ্ণ নবমীতে হরি বরাহরূপ ধারণ করেন । ৩ ।

চৈত্রে কৃষ্ণ নবম্যাস্ত হরি বরাহরূপধৃক্ ।

কৃষ্ণপক্ষে বিশেষণে প্রভাতে সমুপস্থিতে ॥

তত্রোপবাসং কুর্কীত পিতৃহৃদ্দিষ্ট তর্পণং ।

নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু পরায়ণৈঃ ॥

উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যা মেব পারণং ।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন দশা বিদ্ধা প্রশস্ততে ॥

বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহা দশম্যা মেব পারণাৎ ।

চৈত্রের কৃষ্ণ নবমীতে হরি বরাহরূপ ধারণ করেন । বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলেই হরি বরাহরূপী হন ।

সেই কৃষ্ণ নবমীতে উপবাস করিবে এবং পিতৃলোক উদ্দেশে তর্পণ করিবে ।

বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া দশমী যুক্ত নবমীতে উপবাস করিবেন। এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। দশমীতেই অবশ্য পারণের কর্তব্যত্বহেতু কখনও বিদ্ধানবমীও উপোষ্য। ৩।

### নৃসিংহ জয়ন্তী । ৪

নরসিংহচতুর্দশ্যাং বৈশাখে শুক্ল পক্ষকে ।

হরি বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে নরসিংহ রূপ ধারণ করেন । ৪ ।

হিরণ্যশ্র বধার্থায় প্রহ্লাদ রক্ষণায় চ ।

নরসিংহ চতুর্দশ্যাং বৈশাখে শুক্লপক্ষকে ॥

স্বাতী যোগেচ সন্ধ্যায়াং জাতো ভোম দিনে হরিঃ ।

তত্রোপবাসং কুর্বাৎ বিষ্ণু সেবা পরায়ণঃ ॥

জয়া যুক্তা ন কর্তব্য পর বিদ্ধা প্রশস্ততে ॥

হিরণ্যকশিপু বধের জন্ত, প্রহ্লাদের রক্ষার নিমিত্ত, হরি নরসিংহরূপে বৈশাখের শুক্ল চতুর্দশীতে স্বাতীনক্ষত্র যোগে ভোমবারে সন্ধ্যাকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিবেন। ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশী কর্তব্য নহে, পূর্ণিমাযুক্ত চতুর্দশী প্রশস্ত । ৪ ।

### বামন জয়ন্তী । ৫

মাসি ভাদ্রপদে শুক্ল দ্বাদশ্যাং বামনো হরিঃ ।

ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে হরি বামনরূপে অবতীর্ণ হন । ৫ ।

দেবতানাং হিতার্থায় বলি দমন হেতবে ।

ভাদ্রশ্র শুক্লাদ্বাদশী মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী যদা ॥

বৃষ শ্রবণ সংযুক্তা তদা ভূ দ্বামনো হরিঃ ।

তত্রোপবসতে কানী বিষ্ণু সাযুজ্য মাণ্ডুয়াং ॥

দেবগণের হিতের জন্ত, বলি দমনের নিমিত্ত, বৃষ শ্রবণ সংযুক্ত শুক্লা দ্বাদশী যখন মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী হয়, তখন হরি বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

কামনাশীল ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করে । ৫ ।

## পরশুরাম জয়ন্তী । ৬

মাধবে শুক্ল তৃতীয়ায়াং রামো ভার্গব রূপধৃক্ ।

বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়াতে ভার্গবরূপধারী রাম অর্থাৎ পরশুরাম  
জন্মগ্রহণ করেন । ৬ ।

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা রোহিণী ঋক্ষ সংযুতা ।

তত্র জাতো যমদগ্নি কুমার শচীকণোদয়ে ॥

তৃতীয়া গণ সংযুক্তা সোপোস্তা সর্বকামদা ।

দ্বিতীয়া শেষ সংযুক্তা নোপোস্তাচ কদাচন ॥

বৈশাখের রোহিণীবৃক্ষ শুক্লা তৃতীয়াতে অরুণোদয়ে অর্থাৎ প্রাতে হরি  
যমদগ্নি কুমার রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তৃতীয়াগণ সংযুক্তা অর্থাৎ  
চতুর্থী বৃক্ষ তৃতীয়া উপোস্তা, সে সর্বকামনা দান করে, কখনও দ্বিতীয়া যুক্ত  
তৃতীয়াতে উপবাস করিবে না । ৬ ।

## রাম জয়ন্তী । ৭

চৈত্র শুক্ল নবম্যাস্ত রামো দশরথাত্মজঃ ।

চৈত্রের শুক্ল নবমীতে দশরথ পুত্র রাম আবির্ভূত হইয়া-  
ছিলেন । ৭ ।

রাক্ষসানাং বধার্থায় ধর্ম সংস্থাপনায়াচ ।

চৈত্রে শুক্ল নবম্যাস্ত মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ॥

পুনর্কল্ক সংযোগে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।

তত্রোপবাসং কুর্বীত বিষ্ণু সাযুজ্য মাশ্রুয়াৎ ॥

নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাগ্যা বিষ্ণু পরায়ণৈঃ ।

উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণং ॥

রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত, ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত, পুনর্কল্ক নক্ষত্রযুক্ত চৈত্রের  
শুক্লা নবমীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি রামরূপে অবতীর্ণ হন । তাহাতে  
উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় । বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ  
করিবেন । নবমীতে উপবাস করিয়া দশমীতে পারণ করিবেন । “এব” শব্দ  
দ্বারা দশমীতে পারণের নিশ্চয়তা হেতু, কখন কখন অষ্টমী বিদ্ধা নবমীও গ্রাহ্য ।  
ইহা স্বীকার না করিলে দুই উপবাসের প্রসঙ্গ হয় । ৭ ।

বৈষ্ণবোপাস ব্রত মীমাংসা ৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

## বলরাম জয়ন্তী ।৮

নভস্তে তু দ্বিতীয়ায়াং বলভদ্রো হ ভব দ্বরিঃ ।

নভস্তে শ্রাবণে ।

শ্রাবণের শুক্লা দ্বিতীয়াতে হরি বলভদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়া-  
ছিলেন । ৮ ।

নভস্তে তু দ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ।

শুক্লায়া মভব দ্রামো হলী দুষ্ট বিনাশনঃ ॥

তত্রোপবাসঃ কুর্কীত বিষ্ণু সাযুজ্য মাগ্নুয়াৎ ।

নন্দযুক্তা ন কর্তব্য্য গৌরীযুক্তা প্রশস্ততে ॥

শ্রাবণের শুক্লা দ্বিতীয়াতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি, দুষ্ট-বিনাশন  
হলী রাম অর্থাৎ বলরামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

তাহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ হয় । প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়াতে  
উপবাস করিবে না, গৌরী অর্থাৎ তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত । ৮

## কৃষ্ণ জয়ন্তী ।৯

শ্রাবণে বহুলে হষ্টম্যাং কৃষ্ণো হতু লোক রক্ষকঃ ।

বহুলে কৃষ্ণপক্ষে ।

শ্রাবণের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে লোকরক্ষক কৃষ্ণ অবতীর্ণ  
হইয়াছিলেন । ৯ ।

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে অর্দ্ধরাত্রে বিধুদয়ে ।

রোহিণী ঋক্ষযুক্তায়া মষ্টম্যা মভব দ্বরিঃ ॥

তত্রোপবাসঃ কুর্কীত তিথি ভাস্তে চ পারণঃ ।

একস্যাস্তে বিষমেচ সমস্তে দ্বয়ো রেবচ ॥

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রোদয়ে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে হরি  
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তাহাতে উপবাস করিয়া তিথিও নক্ষত্রের অন্তে পারণ  
করিবে । তিথি নক্ষত্র অসম হইলে একের অন্তে, সম হইলে উভয়ের অন্তে  
পারণ করিবে ।

মুখ্যচান্দ্রে শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী সৌরভাদ্রে হইয়া থাকে । এই জন্তই বলা  
হইয়াছে “কৃষ্ণো পোষ্টাষ্টমী ভাদ্রে ।” ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্টা । ৯

বুদ্ধ জয়ন্তী কঙ্কী জয়ন্তী চ । ১০।১১

জ্যৈষ্ঠে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধঃ কঙ্কী ভবিষ্যতি ।

জ্যৈষ্ঠের শুক্ল দ্বিতীয়াতে বুদ্ধ ও কঙ্কী হইবেন । ১০।১১ ।

বলভদ্র কৃষ্ণয়োর্মতভেদেন গণনায়াং ভেদঃ ।

বলভদ্র এব অবতার ইতি চ অভিপ্রায়ঃ ॥

বলভদ্রশ্চ অবতারস্বৈ কৃষ্ণঃ অবতারী । এতেন দশাবতার গণনা সিদ্ধা ।  
ভাদ্রে বুদ্ধঃ জ্যৈষ্ঠে কঙ্কী ত্যাহঃ ।

বলভদ্র ও কৃষ্ণের মতভেদে গণনায় ভেদ । বলভদ্রও অবতার এই  
অভিপ্রায় । বলভদ্রের অবতারস্বৈ কৃষ্ণ অবতারী । ইহা দ্বারা দশাবতার  
গণনা সিদ্ধ হয় ।

ভাদ্রে বুদ্ধ, জ্যৈষ্ঠে কঙ্কী ইহাও কেহ কেহ বলেন । ১০।১১

তদনুসারে বুদ্ধও কঙ্কী জয়ন্তী বলা যাইতেছে ।

বুদ্ধ জয়ন্তী । ১০

ভাদ্র শুক্ল দ্বিতীয়াতু হস্তানক্ষত্র সংযুতা ।  
তত্র চন্দ্রোদয়েবিষ্ণু বুদ্ধরূপী ভবিষ্যতি ॥  
তত্রোপবাসঃ কর্তব্যো বিষ্ণুসেবা পরায়ণৈঃ ।  
নন্দ যুক্তা ন কর্তব্য গৌরীযুক্তা প্রশস্ততে ॥

হস্তা নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রের শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্রোদয়ে সায়াংকালে বিষ্ণু বুদ্ধরূপী  
হইবেন । বৈষ্ণবের তাহাতে উপবাস কর্তব্য । প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়া করিবে না,  
তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত । ১০

কঙ্কী জয়ন্তী । ১১

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়াতু পুনর্ব্বনু সমন্বিতা ।  
সূর্য্যোদয়ে ভবিষ্যতি কঙ্কী শ্লেচ্ছ বিনাশ কৃৎ ॥  
তত্রোপবাসঃ কর্তব্যো বিষ্ণু সাযুজ্য মিচ্ছতা ।  
নন্দাযুক্তা ন কর্তব্য গৌরীযুক্তা প্রশস্ততে ॥

পুনর্কল্মষ্যুক্ত জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দ্বিতীয়াতে প্রাতে সূর্যোদয়ে স্নেহ বিনাশকারী  
হরি কঙ্কীরূপে প্রকট হইবেন ।

বিষ্ণু সাযুজ্যোপহৃত মানবের তাহাতে উপবাস কর্তব্য প্রতিপদ্যুক্ত দ্বিতীয়া  
করিবে না । তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত । ১১

অহো মধ্যো সায়াং প্রাতঃ সায়াং মধ্যাহ্নে প্রাতঃ ।

মধ্যাহ্নে চৈব মধ্যাহ্নে অর্দ্ধরাত্রে তথৈবচ ।

সায়াং প্রাতঃ ক্রমেণৈব জায়তেচ বিচক্ষণৈঃ ।

মৎস্য মধ্যাহ্নে, কূর্ম সায়াংকালে, বরাহ প্রাতঃকালে, নরসিংহ সায়াংকালে,  
বামন মধ্যাহ্নে, ভৃগুরাম প্রাতঃকালে, রাম মধ্যাহ্নে, বলরাম মধ্যাহ্নে, কৃষ্ণ  
অর্দ্ধরাত্রে আবিভূত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ সায়াংকালে, কঙ্কী প্রাতঃকালে ক্রমে  
আবিভূত হইবেন । ইহা পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন ।

মৎস্য—চৈত্র শুক্লপঞ্চমী মধ্যাহ্নে । পরশুরাম—বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতে ।

কূর্ম—জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীযুক্ত দ্বাদশী রাম—চৈত্র শুক্ল নবমী মধ্যাহ্নে ।

সায়াহ্নে । বলরাম—শ্রাবণ শুক্ল দ্বিতীয়া মধ্যাহ্নে ।

বরাহ—চৈত্র কৃষ্ণ নবমী প্রাতে । কৃষ্ণ—শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে ।

নৃসিংহ—বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী সায়াং । বুদ্ধ—ভাদ্র শুক্ল দ্বিতীয়া সায়াং ।

বামন—ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী মধ্যাহ্নে । কঙ্কী—জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়া প্রাতঃ ।

### মতান্তরে কল্পভেদে

কোঙ্কণা স্ত বরাহপুরাণস্থেন বাক্যানি পঠন্তি ।

আষাঢ়ে শুক্ল পক্ষেতু একাদশ্যাং মহাতিথৌ ।

জয়ন্তী মৎস্য নান্নীতি তস্তাং কার্য্য মুপোষণং ।

নভোমাসি তৃতীয়ায়াং হরিঃ কমঠরূপধৃক্ ।

নভসি শুক্ল পঞ্চম্যাং বরাহস্ত জয়ন্তিকা ।

বৈশাখেতু চতুর্দশ্যাং নৃসিংহঃ সমপত্তত ।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লৈকাদশ্যাং বামনো হরিঃ ।

বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু তৃতীয়ায়াং ভৃগুদ্বহঃ ।



চৈত্র নবম্যাং রামোহভূৎ কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্ ।

শ্রাবণে বহুলাষ্টম্যাং দেবদেবো জনার্দনঃ ।

পৌষ শুক্লৈতু সপ্তম্যাং কুর্যাদ্ বুদ্ধস্ত পূজনং ।

মাঘ শুক্ল তৃতীয়ায়াং কন্ধিনঃ পূজনং হরঃ ।

কোঙ্কণেরা বরাহপুরাণস্থ বাক্য পাঠ করেন ।

জয়ন্তী জন্মতিথিঃ । উপোষণমিতি সর্বত্র যোজনীয়ং । নভমাসি শ্রাবণে । কর্মঠঃ কচ্ছপঃ কূর্ম্মঃ । নভসি শ্রাবণে । সমপত্তত অজায়ত । ভৃগুধ্বং পরশুরামঃ । বহুলাষ্টম্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং । জনার্দনঃ কৃষ্ণঃ ।

গ্রন্থকার কৃত। সরলা নান্দী টীকা সম্পূর্ণ।

দশাবতার জয়ন্তী

বিরুদ্ধ বচনের কল্পভেদে ব্যবস্থা।

আষাঢ়ে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে মৎস্ত জয়ন্তী মৎস্তাবতার একাদশীতে আবির্ভূত হন । তাহাতে উপবাস করিবে ।

“উপোষণং” ইহা সর্বত্র যোজনীয় । সমস্ত অবতারের জন্মতিথিতেই উপবাস করিবে ।

শ্রাবণ মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে কূর্ম্মাবতার হন, শ্রাবণ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে বরাহ প্রকাশ পান । তাহা বরাহ জয়ন্তী । বৈশাখের শুক্ল চতুর্দশীতে নৃসিংহ উৎপন্ন হন । ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে বামন প্রকট হন । বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়ায় পরশুরাম ভৃগুবংশে উদয় হন, চৈত্রের শুক্ল নবমীতে রাম কৌশল্যাতে প্রকট হন, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবদেব কৃষ্ণ আবির্ভূত হন, পৌষের শুক্ল সপ্তমীতে বুদ্ধ এবং মাঘের শুক্ল তৃতীয়াতে কন্ধী জন্মগ্রহণ করিবেন ।

প্রাতঃ প্রাতস্তু মধ্যাহ্নে সায়াং সায়াং তথা নিশি ।

মধ্যাহ্নে মধ্য রাত্রেচ সায়াং প্রাতঃ রত্নক্রমাৎ ॥

প্রাতে মৎস্ত, প্রাতে কূর্ম্ম, মধ্যাহ্নে বরাহ, সায়াংকালে নৃসিংহ, সায়াংকালে বামন, রাত্রে পরশুরাম, মধ্যাহ্নে রাম, মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ, সায়াংকালে বুদ্ধ, প্রাতঃকালে কন্ধী ক্রমে আবির্ভূত হন । ইহা মতান্তরে কল্পভেদে ।

মৎস্ত—আষাঢ় শুক্লা একাদশী প্রাতঃ । পরশুরাম—বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া রাত্রি ।  
 কূৰ্ম—শ্রাবণ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতঃ । রাম—চৈত্র শুক্ল নবমী মধ্যাহ্নে ।  
 বরাহ—শ্রাবণ শুক্ল পঞ্চমী মধ্যাহ্নে । কৃষ্ণ—শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী মধ্য রাত্রে ।  
 নৃসিংহ—বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী সায়াং । বুদ্ধ—পৌষ শুক্লা সপ্তমী সায়াং ।  
 বামন—ভাদ্র শুক্ল একাদশী সায়াং । কঙ্কী—মাঘ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতঃ ।

জয়ন্তী মধ্যে—নৃসিংহ চতুর্দশী রামনবমী, জন্মাষ্টমী, এই তিনটি উপবাস নিত্য  
 আর সমস্ত কাৰ্য্য ।

\* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার  
 গোস্বামি তত্ত্ব নিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রী বৈষ্ণবোপবাস ত্রয় মীনাংসা  
 পরিশিষ্টে দশাবতার জয়ন্তী নির্ণয়ঃ নাম নবমঃ অধ্যায়ঃ ।\*

ইতি শ্রী বৈষ্ণব কঠোরজ্ঞ সম্পূর্ণঃ ।

## ভ্রম সংশোধন

### বৈষ্ণবোপবাস ত্রত মীমাংসা পরিশিষ্টঃ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তিথ্যাদি	তিথ্যাদির	১৭	১৮
পূজা	পূজ্যা	৪২	১১
ভবিতবৈব	ভবিতব্যৈব	৮৯	৭
দ্বিকল্পা	দ্বিকলো	১১৩	৬
বেদবিহু	বেদবিদোবিহুঃ	১৫৬	১২
অর্দ্ধবামে	সার্কিবামে	১৪০	১৭
দ্বিমুহূর্ত্তেণ ভোবেদ্ যোগ	দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্ যোগ		
ইতিলোলাক্ষিত্রায়াং	ইতিলোগাক্ষি ত্রায়াং	১৪৭	৫

### বৈষ্ণবোপবাস ত্রত মীমাংসা

অর্থের সঙ্গতি হইতেছে	অর্থের অসঙ্গতি হইতেছে	৩৫	৩১
“কুল কথা অহোরাত্র ব্যাপিনী হইলেই বঞ্জুলী হয়”	ভুল, উঠিয়া বাইবে	৪২	২৮
বাইট হইয়া মল পরদিনে গেলে	বাইট হইয়া মল পরদিনে		
অথবা না গেলেও শুদ্ধা একাদশী	গেলে শুদ্ধা একাদশী	৪৪	১২১৩
স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে প্রবৃত্ত	স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে		
	অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত	৪৬	১৪

### শ্রাবণা দ্বাদশী ত্রত মীমাংসা

যদিচ একাদশী তিথির হ্রাস বশতঃ	যদিচ দ্বাদশী তিথির		
	হ্রাস বশতঃ	৫০	১৩১৪

### গোবর্দ্ধন পূজা মীমাংসা

ভদ্রায়াং নন্দাযুক্ত ভদ্রায়াং	ভদ্রায়াং ভদ্রাযুক্ত নন্দায়াং		
প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়ায়াং	দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদি	৫২	৬

## গ্রন্থপ্রাপ্তির ঠিকানা

শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ গোস্বামী

বাগীগ্রাম, পোঃ মধ্যপাড়া,  
ময়মনসিংহ ।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

৬৫।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা কলিকাতা ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।







